বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৫

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 2 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ–স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। এটি কোন গ্রন্থের গ্রন্থের অন্তর্গত?
ক) শ্রী শ্রী গীতা খ) শ্রী শ্রী চণ্ডী গ) বেদ ঘ) বিষ্ণু পুরাণ

২. কোন দেবতাকে নটরাজ বলা হয়?
ক) বিষ্ণু খ) ব্রহ্মা গ) মহেশ্বর ঘ) কার্তিক

৩. বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্তের পর কার নির্দেশে শিক্ষার্থী ব্রহ্মচর্য শেষে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে?
ক) বাবা খ) মা গ) বড় ভাই ঘ) গুরু

৪. জ্ঞান অনুশীলনের ফলে কী হয়?
ক) ব্যক্তির মন আলোকিত হয়
খ) ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি হয়
গ) ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পিত হয়
ঘ) সকল কাজে মনে আনন্দ হয়

৫. তীর্থ দর্শনে মন হয়–
ক) পবিত্র খ) অশান্ত গ) চিন্তিত ঘ) অপবিত্র

৬. 'বিজয়া দশমীর' তাৎপর্য হলো–
ক) ন্যায় কাজের জন্য বিজয় উৎসব পালন করা
খ) বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করা
গ) অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা
ঘ) অশুভ কাজের জন্য বিজয় উৎসব করা

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কার্তিক বাবুর সন্তান জন্মের ষষ্ঠ মাসে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান করেন। অন্যদিকে অপূর্ব ও অপর্ণা সর্ব সম্মতিতে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে যজ্ঞের মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৭. কার্তিক বাবুর ছেলের অনুষ্ঠানটি কোন ধরনের সংস্কার?
ক) জাত কর্ম খ) অন্নপ্রাশন গ) সমাবর্তন ঘ) নামকরণ

৮. অপূর্ব ও অপর্ণা যে বন্ধনে যুক্ত হয়েছে, সে সংস্কারটির মাধ্যমে–
i. মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়
ii. পুরুষ লাভ করে পিতৃত্ব এবং নারী লাভ করে মাতৃত্ব
iii. স্ত্রী-পুরুষের জীবন চলার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. যত্র জীব, তত্র শিব;–বাণীটি কার?
ক) ঠাকুর রামকৃষ্ণ খ) বিবেকানন্দ গ) স্বামী স্বরূপানন্দ ঘ) হরিচাঁদ ঠাকুর

১০. 'দোলযাত্রা' মূলত কাদের উৎসবে?
ক) শাক্ত খ) বৈষ্ণব গ) শৈব ঘ) গাণপত্য

১১. 'প্রাণায়াম' শব্দের অর্থ হলো–
ক) প্রাণের সাথে মনের মিলন
খ) শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ
গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের বিস্তার
ঘ) ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ

১২. নির্মল চক্রবর্তী রবিবার দিন মৃত্যুবরণ করেন। কোন দিন তার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে?
ক) শুক্রবার খ) সোমবার গ) মঙ্গলবার ঘ) বুধবার

১৩. বর্তমান সমাজে কোন ধরনের বিবাহ প্রচলিত আছে?
ক) দৈব খ) ব্রাহ্ম গ) আর্য ঘ) প্রজাপত্য

১৪. পূজার মাধ্যমে–
i. দেব-দেবী সন্তুষ্ট হন
ii. মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়
iii. পূজারীর অভীষ্ট পূরণ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. পৌরাণিক দেবতা কে?
ক) ইন্দ্র খ) বরুণ গ) বিষ্ণু ঘ) অগ্নি

১৬. মনুষ্যগণ কখন ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন?
ক) ভগবানের কৃপায় মায়া-মোহ মুক্ত হলে
খ) ঈশ্বরের আইন মেনে চললে
গ) দেব-দেবীর কৃপা পেলে
ঘ) বেশি বেশি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে

১৭. মনুসংহিতায় ধর্মের কয়টি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে?
ক) ১০ খ) ১২ গ) ১৫ ঘ) ১৬

১৮. অশৌচকালে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তুলসী গাছের গোড়ায়–
i. জল প্রদান করতে হয়
ii. ফুল দিতে হয়
iii. দুধ দিতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. সম্প্রতি সমীরণ বাবু সরকারি চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি সংসারের দায়-দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করে মন্দিরে মন্দিরে সময় অতিবাহিত করছেন। সমীরণ বাবু জীবনের কোন পর্যায়ে রয়েছেন?
ক) ব্রহ্মচর্য খ) বানপ্রস্থ গ) গার্হস্থ্য ঘ) সন্ন্যাস

২০. কোন পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর পৃথিবীতে বিশেষ উদ্দেশ্যে অবতরনের কথা উল্লেখ রয়েছে?
ক) পদ্ম পুরাণ খ) বিষ্ণু পুরাণ
গ) শিব পুরাণ ঘ) শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অমল বাবু সৎ পথে থেকে কঠোর পরিশ্রম করেও সচ্ছলভাবে চলতে পারেন না। তাই তিনি মন্দিরের পুরোহিতের কথায় এক বিশেষ দেবীর পূজা করেন। হঠাৎ গ্রামের অনেক শিশু এক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গৃহ বধূ কমলা তার সন্তানদের মঙ্গলের জন্য শ্রাবণ মাসের শুক্লা ৭মী তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২১. অমল বাবু কোন দেবীর পূজা করেন?
ক) লক্ষ্মী খ) শীতলা গ) দুর্গা ঘ) কালী

২২. গৃহবধূ কমলা যে পূজা করার সিদ্ধান্ত নেন তার ফলে–
i. পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বিষয়ে সতর্ক হওয়া যায় যায়
ii. অন্যায় ও অশুভ দূর হয়
iii. প্রাণিকুল বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. কার কথায় শ্রীরাম তরণীসেনকে বৈষ্ণব অস্ত্র নিক্ষেপ করেন?
ক) রাবণ খ) বিভীষণ গ) লক্ষণ ঘ) জাম্বুবান

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আদিত্য কোনো খাবারই হজম করতে পারে না। সে কারণে তার ক্ষুধাও পায় না। এজন্য সে ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ খেয়েও কোনো উপকার পায়নি। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য সে নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। অপরদিকে অদিতি খাটো হওয়ার কারণে একটি আসন নিয়মিত অনুশীলন করে।

২৪. অদিতি কোন আসনটি অনুশীলন করে?
ক) বৃক্ষাসন খ) অর্ধকূর্মাসন গ) হলাসন ঘ) গরুড়াসন

২৫. আদিত্যের অনুশীলনকৃত আসনের মাধ্যমে–
i. মস্তিষ্ক শান্ত হয়
ii. পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে
iii. দেহের ভারসাম্য ঠিক থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬. যোগী ব্যক্তির মূল উদ্দেশ্য কী?
ক) তপস্যা করা খ) জ্ঞানচর্চা করা
গ) জগতের হিত সাধন ঘ) ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ

২৭. 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।'–বাণীটি কোন ধর্মগ্রন্থে রয়েছে?
ক) রামায়ণে খ) মহাভারতে
গ) গীতায় ঘ) চৈতন্যচরিতামৃতে

২৮. ঈশ্বর বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন ভাবে অবতরণের কারণ–
i. পৃথিবীর সকল মানুষকে সুখে রাখার জন্য
ii. ধর্ম রক্ষা করা
iii. সাধুদের রক্ষা ও দুষ্টের দমন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. রাজা রন্তিবর্মা ছিলেন একজন–
ক) শক্তির উপাসক খ) শিবভক্ত গ) কালীভক্ত ঘ) কৃষ্ণভক্ত

৩০. 'সমাধি' শব্দের অর্থ কী?
ক) ঈশ্বরের নৈবেদ্য অর্পণ খ) ঈশ্বরে যজ্ঞ অর্পণ
গ) ঈশ্বরেচিত্ত সমর্পণ ঘ) সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য :ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। প্রীতম পরিবারের ছোট সন্তান। তার বয়স যখন ছয় বছর তখন সুরেশ বাবু তাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। বর্তমানে সে চাকরিজীবী। এখন সুরেশ বাবু সন্তানের উপর সংসারের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করে নির্জন পরিবেশে থেকে সাধন-ভজন করছেন।

ক. একেশ্বরবাদ কাকে বলে? ১

খ. নিষ্কাম কর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রীতম ছয় বছর বয়সে কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুরেশ বাবুর কর্মকাণ্ড আশ্রমধর্মের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২। অমল বাবু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে প্রণাম করেন। স্নান সেরে তিনি মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন উপাচারের মাধ্যমে দেবতার পূজা করেন। অপরদিকে কমল বাবু প্রতিদিন সকালে বাগান পরিচর্যা করেন এবং গরিব-দুঃখীদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেন।

ক. সেবা কাকে বলে? ১

খ. ঈশ্বর সাকার না নিরাকার বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. অমল বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমল বাবুর অনুসরণকৃত পদ্ধতিতে কি ঈশ্বর লাভ সম্ভব? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। অয়ন ও অর্পা দুই ভাই-বোন। তারা দুজনে নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। অয়ন পেটের বায়ুর প্রকোপ কমানোর জন্য একটি আসন অনুশীলন করে। অপরদিকে, অর্পা যে আসনটি অনুশীলন করে তাতে তার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ক. আসন কাকে বলে? ১

খ. অষ্টাঙ্গযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অয়ন তার পেটের বায়ুর প্রকোপ কমতে কোন আসনটি অনুশীলন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্পার অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। **দৃশ্যকল্প-১ :** সমির ছিল কৃষ্ণভক্ত। একদিন সমির দেখল এক ভিক্ষুক ক্ষুধায় ভীষণ কাঁপছে। তখন সমির নিজের ক্ষুধার পরিণতি উপেক্ষা করে নিজের সমস্ত খাবার ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। খাবার খেয়ে ভিক্ষুক জানাল তাঁর পেট ভরেনি।

দৃশ্যকল্প-২ : সুপর্ণা একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে এক ছিনতাইকারী তার গলার চেইন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমন সময় পথচারী সুমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছিনতাইকারীকে ধরে চেইনটি উদ্ধার করে সুপর্ণাকে ফেরত দেয়।

ক. 'সাহস' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সকল জীবের মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রাপ্ত শিক্ষা থেকে কীভাবে দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করা যায়, তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ সুমন কার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে উক্ত কাজটি করেছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। দীপা প্রতি বছর হেমন্ত ঋতুতে একটি ধর্মাচার পালন করে। এই অনুষ্ঠানে সে তার একমাত্র ভাইয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে। অপরদিকে, সুপ্রিয়া তার বাবা-মাকে নিয়ে তাহিরপুরের একটি তীর্থস্থানে যান। সেখানে চৈত্র মাসে বারুণী স্নানে বহু মানুষের সমাগম হয়। তীর্থস্থান দর্শনে অনেক পুণ্য লাভ হয়।

ক. ধর্মানুষ্ঠান কী? ১

খ. নামযজ্ঞ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দীপা যে ধর্মাচারটি পালন করে, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুপ্রিয়ার তীর্থস্থানটি দর্শনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। পরিতোষ বাবুর বাবা মারা গেছেন। তিনি গ্রামবাসীর সহায়তায় বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অশৌচ পালন করেন। অপরদিকে, পরিতোষ বাবুর বন্ধু পরিমল চক্রবর্তী একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। সেইখানে আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, বিছানা প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। সবশেষে পিণ্ডদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে অনেক আত্মীয়-স্বজনের সমাগম ঘটে।

ক. অশৌচ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. "জন্মভেদে নয় বরং কর্মভেদেই বর্ণ বিভাজন"—কথাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পরিতোষ বাবু কীভাবে তার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিমল চক্রবর্তী যে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন— ইহার পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

৭। **দৃশ্যকল্প-১ :** অভিদের বাড়িতে অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাত্রিতে একটি পূজার আয়োজন করা হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : অন্তু পাশের বাড়িতে পূজা দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে একজন দেবতা ধনুক হাতে একটি পাখির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি একজন অসুরকে পরাজিত করেন।

ক. পুরোহিত কাকে বলে? ১

খ. কুমারী পূজা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অভিদের বাড়িতে কোন পূজাটি হয়েছিল? তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ অন্তুর দেখা পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। রীতার মা ভারতবর্ষের একজন চিকিৎসকের কাহিনি বলেন। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। এ ছাড়াও 'সুশ্রুতসংহিতা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। অপরদিকে তপন একজন মেধাবী বালকের কথা বলেন, যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এক সময় তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা 'অদ্বৈতবাদ'।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. চরক কেন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রীতার মায়ের কাহিনির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তপনের বলা মহাপুরুষের মধ্যে যে আদর্শ ফুটে উঠেছে, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। সুবল ছিল হরিভক্ত। কিন্তু তার বাবা ছিলেন হরিবিদ্বেষী। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে প্রায় মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সুবলকে বিভিন্নভাবে হত্যা করার চেষ্টা করে। অপরদিকে এক গ্রামে বাস করতেন এক গরিব লোক। পাশের বন থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। কখনো অসৎ কাজ করতেন না। গরিব লোকটির দারিদ্র্য দূর হলো।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কী? ১

খ. ধার্মিকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুবলের চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গরিব লোকটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। জয়দের বাড়িতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাধাকৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর ও কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। এই পূজার আগের দিন 'বুড়ির ঘর' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অপরদিকে, আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এই উৎসব পালিত হয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. নবান্ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জয়দের বাড়িতে কোন পূজাটি করা হয়? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের বিখ্যাত উৎসবটির প্রভাব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। প্রকাশ বাবু ধৈর্যশীল, সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং কথা ও কাজে তার সমন্বয় রয়েছে। তার পোশাক সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। সংস্কৃতে তাঁর বেশ দক্ষতা রয়েছে। বিভিন্ন পূজার সময় তিনি যজমান বাড়িতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পূজা করে থাকেন।

ক. দেবী দুর্গার কয়টি হাত রয়েছে? ১

খ. লৌকিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রকাশ বাবুর পেশা সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রকাশ বাবুর গুণাবলি পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (ঢাকা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	খ	৮	ক	৯	ক	১০	খ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	ক	২২	খ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ প্রীতম পরিবারের ছোট সন্তান। তার বয়স যখন ছয় বছর তখন সুরেশ বাবু তাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। বর্তমানে সে চাকরিজীবী। এখন সুরেশ বাবু সন্তানের উপর সংসারের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করে নির্জন পরিবেশে থেকে সাধন-ভজন করছেন।

ক. একেশ্বরবাদ কাকে বলে? ১

খ. নিষ্কাম কর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রীতম ছয় বছর বয়সে কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুরেশ বাবুর কর্মকাণ্ড আশ্রমধর্মের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ অমল বাবু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে প্রণাম করেন। স্নান সেরে তিনি মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন উপাচারের মাধ্যমে দেবতার পূজা করেন। অপরদিকে কমল বাবু প্রতিদিন সকালে বাগান পরিচর্যা করেন এবং গরিব-দুঃখীদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেন।

ক. সেবা কাকে বলে? ১

খ. ঈশ্বর সাকার না নিরাকার বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. অমল বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমল বাবুর অনুসরণকৃত পদ্ধতিতে কি ঈশ্বর লাভ সম্ভব? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরের সন্তুষ্টির জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর কাজকেই সেবা বলে।

খ ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার-উভয়ই। কোনো প্রতীক বা আকারকে যখন ঈশ্বর রূপে কল্পনা করে উপাসনা করা হয় তখন সেটাকে ঈশ্বরের সাকার রূপ বলা হয়। আর যখন ধ্যান, উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপাসনা করা হয় তখন তাকে ঈশ্বরের নিরাকার রূপ বলা হয়। গীতায় বলা হয়েছে, যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে, তাকে সেভাবেই আমি (ঈশ্বর) কৃপা করে থাকি। দেবদেবীগণ ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপ হচ্ছে দেবদেবী। তাই বলা যায়, ঈশ্বর সাকার, নিরাকার উভয় রূপেই বিদ্যমান।

গ অমল বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাকার উপাসনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

দেব-দেবীরা হলেন ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাদেরকে দেব-দেবী বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। সাকার বা প্রতীক উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীকে খুশি করার জন্য করা হয়। এ সময় দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে তার সামনে পূজা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অমল বাবু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে প্রণাম করেন। স্নান সেরে তিনি মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন উপাচারের মাধ্যমে দেবতার পূজা করেন, যা পাঠ্যবইয়ের সাকার উপাসনার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অমল বাবুর কর্মকাণ্ডে সাকার উপাসনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, কমল বাবুর অনুসরণকৃত পদ্ধতি তথা ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ করা যায়।

সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন– অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। এ ছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। আমরা জীবের সেবা করব কেন? আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এ কথার তাৎপর্য এই যে, বহুরূপে অর্থাৎ বহুজীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, কমল বাবুর অনুসরণকৃত পদ্ধতিতে ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৩ অয়ন ও অর্পা দুই ভাই-বোন। তারা দুজনে নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। অয়ন পেটের বায়ুর প্রকোপ কমানোর জন্য একটি আসন অনুশীলন করে। অপরদিকে, অর্পা যে আসনটি অনুশীলন করে তাতে তার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ক. আসন কাকে বলে? ১

খ. অষ্টাঙ্গযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অয়ন তার পেটের বায়ুর প্রকোপ কমতে কোন আসনটি অনুশীলন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্পার অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেহমনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থান তাকে আসন বলে।

খ মহর্ষি পতঞ্জলি মানুষের আত্মানুসন্ধানে যোগের যে আটটি ধাপকে নির্দেশ করেছেন, সেগুলোকে একত্রে অষ্টাঙ্গযোগ বলে।

অষ্টাঙ্গযোগ যোগসাধনার এমন একটি পথ যাতে প্রতি মানুষ নির্ভয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে চলতে পারে। নিজেদের জীবন সুখ-শান্তি ও আনন্দের মাধ্যমে কাটাতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ। এগুলো একত্রে অষ্টাঙ্গযোগ নামে পরিচিত।

গ অয়ন তার পেটের বায়ুর প্রকোপ কমাতে অর্ধকূর্মাসন আসনটি অনুশীলন করে।

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে।

হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

উদ্দীপকে অয়ন পেটের বায়ুর প্রকোপ কমানোর জন্য একটি আসন অনুশীলন করে, যা অর্ধকূর্মাসনকে নির্দেশ করে।

ঘ অর্পার অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন।

উদ্দীপকে অর্পা যে আসনটি অনুশীলন করে তাতে তার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃক্ষাসনের ফলেই তার শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বৃক্ষাসন অনুশীলনকালে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে বৃক্ষাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন করার ফলে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে। পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে। উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কোমর ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল ও নমনীয় হয়। পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনো দিন বাত হতে পারে না। যাদের হাত-পা কাঁপে, বিশেষ করে পা দুর্বল তাদের জন্য বৃক্ষাসন অনুশীলন খুবই সহায়ক। অনেকের রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনিতে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলনে তা রোধ করা যায়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

সুতরাং বলা যায়, অর্পা বৃক্ষাসন অনুশীলন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **দৃশ্যকল্প-১ :** সমির ছিল কৃষ্ণভক্ত। একদিন সমির দেখল এক ভিক্ষুক ক্ষুধায় ভীষণ কাঁপছে। তখন সমির নিজের ক্ষুধার পরিণতি উপেক্ষা করে নিজের সমস্ত খাবার ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। খাবার খেয়ে ভিক্ষুক জানাল তাঁর পেট ভরেনি।

দৃশ্যকল্প-২ : সুপর্ণা একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে এক ছিনতাইকারী তার গলার চেইন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমন সময় পথচারী সুমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছিনতাইকারীকে ধরে চেইনটি উদ্ধার করে সুপর্ণাকে ফেরত দেয়।

ক. 'সাহস' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সকল জীবের মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রাপ্ত শিক্ষা থেকে কীভাবে দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করা যায়, তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ সুমন কার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে উক্ত কাজটি করেছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সাহস' শব্দের অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা।

খ মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। কী সেই গুণ? এক কথায় বলা যায়, এ গুণটির নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না।

গ দৃশ্যকল্প-১ থেকে মূলত মানবতার শিক্ষা পাওয়া যায়।

সমির নিজের ক্ষুধা উপেক্ষা করে নিজের সমস্ত খাবার এক ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়। এতে বোঝা যায়, মানবিক দায়িত্ব পালন করতে গেলে কখনো কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।

মানুষের মধ্যে মানবতা থাকার কারণে তাকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়।

মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য রয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কাজে লাগিয়ে নিজেকে সার্থক করেছে, করেছে মহান। মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎ প্রাণ ব্যক্তি নিজের জীবনের সর্বস্ব অন্যের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। কেবল অর্থ দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়েও অনেক মহানুভব ব্যক্তি চরম ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, বিদ্যাহীনে বিদ্যা, ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, রুগ্নকে ঔষধ, গৃহহীনকে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ সুমন তরণীসেনের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে উক্ত কাজটি তথা ছিনতাইকারীকে ধরে চেইনটি উদ্ধার করেছে।

দৃশ্যকল্প-২ এ সুপর্ণা একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে এক ছিনতাইকারী তার গলার চেইন নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমন সময় পথচারী সুমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছিনতাইকারীকে ধরে চেইনটি উদ্ধার করে সুপর্ণাকে ফেরত দেয়। যা পাঠ্যবইয়ের তরণীসেনের আদর্শের সাথে মিল রয়েছে।

তরণীসেন এক সৎসাহসী বারো বছরের বালক। সে ছিল রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। রাক্ষস বাহিনীর সাথে রাম-লক্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে এবং এ যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনী পরাজিত হচ্ছে– এ খবর পেয়ে বালক তরণীসেন সাহস করে রথ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে। রণক্ষেত্রে তার বাণের আঘাতে রামের পক্ষের অনেক বানর সৈন্য আহত হয়। তরণীসেনের এ সৎসাহস দেখে রামচন্দ্র বিস্মিত হন। এ কারণে রণক্ষেত্রে তরণীসেনের মৃত্যুর পর তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন। রামচন্দ্রের আশীর্বাদে তরণীসেন রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে যায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, তরণীসেন বালক হওয়া সত্ত্বেও যে সৎসাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ইতিহাসে তা অম্লান। সে দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সৎসাহস নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় চিত্তে যুদ্ধ করে। বীরের মতো লড়ে তরণীসেন প্রাণ বিসর্জন দেয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ দীপা প্রতি বছর হেমন্ত ঋতুতে একটি ধর্মাচার পালন করে। এই অনুষ্ঠানে সে তার একমাত্র ভাইয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে। অপরদিকে, সুপ্রিয়া তার বাবা-মাকে নিয়ে তাহিরপুরের একটি তীর্থস্থানে যান। সেখানে চৈত্র মাসে বারুণী স্নানে বহু মানুষের সমাগম হয়। তীর্থস্থান দর্শনে অনেক পুণ্য লাভ হয়।

ক. ধর্মানুষ্ঠান কী? ১

খ. নামযজ্ঞ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দীপা যে ধর্মাচারটি পালন করে, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুপ্রিয়ার তীর্থস্থানটি দর্শনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ পরিতোষ বাবুর বাবা মারা গেছেন। তিনি গ্রামবাসীর সহায়তায় বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অশৌচ পালন করেন। অপরদিকে, পরিতোষ বাবুর বন্ধু পরিমল চক্রবর্তী একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। সেইখানে আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, বিছানা প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। সবশেষে পিণ্ডদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে অনেক আত্মীয়-স্বজনের সমাগম ঘটে।

ক. অশৌচ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. "জন্মভেদে নয় বরং কর্মভেদেই বর্ণ বিভাজন"–কথাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পরিতোষ বাবু কীভাবে তার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিমল চক্রবর্তী যে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন– ইহার পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব।

খ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে জন্মভেদে নয়, বরং কর্মভেদেই বর্ণবিভাজন হয়। অর্থাৎ যে যে রকম পেশায় নিয়োজিত তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, **'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'** কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি।

ব্রাহ্মণ সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে, এমনটি নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারেন। আবার কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবেন। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত।

গ পরিতোষ বাবু শাস্ত্রীয় বিধিবিধান অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেয়া হয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান। স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডদান করতে হয়। এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়। তারপর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাঠ দিয়ে সহজে দাহকার্য সম্পন্ন করে।

উদ্দীপকে পরিতোষ বাবুর বাবা মারা গেছেন। তিনি গ্রামবাসীর সহায়তায় বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন, যা শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী করা হয়েছে।

ঘ পরিমল চক্রবর্তী আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন। এর পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে পরিতোষ বাবুর বন্ধু পরিমল চক্রবর্তী একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। সেইখানে আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, বিছানা প্রভৃতি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। সবশেষে পিন্ডদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়, যা পাঠ্যবইয়ের আদ্যশ্রাদ্ধের সাথে মিল রয়েছে।

আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। কেউ মারা গেলে পড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেক জনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ **দৃশ্যকল্প-১ :** অভিদের বাড়িতে অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাত্রিতে একটি পূজার আয়োজন করা হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : অন্তু পাশের বাড়িতে পূজা দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে একজন দেবতা ধনুক হাতে একটি পাখির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি একজন অসুরকে পরাজিত করেন।

ক. পুরোহিত কাকে বলে? ১

খ. কুমারী পূজা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অভিদের বাড়িতে কোন পূজাটি হয়েছিল? তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ অন্তুর দেখা পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৮ রীতার মা ভারতবর্ষের একজন চিকিৎসকের কাহিনি বলেন। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। এ ছাড়াও 'সুশ্রুতসংহিতা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। অপরদিকে তপন একজন মেধাবী বালকের কথা বলেন, যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে অল্প বয়সেই পান্ডিত্য অর্জন করেন। এক সময় তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা 'অদ্বৈতবাদ'।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. চরক কেন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রীতার মায়ের কাহিনির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তপনের বলা মহাপুরুষের মধ্যে যে আদর্শ ফুটে উঠেছে, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় অবতার।

খ চরক মানুষের রোগব্যাধি দূর করার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাঁকে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক বলা হতো। তাঁর সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, বিষ্ণু যখন মৎস্যাবতাররূপে আবির্ভূত হন, তখন অনন্তদেব অথর্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ লাভ করেন। এরপর তিনি মানুষের অবস্থা দেখার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন। দেখেন অনেকেই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে বেদনায় কাতর। তা দেখে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। তাই মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য তিনি একজন মুনিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে রীতার মায়ের কাহিনির সাথে পাঠ্যপুস্তকের সুশ্রুত-এর মিল রয়েছে।

সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরী কাশীরাজের পুত্ররূপে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তার নিকট পাঠান আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য। আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

উদ্দীপকে রীতার মা ভারতবর্ষের একজন চিকিৎসকের কাহিনি বলেন। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। এছাড়াও 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন, যা মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের কর্মকান্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রীতার মায়ের কাহিনির সাথে সুশ্রুত-এর মিল রয়েছে।

ঘ তপনের বলা মহাপুরুষ তথা শ্রীশঙ্করাচার্যের মধ্যে যে আদর্শ ফুটে উঠেছে, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

উদ্দীপকে তপন একজন মেধাবী বালকের কথা বলেন, যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে অল্প বয়সেই পান্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা 'অদ্বৈতবাদ'। এসব কর্মকাণ্ড শ্রীশঙ্করাচার্যের মধ্যে নিহিত।

যে সকল ক্ষণজন্মা মনীষী তাদের কর্মকান্ডের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য অন্যতম। পন্ডিতরা কোষ্ঠী দেখে তার স্বল্প আয়ুর কথা বললে তিনি ব্রহ্ম সাধনায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ধর্মগুরু হিসেবে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তার ধর্মের মূলকথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।'

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও ম্লান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্কারচার্য তার অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। 'জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই' এ কথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সুবল ছিল হরিভক্ত। কিন্তু তার বাবা ছিলেন হরিবিদ্বেষী। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে প্রায় মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সুবলকে বিভিন্নভাবে হত্যা করার চেষ্টা করে। অপরদিকে এক গ্রামে বাস করতেন এক গরিব লোক। পাশের বন থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। কখনো অসৎ কাজ করতেন না। গরিব লোকটির দারিদ্র্য দূর হলো।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কী? ১

খ. ধার্মিকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুবলের চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গরিব লোকটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার বিবেচনা শক্তিকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

খ ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ অনুসারে ধর্মের পথে চলেন। ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ যার মধ্যে প্রকাশ পায় তিনিই ধার্মিক। তিনি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি মানুষকে ক্ষমা করেন। তিনি দম্ভ দ্বারা পরিচালিত হন না।

গ সুবলের চরিত্রের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের প্রহ্লাদ চরিত্রের মিল রয়েছে।

সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। দম্ভ ও কর্তৃত্বের জোরে হিরণ্যকশিপু নিজের হরিভক্ত পুত্রকে বারংবার মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে এই পাপকার্যে সফল হয়নি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী রাজন নিজেকে সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী মনে করে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই বলে সে হরিভক্ত আপনজনকে বারবার মারার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সফল হয়নি।

উদ্দীপকে সুবল ছিল হরিভক্ত। কিন্তু তার বাবা ছিলেন হরিবিদ্বেষী। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে প্রায় মতবিরোধ দেখা দেয়। একপর্যায়ে সুবলকে বিভিন্নভাবে হত্যা করার চেষ্টা করে। প্রহ্লাদের চরিত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সুবলের মধ্যেও সেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই বলা যায়, সুবলের চরিত্রের সাথে প্রহ্লাদ চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ গরিব লোকটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের গরিব কাঠুরিয়ার ঘটনার মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে এক গ্রামে বাস করতেন এক গরিব লোক। পাশের বন থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। কখনো অসৎ কাজ করতেন না। গরিব লোকটির দারিদ্র্য দূর হলো। যা পাঠ্যবইয়ের গরিব কাঠুরিয়ার সাথে মিল রয়েছে।

একদিন এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটার সময় তার কুঠারটি অসাবধানতাবশত নদীর জলে পড়ে যায়। কুঠারের শোকে সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। এমন সময় জলের ভেতর থেকে জলদেবতা উঠে আসল এবং বিস্তারিত শুনে জলে ডুব দিল। এরপর একবার সোনার কুঠার এবং আর একবার রুপার কুঠার নিয়ে উঠল। দুবারই কাঠুরিয়া প্রত্যাখ্যান করল। তখন জলদেবতা লোহার কুঠারটি নিয়ে এলে সেটিকে সে তার নিজের বলে দাবি করল। এতে খুশি হয়ে জলদেবতা কাঠুরিয়াকে তিনটি কুঠারই দিলেন। সোনা ও রুপার কুঠার দুটি বিক্রি করে কাঠুরিয়ার দুঃখ লাঘব হলো।

সুতরাং বলা যায়, গরিব লোকটির সাথে গরিব কাঠুরিয়ার ঘটনার মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ জয়দের বাড়িতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাধাকৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর ও কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। এই পূজার আগের দিন 'বুড়ির ঘর' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অপরদিকে, আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এই উৎসব পালিত হয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. নবান্ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জয়দের বাড়িতে কোন পূজাটি করা হয়? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের বিখ্যাত উৎসবটির প্রভাব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ প্রকাশ বাবু ধৈর্যশীল, সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং কথা ও কাজে তার সমন্বয় রয়েছে। তার পোশাক সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। সংস্কৃতে তাঁর বেশ দক্ষতা রয়েছে। বিভিন্ন পূজার সময় তিনি যজমান বাড়িতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পূজা করে থাকেন।

ক. দেবী দুর্গার কয়টি হাত রয়েছে? ১

খ. লৌকিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রকাশ বাবুর পেশা সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রকাশ বাবুর গুণাবলি পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **'আনন্দলহরী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ⓚ বিজয়কৃষ্ণ ⓚ বিবেকানন্দ ⓖ শঙ্করাচার্য ⓖ অনুকূলচন্দ্র

২. **সুমিত্রা দেবী অজ্ঞানতায় মোহান্ধকার দূর করার জন্য শ্যামা পূজার দিন প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি ধর্মাচার পালন করেন। উক্ত ধর্মাচারের নাম হলো—**
ক বর্ষবরণ খ নামযজ্ঞ গ দীপাবলি ঘ নীল পূজা

৩. **মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা তার নাম হলো—**
ক মহানুভবতা খ মানবতা গ উদারতা ঘ সততা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রমনীমোহন বাবুর একমাত্র মেয়ে সুমিত্রার বিবাহ উপলক্ষ্যে গায়ে হলুদের আয়োজন করা হয়। অপরদিকে উৎপলার ছেলে উৎসর মুখে প্রথম ভাত দেওয়ার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৪. **গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী?**
ক আনন্দ করা খ পূর্ব পুরুষের আশীর্বাদ কামনা
গ বিয়ের কনেকে সাজানো ঘ নব দম্পত্তির সুখ-শান্তি কামনা

৫. **উৎপলার ছেলের মুখে ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠানকে হিন্দু সংস্কারে কী বলা হয়?**
ক সমাবর্তন খ নামকরণ গ অন্নপ্রাশন ঘ জাতকর্ম

৬. **দেবী দুর্গার ডান চোখ কী নির্দেশ করে?**
ক চন্দ্র খ সূর্য গ অগ্নি ঘ জ্ঞান

৭. **রন্তিবর্মা কী ছিলেন?**
ক রাজা খ সন্ন্যাসী গ রাজর্ষি ঘ সেনাপতি

৮. **শ্রীমা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**
ক নবদ্বীপ খ পন্ডিচেরী গ প্যারিস ঘ নদীয়া

৯. **সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা কে?**
ক শিব খ বিষ্ণু গ ব্রহ্মা ঘ কার্তিক

১০. **অদ্বৈত প্রভুর মায়ের নাম কী?**
ক লাভাদেবী খ বিশিষ্টাদেবী গ চন্দ্রমনিদেবী ঘ স্বর্ণময়দেবী

১১. **রাজা দশরথের সুযোগ্য পুত্ররা হলেন—**
i. রাম, লক্ষ্মণ ii. ভরত, শত্রুঘ্ন
iii. রাম, অর্জুন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. **'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'— কোথায় বলা হয়েছে?**
ক ঋগ্‌বেদে খ উপনিষদে গ সামবেদে ঘ ঋজুর্বেদে

১৩. **হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারার জন্য দিয়েছিল—**
i. বিষমিশ্রিত অন্ন ii. বিষধর সর্পের প্রকোষ্ঠে
iii. হাতির পায়ের নিচে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. **ভক্তদের কাছে ঈশ্বর কী নামে পরিচিত?**
ক ব্রহ্ম খ ভগবান গ পরমাত্মা ঘ বিষ্ণু

১৫. **কতবছর বয়সে শ্বেত কেতু ব্রহ্মচর্য পালন করার জন্য গুরু গৃহে যায়?**
ক চৌদ্দ খ বার গ সাত ঘ পাঁচ

১৬. **সন্ধি পূজা কখন করা হয়?**
ক সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে খ নবমী তিথিতে
গ নবমী তিথিতে ঘ অষ্টমী ও নবমীর সন্ধির সময়

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
লেখাপড়ায় বিপুলের মন নেই। সবসময় শ্রীকৃষ্ণের কথাভাবে। কীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে সর্বদা এই চিন্তা করে। অপরদিকে অলকা তার গুরুদেবের কাছ থেকে জানতে পারে, যারা পাপী তাদের জন্য ভগবান কাঁদে। তাদেরকে কৃপা করেন। যেমন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন।

১৭. **বিপুলের সাথে কোন মহাপুরুষের মিল রয়েছে?**
ক শ্রীচৈতন্য খ ভক্ত হরিদাস
গ প্রভু নিত্যানন্দ ঘ হারাই পণ্ডিত

১৮. **জগাই মাধাই কোথায় থাকতেন?**
ক নবদ্বীপ খ কাশী গ মথুরা ঘ হিমালয়

১৯. **ডাক্তারের পরামর্শে শিল্পী দেবী বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা করার জন্য নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। সে কোন আসন অনুশীলন করে?**
ক গরুড়াসন খ বৃক্ষাসন গ হলাসন ঘ বজ্রাসন

২০. **দুষ্টের কাছে শ্রীকৃষ্ণ কেমন ছিলেন?**
ক ভয়ঙ্কর খ পাষাণ গ অত্যাচারী ঘ ভগবান

২১. **নমস্কার প্রণামের প্রতিশব্দ। এই নমস্কার হচ্ছে—**
i. কায়িক ii. বাচিক
iii. মানসিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. **ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি?**
ক চার খ আট গ দশ ঘ বারো

২৩. **কোন যুগে ঋষিগণ সুখবাদী ছিলেন?**
ক পৌরাণিক খ বৈদিক গ দ্বাপর ঘ কলি

২৪. **কণিকা তার বাবা ও মায়ের সাথে বারুণী স্নানের দিন 'পণাতীর্থে' যান। উক্ত স্থান ভ্রমণের ফলে—**
i. জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে ii. পুণ্যলাভ হবে
iii. মন পবিত্র হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. **সঞ্জয় বাবু যোগ সাধনা করে যোগী হয়েছেন। তিনি কীরূপে ঈশ্বরকে ডাকেন?**
ক ভগবান খ পরমাত্মা গ যোগী ঘ অবতার

২৬. **অশৌচ শব্দের অর্থ কী?**
ক পবিত্রতা খ নিরামিষ আহার
গ অপরিস্কার ঘ শুচিতার অভাব

২৭. **বর্তমান সমাজে কোন বিবাহ প্রচলিত?**
ক দৈব খ প্রাজাপত্য গ ব্রাহ্ম ঘ আসুর

২৮. **শ্বাস গ্রহণ ও ধারণকে বলা হয়—**
i. পূরক ii. রেচক iii. কুম্ভক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিজয়া দশমীর দিন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন আচার ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে দেবী দুর্গার বিসর্জন দেয়। অপরদিকে গোবিন্দপুর গ্রামের লোকেরা বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষার জন্য প্রতিবছর একজন দেবীর পূজা করেন। উক্ত দেবীর পূজায় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়।

২৯. **বিজয়া দশমীর দিন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে থাকে—**
i. সিঁদুর পরানো
ii. মিষ্টিমুখ করানো
iii. বিদায় সম্ভাষণ জানানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. **গোবিন্দপুর গ্রামের লোকেরা কোন দেবীর পূজা করেন?**
ক দেবী দুর্গা খ দেবী শীতলা
গ দেবী কালী ঘ দেবী মনসা

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **ঘটনা-১ :** গত চৈত্র মাসে পলাশ বাবু পরিবার সহকারে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করতে যান। সেখানে তারা নদে নেমে স্নান করেন এবং পাপ মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।
ঘটনা-২ : রাধানগর গ্রামে কয়েক প্রহর ব্যাপী একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নানা সুর, তাল ও ছন্দে কীর্তন পরিবেশন করা হয়। ভগবানের নাম শ্রবণের জন্য ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে এসে মিলিত হয়।
- ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১
- খ. নতুন বছরকে বরণ করার মধ্য দিয়ে যে উৎসব পালন করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ঘটনা-১ এ পলাশ বাবুর পালনকৃত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ঘটনা-২ এর অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২।

চিত্র-ক

চিত্র-খ

- ক. পূজা কাকে বলে? ১
- খ. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. চিত্র-ক এর পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. চিত্র-খ এ উল্লিখিত দেবতার গুরুত্ব ও প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। সুবল বাবু তাঁর সন্তানদের লেখাপড়া শেষ করান এবং বিয়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করে দেন। অতিথি সেবাসহ পরিবার এবং সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেন। তার বড়ভাই রমানাথ বাবু চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের কিছুদিন পর সংসারের সকল কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ধর্মীয় কাজে সময় অতিবাহিত করেন এবং সব সময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।
- ক. ভক্তিযোগ কাকে বলে? ১
- খ. দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের সুবল বাবুর অনুশীলিত আশ্রম যে চতুরাশ্রমের অন্তর্গত তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের রমানাথ বাবু কি সঠিক ধর্ম নির্দেশিত পথে চলছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪।

চিত্র-১

চিত্র-২

- ক. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কাকে বলে? ১
- খ. শিক্ষক মহাশয় যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান উপদেশ দেন তা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. চিত্র-১ এর সামাজিক অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির সামাজিক প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। **দৃশ্যকল্প-১ :** দশম শ্রেণির ছাত্রী দিবা বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে খেলতে গিয়ে একটি পাঁচশত টাকার নোট কুড়িয়ে পায়। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পেয়ে প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষে জমা দেয়।
দৃশ্যকল্প-২ : অমল রায়ের ছেলে প্রবীর রায় ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের আরাধনা করে। কিন্তু অমল রায়ের চাওয়া ছেলে তাকে কাজ-কর্মে সাহায্য করুক। তবে কোনো ভাবেই তার ছেলে তাকে কোনো কাজেই সাহায্য করে না। বরং সে আরও বেশি করে ঈশ্বর সাধনায় নিজেকে যুক্ত করে। অমল রায় প্রবীর রায়কে ঈশ্বর সাধনা থেকে দূরে রাখতে না পেরে তাকে নানাভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন না।
- ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১
- খ. নম্র, ভদ্র আচরণকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দিবার মধ্যে যে আচরণিক মূল্যবোধ লক্ষ করা যায় তার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর প্রবীর চরিত্রটি তোমার পাঠ্যবইয়ের উপাখ্যানের একটি চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি– তুমি কি একমত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। **দৃশ্যকল্প-১ :** স্বপন বাবুর বাড়িতে তপন পড়াতে যায়। তপন প্রায়ই ঐ বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পায়। একদিন তপন কাছে গিয়ে দেখে স্বপন বাবুর স্ত্রী সেই গৃহপরিচারিকাকে শারীরিকভাবে প্রহার করছে। তখন তপন কাল বিলম্ব না করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়।
দৃশ্যকল্প-২ : সম্প্রতি বন্যায় ডিমলা উপজেলার লাউতারা গ্রামের মানুষের ঘর-বাড়ি, ফসলি ক্ষেত ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে গণেশ চিড়া, মুড়ি, গুড় ও মোমবাতি সংগ্রহ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন।
- ক. অযাচক বৃত্তি কাকে বলে? ১
- খ. কোন গুণের কারণে মানুষ সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ তপন এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের যে চরিত্রের মিল রয়েছে তা পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ গণেশ বাবুর মধ্যে ধর্মের যে গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৭। উর্মিলা বেশ কিছুদিন থেকে ঠিকমত হাঁটতে পারেনা। পা-কাঁপে শরীর দুর্বল লাগে। সে ডাক্তারের শরাণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে একটি আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন। যা নিয়মিত অনুশীলন করলে সে সুস্থ হয়ে যাবে।
অপরদিকে বিপুল বাবু দীর্ঘদিন যাবৎ মেরুদন্ড ব্যথা ও ডায়াবেটিক রোগে ভুগছিল। তার কাকার পরামর্শে সে নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ।
- ক. ধারণা কাকে বলে? ১
- খ. ঈশ্বর প্রাণী বিধান বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উর্মিলার অনুশীলনকৃত আসনটির অনুীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বিপুল বাবুর অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **ঘটনা-১ :** কনক বাবু একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত। তার বাড়িতে একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে। তিনি প্রতিদিন সেই মূর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করেন।
ঘটনা-২ : নিপন মহন্ত পেশায় একজন শিক্ষক। একদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি বিড়াল পড়ে থাকতে দেখলেন। এটা দেখে তিনি বিড়ালটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন।
- ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১
- খ. যে পূজার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন থাকা যায়-তা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ঘটনা-১ এ কনক বাবুর উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ঘটনা-২ এ নিপন মহন্ত এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** শিল্পী দেবী ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মা-বাবার খুব আদরের। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। তার সুমধুর কণ্ঠের ভজন গান সকলকে মুগ্ধ করে।
দৃশ্যকল্প-২ : দুর্গাপুর গ্রামে রোমন নামে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। ছাত্র হিসেবে তার ছিল অসাধারণ মেধা। ধর্মের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। মাত্র ১২ বছর বয়সে সে সংসার ত্যাগ করে এক সাধুর সাথে সন্ন্যাস যাত্রা করে।
- ক. পূর্ণ অবতার কাকে বলে? ১
- খ. ভারতীয় শৈল্যবিদ্যার জনক কে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত শিল্পীদেবীর কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সাধক-সাধিকার সাধন জীবন বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** সিপন রায় দাদার আলমারিতে চোখ বুলাতেই একটি বই চোখে পড়ে। বইটি হাতে নিয়ে সে পড়া শুরু করলে সৃষ্টির গোপন তথ্য জানতে পারে।
দৃশ্যকল্প-২ : রাকেশ বাবার বড় ছেলে এবং তারা চার ভাই। তাঁর বাবার তিন স্ত্রী। সৎ মায়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাকেশ স্ত্রীসহ বাবার সকল সম্পত্তি রেখে অন্যত্র চলে যান। ভাই রতন সঙ্গী হয়ে সবসময় ভাই রাকেশকে ছায়ার মতো ঘিরে রাখে।
- ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১
- খ. নিজের বিবেক দ্বারা কাজ করাকে ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ সিপন রায়ের পঠিত গ্রন্থটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ রাকেশের মধ্যে যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

চিত্র-১

চিত্র-২

- ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
- খ. শরীরের কার্যকারিতার জন্য কয়টি দোষের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত সাধকের সাধন জীবন তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. হিন্দুধর্ম প্রচারে চিত্র-২ এ উল্লিখিত সাধকের অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (রাজশাহী বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	গ	৬	খ	৭	ক	৮	গ	৯	খ	১০	ক	১১	ক	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **ঘটনা-১ :** গত চৈত্র মাসে পলাশ বাবু পরিবার সহকারে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করতে যান। সেখানে তারা নদে নেমে স্নান করেন এবং পাপ মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

ঘটনা-২ : রাধানগর গ্রামে কয়েক প্রহর ব্যাপী একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নানা সুর, তাল ও ছন্দে কীর্তন পরিবেশন করা হয়। ভগবানের নাম শ্রবণের জন্য ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে এসে মিলিত হয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. নতুন বছরকে বরণ করার মধ্য দিয়ে যে উৎসব পালন করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ পলাশ বাবুর পালনকৃত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২

চিত্র-ক

চিত্র-খ

ক. পূজা কাকে বলে? ১

খ. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-ক এর পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চিত্র-খ এ উল্লিখিত দেবতার গুরুত্ব ও প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ সুবল বাবু তাঁর সন্তানদের লেখাপড়া শেষ করান এবং বিয়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করে দেন। অতিথি সেবাসহ পরিবার এবং সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেন। তার বড় ভাই রমানাথ বাবু চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের কিছুদিন পর সংসারের সকল কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ধর্মীয় কাজে সময় অতিবাহিত করেন এবং সব সময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. ভক্তিযোগ কাকে বলে? ১

খ. দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সুবল বাবুর অনুশীলিত আশ্রম যে চতুরাশ্রমের অন্তর্গত তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রমানাথ বাবু কি সঠিক ধর্ম নির্দেশিত পথে চলছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৪

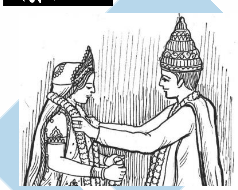
চিত্র-১

চিত্র-২

ক. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. শিক্ষক মহাশয় যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান উপদেশ দেন তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর সামাজিক অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির সামাজিক প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবাহের দিন বা তার আগের দিন বর ও কনে উভয়পক্ষই নিজ নিজ ঘরে তাদের পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

খ শিক্ষক মহাশয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান উপদেশ দিতেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে সমাবর্তন বলে। সমাবর্তন হলো এক প্রকার অনুষ্ঠান। প্রাচীনকালে পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হতো, তাকে সমাবর্তন বলা হতো। এই অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন।

গ চিত্র-১ এ সামাজিক অনুষ্ঠানটি হলো বিবাহ। নিম্নে এই অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো :

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারটি অর্থাৎ বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে

বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার।

এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ–পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।

পরিশেষে বলা যায়, মানবজীবনে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটি একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান। নিচে এর সামাজিক প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো :

আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পশ্চাতে শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধি-বিধান। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধু যে ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন দেখতে আসেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার, জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এতে সামাজিক অনুশাসনের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। তাছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটি উচ্চারণের ফলে আত্মা পবিত্র হয়। সকলের মধ্যে একটা সৌহাদ্যপূর্ণ মন তৈরি হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **দৃশ্যকল্প-১ :** দশম শ্রেণির ছাত্রী দিবা বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে খেলতে গিয়ে একটি পাঁচশত টাকার নোট কুড়িয়ে পায়। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পেয়ে প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষে জমা দেয়।

দৃশ্যকল্প-২ : অমল রায়ের ছেলে প্রবীর রায় ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের আরাধনা করে। কিন্তু অমল রায়ের চাওয়া ছেলে তাকে কাজ-কর্মে সাহায্য করুক। তবে কোনো ভাবেই তার ছেলে তাকে কোনো কাজেই সাহায্য করে না। বরং সে আরও বেশি করে ঈশ্বর সাধনায় নিজেকে যুক্ত করে। অমল রায় প্রবীর রায়কে ঈশ্বর সাধনা থেকে দূরে রাখতে না পেরে তাকে নানাভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন না।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১

খ. নম্র, ভদ্র আচরণকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দিবার মধ্যে যে আচরণিক মূল্যবোধ লক্ষ করা যায় তার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর প্রবীর চরিত্রটি তোমার পাঠ্যবইয়ের উপাখ্যানের একটি চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি– তুমি কি একমত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'প্রণাম করি' বাক্য বলে আনত হওয়াকে অভিবাদন বলা হয়।

খ নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচারকে বলে শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। মানুষে মানুষে সুন্দর আচরণ আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে শিষ্টাচার উদ্বুদ্ধ করে। শিষ্টাচারের কারণে ছোটরা বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং বড়রা ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সকলকে সমান কাতারে নিয়ে আসে শিষ্টাচার। এজন্য শিষ্টাচারের অনুশীলনের ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দিবার মধ্যে যে আচরণিক মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো সততা। নিম্নে সততা ও বিভিন্ন গুণাবলীর কারণে পরিবার ও সমাজ কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো :

মানুষ পরিবারবদ্ধ হয়ে বাস করে। আর আমরা তো জানি পরিবারের সকল সদস্যের স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা থাকে। তাই ধর্মপথ অনুসরণ তথা অনুশীলনের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারে বড়দের কাছ থেকে ছোটরা আচার-আচরণ শেখে। পরিবারের ছোটরা বড়দের অনুসরণ ও অনুকরণ করে। তাই পরিবারে ধর্মপথ অনুশীলন-অনুসরণের চর্চা থাকা চাই। পরিবারের যদি সর্বদা সত্য কথার চর্চা হয়, কেউ যদি মিথ্যার আশ্রয় না নেয়, তাহলে সে পরিবারে কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। পরিবারে যদি আত্মসংযম শেখানো হয়, লোভকে দমন করার দৃষ্টান্ত থাকে, তাহলে সে পরিবারে কেউ লোভী হবে না। যে পরিবারের ধর্মাদর্শ 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'-এ অক্রোধের চেতনা, সে পরিবারে শান্তি বিরাজ করবেই। সহমর্মিতা ও পরমতসহিষ্ণুতা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় নৈতিক মূল্যবোধ। এর অভাবে গণতন্ত্র ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

পরিবারে কেউ যদি নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়, তাহলে পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ সে পরিবারে থাকতে পারে না। ওই পরিবারের সদস্যরা সমাজেও গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখান না। অতি আদরের শিশু-কিশোর সদস্যরা মা-বাবাকে নিজের মত অনুসারে কাজ করতে বাধ্য করে। যখন যা চাইবে, তা দিতে হবে। এ মানসিকতা নিয়ে সে যখন সমাজ-জীবনে আচরণ করতে যায়, তখন সে পরমতসহিষ্ণুতা তো দেখায়ই না, বরং নিজের মতো জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে

দেওয়ার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যরা সততা, সত্যপ্রিয়তা, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবতায় মন্ডিত ধর্মপথ অনুসরণ করলে, পরিবার শান্তিপূর্ণ থাকবে। আর প্রতিটি পরিবার যদি ধর্মপথে চলে, তাহলে সমাজও ধর্মপথে চলবে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর প্রবীর চরিত্রটি পাঠ্যবইয়ের ধর্মের জয় উপাখ্যানের হরিভক্ত প্রহ্লাদ চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত। নিম্নে এর মতামতের সপক্ষে যুক্তি দেয়া হলো :

সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু বলে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন দৈত্যদের রাজা। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট থাকেন। তাই হিরণ্যকশিপু ছিলেন হরিবিদ্বেষী। কিন্তু তার পুত্র ছিলেন হরিভক্ত। তার নাম প্রহ্লাদ। অনেক চেষ্টা করেও রাজা হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদের হৃদয় থেকে হরিভক্তি দূর করতে পারেন না। পরে তাকে হত্যা করার নানা চেষ্টা করা হয়। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে, বিষধর সর্পের প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে, হাতির পায়ের নিচে ফেলে, বিষমিশ্রিত অন্ন দিয়ে। কোনোভাবেই প্রহ্লাদকে হত্যা করা যায় না। শ্রীহরি তাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করেন। পরবর্তী সময় শ্রীহরি নৃসিংহ অবতার রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অমল রায়ের ছেলে প্রবীর রায় ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরে আরাধনা করে। কিন্তু অমল রায় চায় ছেলে তাকে সংসারের কাজেকর্মে সাহায্য করুক। তবে প্রবীর রায় ঈশ্বর আরাধনা ছাড়া আর কোনোকাজেই মন বসাতে পারে না এবং করতে চায় না। তাই অমল রায় প্রবীর রায়কে ঈশ্বর আরাধনা থেকে দূরে রাখতে না পেরে নানাভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন না। উপাখ্যান থেকেও আমরা দেখতে পাই, বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে কোনোভাবেই হিরণ্যকশিপু হত্যা করতে পারেন না। কারণ তাকে সর্বাবস্থায় শ্রীহরি রক্ষা করেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রবীর রায় উপাখ্যানের প্রহ্লাদেরই প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▸ ০৬ **দৃশ্যকল্প-১ :** স্বপন বাবুর বাড়িতে তপন পড়াতে যায়। তপন প্রায়ই ঐ বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পায়। একদিন তপন কাছে গিয়ে দেখে স্বপন বাবুর স্ত্রী সেই গৃহপরিচারিকাকে শারীরিকভাবে প্রহার করছে। তখন তপন কাল বিলম্ব না করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়।

দৃশ্যকল্প-২ : সম্প্রতি বন্যায় ডিমলা উপজেলার লাউতারা গ্রামের মানুষের ঘর-বাড়ি, ফসলি ক্ষেত ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে গণেশ চিড়া, মুড়ি, গুড় ও মোমবাতি সংগ্রহ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

ক. অযাচক বৃত্তি কাকে বলে? ১

খ. কোন গুণের কারণে মানুষ সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ তপন এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের যে চরিত্রের মিল রয়েছে তা পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ গণেশ বাবুর মধ্যে ধর্মের যে গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অযাচক বৃত্তি' হলো উপাসনার একটি রীতি।

খ মানবতা গুণের কারণে সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ।

সহজাত কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তিগুলো পশু-পাখির মাঝেও থাকে। তবে মানবতার গুণ দ্বারা মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করা যায়। এই গুণের কারণেই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ তপন এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিভীষণের ছেলে তরণীসেনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নিচে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো :

তরণীসেন ছিলেন রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। তিনি ছিলেন সৎসাহসের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। রাম-লক্ষ্মণের সাথে রাক্ষস বাহিনীর যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনীর বড়ো বড়ো বীর যোদ্ধারা প্রাণ ত্যাগ করে। সোনার লঙ্কা পরিণত হয় শ্মশানে। এ অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান তরণীসেন। এ যুদ্ধে রামের বৈষ্ণব অস্ত্রে তরণীসেন মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত এভাবেই সৎসাহসের অধিকারী ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশ ও মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।

দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, তপন স্বপন বাবুর বাড়িতে পড়াতে যায়। ঐ বাড়ি থেকে প্রতিদিনই সে গৃহপরিচারিকার কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। একদিন সে যখন দেখতে পেল স্বপন বাবুর স্ত্রী গৃহপরিচারিকাকে শারীরকভাবে প্রহার করছে তখন সে সাথে সাথে তার প্রতিবাদ জানায়। তাই বলা যায়, পাঠ্যবইয়ের তরণীসেনের মতো তপনের মধ্যেও সৎ সাহসের গুণটি ফুটে উঠেছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ গণেশ বাবুর মধ্যে ধর্মের মানবিক গুণের প্রকাশ পেয়েছে। নিচে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করা হলো :

প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা রন্তিবর্মা আটচল্লিশ দিন কঠিন অযাচক বৃত্তি পালন করেও যে মানবিকতা দেখিয়েছেন তা ইতিহাসে বিরল। উনপঞ্চাশতম দিনে এক ভক্ত তাকে কিছু খাবার দিয়ে যায়। কিন্তু তখনই তার সামনে উপস্থিত হয় একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ও একটি কুকুর। ভিক্ষুকটি রাজা রন্তিবর্মার কাছে কিছু খেতে চায়। তখন রাজা নিজে না খেয়ে তার সম্পূর্ণ খাবার ওই ভিক্ষুক এবং কুকুরটিকে দিয়ে দেন। এভাবেই রন্তিবর্মার আচরণে মানবতার গুণের প্রকাশ দেখা যায়।

দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, বন্যায় ডিমলা উপজেলার মানুষের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সেই অবস্থায় গণেশ বন্যার্তদের চিড়া, গুড়, মুড়ি, মোমবাতি ইত্যাদি বিতরণ করে। পরিশেষে বলা যায়, পাঠ্যবইয়ের রাজা রন্তিবর্মার মানবতা গুণের মতো গণেশের মধ্যেও মানবতা গুণের প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ উর্মিলা বেশ কিছুদিন থেকে ঠিকমত হাঁটতে পারেনা। পা-কাঁপে শরীর দুর্বল লাগে। সে ডাক্তারের শরাণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে একটি আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন। যা নিয়মিত অনুশীলন করলে সে সুস্থ হয়ে যাবে।

অপরদিকে বিপুল বাবু দীর্ঘদিন যাবৎ মেরুদণ্ড ব্যথা ও ডায়াবেটিক রোগে ভুগছিল। তার কাকার পরামর্শে সে নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

ক. ধারণা কাকে বলে? ১

খ. ঈশ্বর প্রাণী বিধান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উর্মিলার অনুশীলনকৃত আসনটির অনুীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিপুল বাবুর অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনকে বিশেষ কোনো বিষয়ে স্থির করাকে ধারণা বলে।

খ প্রণিধান অর্থ অর্পণ। সমস্ত কর্ম ও ইচ্ছা ঈশ্বরের অর্পণ করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বরের সব অর্পণ করলে অহং বা অহংকার নাশ হয়। ঈশ্বরে যাঁর বিশ্বাস আছে তাঁর জীবনে কখনও হতাশা আসে না। তাঁর জীবন তেজে ভরে ওঠে। যোগী তাঁর সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন। তাই তাঁর সমস্ত কর্মে তাঁর ভিতরকার দেবত্ব ফুটে ওঠে।

গ উদ্দীপকের উর্মিলার অনুশীলনকৃত আসনটির নাম বৃক্ষাসন। নিম্নে আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো :

এই আসন অনুশীলনকালীন আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে বৃক্ষাসন বলে।

বৃক্ষাসনে প্রথমেই দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ সময় পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাম উরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা উঁরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। পাশাপাশি পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এরপর কেবল বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে। তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার ওপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান উরুমূলে রাখতে হবে। এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকের বিপুল বাবুর অনুশীলনকৃত আসনটি হলো হলাসন। নিচে আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো :

হলাসন অনুশীলনের ফলে আমাদের মেরুদণ্ড নমনীয় ও সুস্থ থাকে। এ ছাড়া ডায়াবেটিস, বাত ও সায়টিকার ব্যথা, পেটের পীড়া, কোষ্ঠবন্ধতা ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে বা দূর হয়।

নিয়মিত হলাসন অনুশীলন করলে— মেরুদণ্ড সুস্থ ও নমনীয় হবে এবং স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে। এর ফলে মেরুদণ্ড সংলগ্ন স্নায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দুপাশের পেশি সতেজ ও সক্রিয় হবে। প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, টনসিল ইত্যাদি গ্রন্থি সবল ও সক্রিয় হবে। এ ছাড়াও হলাসন অনুশীলনে পেট, কোমর ও নিতম্বের মেদ কমে দেহ সুঠাম ও সুন্দর হবে। পিঠে ব্যথা থাকলে তাও দূর হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **ঘটনা-১ :** কনক বাবু একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত। তার বাড়িতে একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে। তিনি প্রতিদিন সেই মূর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করেন।

ঘটনা-২ : নিপন মহন্ত পেশায় একজন শিক্ষক। একদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি বিড়াল পড়ে থাকতে দেখলেন। এটা দেখে তিনি বিড়ালটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন।

ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১

খ. যে পূজার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন থাকা যায়-তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ কনক বাবুর উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ নিপন মহন্ত এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীবদেহে অবস্থানকারী আত্মাকে পরমাত্মা বলে।

খ শীতলা দেবীর পূজার মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন থাকি। শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করে শীতল করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য বিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি।

গ ঘটনা-১ এ কণক বাবুর উপাসনা পদ্ধতি হলো সাকার উপাসনা পদধতি। নিম্নে এই উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো :

এ ধরনের উপাসনা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে করা হয়। প্রতীক উপাসনা বা সাকার উপাসনা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের এমন পূজা করাকে সাকার বা সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সকল প্রকার উপাসনারই মূল লক্ষ্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ। ঈশ্বর সকল উপাসনারই মূল সুর হৃদয়ঙ্গাম করেন।

ঘটনা-১ এর কণক বাবু একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত। তিনি প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করেন। এই পদ্ধতি ঈশ্বরের উপাসনা করার বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। প্রার্থনা, স্তব-স্তুতির মধ্য দিয়ে আরাধনা করলে ঈশ্বর প্রসন্ন হন এবং ভক্তের মনোবাসনা পূরণ করেন। এ উপাসনার মধ্য দিয়ে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধন গড়ে উঠে। ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে।

ঘ ঘটনা-২ এ নিপন মহন্ত এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবজ্ঞানে ঈশ্বর সেবার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘটনা-২ নিপুন মহন্ত পেশায় একজন শিক্ষক। তিনি বিদ্যালয় যাওয়ার সময় একটি বিড়ালকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। নিপুন মহন্তর মধ্যে জীবসেবার বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো :

আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এ কথার তাৎপর্য এই যে, বহুরূপে অর্থাৎ বহুজীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** শিল্পী দেবী ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মা-বাবার খুব আদরের। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। তার সুমধুর কণ্ঠের ভজন গান সকলকে মুগ্ধ করে।
দৃশ্যকল্প-২ : দুর্গাপুর গ্রামে রোমন নামে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। ছাত্র হিসেবে তার ছিল অসাধারণ মেধা। ধর্মের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। মাত্র ১২ বছর বয়সে সে সংসার ত্যাগ করে এক সাধুর সাথে সন্ন্যাস যাত্রা করে।

ক. পূর্ণ অবতার কাকে বলে? ১
খ. ভারতীয় শৈল্যবিদ্যার জনক কে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত শিল্পীদেবীর কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সাধক-সাধিকার সাধন জীবন বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন তখন তাকে পূর্ণাবতার বলে।

খ সুশ্রুত ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি। আধুনিক গবেষকদের মতে তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি তাঁর গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লেখিত শিল্পীদেবীর কর্মকাণ্ড পাঠ্যবইয়ের মীরাবাঈ চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

মীরাবাঈ খুব ছোটোবেলা থেকেই ভক্তিরসাত্মক ভজন রচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। যৌবনে তিনি চিতোরের রানা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। শ্বশুর বাড়িতে মীরার কোনো কিছুর অভাব নেই। অতুল ঐশ্বর্য। অসংখ্য দাস-দাসী। কিন্তু এসবের প্রতি মীরার কোনো আসক্তি নেই। জীবনে তাঁর একমাত্র কাম্য বস্তু হলো কৃষ্ণপ্রেম আর গিরিধারীলালের সাক্ষাৎ লাভ। তিনি শুধু সাধন-ভজন নিয়েই থাকেন। প্রাসাদে কোনো সাধু-সন্ত এলে ছুটে যেতেন তাঁর কাছে। একমনে হরিকথা শুনতেন। কখনো কখনো ভাবাবিষ্ট হয়ে নিজের কণ্ঠেই শুরু করতেন ভজন গান। তাঁর কণ্ঠ এত মধুর ছিল যে সবাই মন দিয়ে তা শুনত।

একসময় কৃষ্ণপ্রেমের টানে মীরা বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হন। বৃন্দাবনে এসে মীরা তীব্রভাবে প্রেমভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন। দিকে দিকে তার নাম-যশ ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর একদিন বৃন্দাবনের লীলা সাঙ্গ করে মীরা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দ্বারকাধামে এসে রণছোড়জীর বিগ্রহের ভজন-পূজনেই জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এই দ্বারকাধামেই তাঁর দেহলীলা সংবরণ হয়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লেখিত রোমান এর প্রতিচ্ছবি হলো প্রভু নিত্যানন্দ। নিম্নে প্রভু নিত্যানন্দের সাধন জীবন বিশ্লেষণ করা হলো :

পাঠ্যবইয়ের আলোচনা আমরা দেখতে পাই, নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম ছিল কুবের। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনায় তাঁর একদম মন ছিল না। ধর্মকথা শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। খেলার পরিবর্তে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতেন। সর্বদা কৃষ্ণের কথা ভাবতেন। কীভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে সর্বক্ষণ এটাই ছিল তার ভাবনা। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পিতামাতার অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। অনেক অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থান ঘুড়ে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে একদিন উপস্থিত হলেন কাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনে। তিনি ব্যাকুল হয়ে পাগলের মতো শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন কৃষ্ণ তাকে স্বপ্নে সাক্ষাৎ দেন এবং তাকে নির্দেশ দেন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে প্রেমভক্তি প্রচারে যোগ দিতে। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনে নেচে গেয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে হরিনাম বিলাতে লাগলেন। ফলে দলে দলে লোক তাদের অনুসারী হলো। জগাই-মাধাইয়ের মতো অসংখ্য পাপীকে তিনি কৃষ্ণনামের দ্বারা উদ্ধার করেন। গৌরাঙ্গের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ গৌড়রাজ্যে, বিশেষ নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম ও প্রেমধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণনামের সাথে একীভূত করে দেন শ্রীগৌরাঙ্গের নাম। গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত প্রেমধর্মের এক মহাপ্রচারকরূপে গৌড়দেশে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। সকলে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়। সার্থক হয় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দও চির অমর হয়ে থাকেন গৌড়বাসীর অন্তরে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** সিপন রায় দাদার আলমারিতে চোখ বুলাতেই একটি বই চোখে পড়ে। বইটি হাতে নিয়ে সে পড়া শুরু করলে সৃষ্টির গোপন তথ্য জানতে পারে।

দৃশ্যকল্প-২ : রাকেশ বাবার বড় ছেলে এবং তারা চার ভাই। তাঁর বাবার তিন স্ত্রী। সৎ মায়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাকেশ স্ত্রীসহ বাবার সকল সম্পত্তি রেখে অন্যত্র চলে যান। ভাই রতন সঙ্গী হয়ে সবসময় ভাই রাকেশকে ছায়ার মতো ঘিরে রাখে।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১

খ. নিজের বিবেক দ্বারা কাজ করাকে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ সিপন রায়ের পঠিত গ্রন্থটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ রাকেশের মধ্যে যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১

খ. শরীরের কার্যকারিতার জন্য কয়টি দোষের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত সাধকের সাধন জীবন তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হিন্দুধর্ম প্রচারে চিত্র-২ এ উল্লিখিত সাধকের অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবানের অপূর্ণাঙ্গের অবতারকে অংশাবতার বলে।

খ শরীরের কার্যকারিতার জন্য ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক 'চরক' তিনটি উপাদান বা দোষের কথা বলেছেন।

চরকই প্রথম মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন – রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

গ চিত্র-১ এ উল্লিখিত সাধকের নাম শ্রী শঙ্করাচার্য। শ্রী শঙ্করাচার্যের সাধনজীবন পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

যে সকল ক্ষণজন্মা মনীষী তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য অন্যতম। পণ্ডিতরা কোষ্ঠী দেখে তার স্বল্প আয়ুর কথা বললে তিনি ব্রহ্ম সাধনায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ধর্মগুরু হিসেবে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তার ধর্মের মূলকথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।'

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও ম্লান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্কারচার্য তার অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। 'জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই' এ কথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। এটা শঙ্করাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহমুদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন।

ঘ চিত্র-২ এ উল্লিখিত সাধকের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। নিম্নে হিন্দুধর্ম প্রচারে সাধকের অবদান বিশ্লেষণ করা হলো–

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক-ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' তিনি আরো বলেন, 'খ্রিষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিষ্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের ভাগগুলো গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বিকাশলাভ করবে।' বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই মুগ্ধ হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা।

বিবেকানন্দের বিপুল অধ্যাত্মশক্তি ও কর্মব্রতের মধ্য দিয়ে ভারতের আত্মা সেদিন জেগে উঠেছিল। দেশের ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে জেগেছিল এক নতুন প্রাণস্পন্দন। আত্মবিস্মৃত জাতি সেদিন দেশের সনাতন ধর্মজীবন থেকে প্রাণরস আহরণে প্রবৃত্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরিশেষে বলা যায়, ভারতবাসীর জীবন ও হিন্দুধর্ম প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান অনস্বীকার্য।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 2 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. 'লাঙ্গালবন্দ' তীর্থস্থানটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?
ক গোপালগঞ্জ খ সুনামগঞ্জ গ নারায়ণগঞ্জ ঘ হবিগঞ্জ

২. কীসের মাধ্যমে বৈদিক ঋষিরা দেব-দেবীর নৈকট্য লাভ করতেন?
ক পূজার মাধ্যমে খ কর্মের দ্বারা
গ যজ্ঞের মাধ্যমে ঘ মন্ত্র যপের মাধ্যমে

৩. প্রত্যাহার অর্থ কী?
ক নিরবিচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা খ ফিরিয়ে নেওয়া
গ সমক্য তৃপ্তি ঘ অর্পণ করা

৪. রবীন বাবু সৎ ব্যক্তি। তিনি বলেন, সকলকে সমান ভাবে ভালোবাসতে হবে। প্রত্যেককে অন্যের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। রবীন বাবুর মধ্যে কোন মহাপুরুষের অস্তিত্ব লুকিয়ে আছে?
ক স্বামী প্রণবানন্দ খ স্বামী স্বরূপানন্দ
গ স্বামী বিবেকানন্দ ঘ স্বামী বরদানন্দ

৫. মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবদের সংঘর্ষের মূলে রয়েছে—
i. স্বার্থের লড়াই ii. রাজনৈতিক লড়াই iii. ক্ষমতার লড়াই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. যোগীর নিকট ঈশ্বর কীরূপে পরিচিত?
ক পরমাত্মা খ ভগবান গ শাশ্বত ঘ ব্রহ্মা

৭. সবিতা দেবী শরৎকালের পরবর্তী সময়ে চালের গুড়া দিয়ে বিভিন্ন রকম পিঠা তৈরি করে সকলে মিলে একটি উৎসব পালন করে। সবিতা দেবী শরৎকালের পরবর্তী সময়ে কোন উৎসব পালন করেন?
ক বর্ষবরণ খ দীপাবলি গ হাতেখড়ি ঘ নবান্ন

৮. হিরণ্যকশিপুর পুত্রের নাম কী?
ক তরণীসেন খ অভিমন্যু গ প্রহ্লাদ ঘ দিবোদাস

৯. বেদের মূল দর্শন হলো—
ক সংহিতা খ ব্রহ্মবিদ্যা গ ব্রাহ্মণ ঘ আরণ্যক

১০. পরমেশ্বরের গুণাবতার কোন জন?
ক পরশুরাম খ শ্রীরাম কৃষ্ণ গ শ্রীচৈতন্য ঘ ব্রহ্মা

১১. যোগের কোন ধাপের মাধ্যম মনকে বিশেষ বিষয়ে স্থির রাখা যায়?
ক প্রত্যাহার খ ধারণা গ ধ্যান ঘ সমাধি

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলা মাসের শেষদিন উপলক্ষ্যে মধুমিতা তাদের বাড়িতে 'নীল পূজা' করেছে। মধুমিতা নৃত্যে পারদর্শিতার জন্য এ দেবতাকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করছে। অপরদিকে, মলি তার ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় কার্তিক মাসের বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে চন্দনের লেপন দিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে।

১২. মধুমিতা ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় বাড়িতে কোন ধর্মাচারটি পালন করেছে?
ক রাখীবন্ধন খ জামাই ষষ্ঠী গ গৃহ প্রবেশ ঘ সংক্রান্তি

১৩. মলির ভাইয়ের উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য হলো—
i. জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা ii. সবকিছু ভুলে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা
iii. ভাই বোনের মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. নিচের কোনটি 'নিয়ম' এর অন্তর্ভুক্ত?
ক অস্তেয় খ অহিংসা গ তপস্যা ঘ সত্য

১৫. শ্রীমার জীবনের আদর্শ হলো—
i. ব্যক্তি জীবনে পবিত্রতা ii. যিনি যা বুঝবে তা কাজ করে দেখাবে
iii. ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. স্বাস্থ্যবিধি পালনের দেবী কে?
ক কালী খ লক্ষ্মী গ শীতলা ঘ দুর্গা

১৭. ধার্মিক ব্যক্তি—
ক দান থেকে বিরত থাকেন খ সকল অবস্থায় স্বাভাবিক থাকেন
গ দুঃখে ভেঙে পড়েন ঘ নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন

১৮. জন্মের পর যব যষ্ঠিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহবা স্পর্শ করতে হয় কোন সংস্কারের মাধ্যমে?
ক জাতকর্ম খ নামকরণ গ অন্নপ্রাশন ঘ চূড়াকরণ

১৯. মহত্ত্বের উৎস হলো—
ক সাহসিকতা খ মানবতা গ স্বার্থপরতা ঘ সংযমী হওয়া

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাকেশ বাবু নিয়ম নীতি মেনে বেদসহ অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করেন। গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি যজ্ঞ করেন। অন্যদিকে, নীলকান্ত বাবু জগতের সকল কর্মত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তায় মেতে থাকেন। ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করেন। মঠ-মন্দিরে রাত্রি যাপন করেন।

২০. রাকেশ বাবু গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন যজ্ঞ করেন?
ক দৈবযজ্ঞ খ ভূতযজ্ঞ গ নৃযজ্ঞ ঘ ঋষিযজ্ঞ

২১. নীলকান্ত বাবুর কার্যকলাপ যে আশ্রমভুক্ত তার মূল বিষয় হলো—
i. ভোগাসক্তি ত্যাগ করা
ii. ফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করা
iii. পূজা-অর্চনার মাধ্যমে আত্মা নিয়ন্ত্রণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. কৌশল্যার পুত্রের নাম কী?
ক লক্ষণ খ শত্রুঘ্ন গ রাম ঘ ভরত

২৩. পৌরাণিক দেবতা কে?
ক ইন্দ্র খ বরুণ গ শিব ঘ সোম

২৪. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটি পাঠ করার মাধ্যমে—
ক আত্মা বিশুদ্ধ হয়
খ মন সাধন ভজনের উপযোগী থাকে না
গ বর্ণভেদ প্রথার অবসান হয়
ঘ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি হয়

২৫. অনিমেশ বাবু ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ এক দেবতার ছবি দোকানে স্থাপন করে প্রতিদিন পূজা দেয়। অনিমেশ বাবু ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য প্রতিদিন কোন দেবতার পূজা দেন?
ক ব্রহ্মা খ বিষ্ণু গ শিব ঘ গণেশ

২৬. আমরা দেবতার পূজা করি—
i. দয়া পাওয়ার জন্য ii. সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য
iii. পূজার নিয়ম কানুন জানার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. প্রভু নিত্যানন্দ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে খ ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দীপক বাবু সন্তানের জন্মের দিন থেকে ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে। এজন্য সন্তানের কল্যাণ কামনায় বাড়িতে একটি সংস্কার পালন করেন। অপরদিকে রমলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে বাড়িতে এসেছে। এ সময় তার বাবা রমলাকে সোনার গহনা পরিয়ে সকলের উপস্থিতিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানটি ছিল রমলার জীবনের একটি বিশেষ দিন।

২৮. দীপক বাবু সন্তানের কল্যাণ কামনায় কোন সংস্কারটি পালন করে?
ক সমাবর্তন খ অন্নপ্রাশন গ নামকরণ ঘ জাতকর্ম

২৯. রমলার জীবনের বিশেষ দিনের গুরুত্ব হলো—
i. নারী মাতা হয়ে লাভ করে মাতৃত্ব
ii. পুরুষ পিতা হয়ে লাভ করে পিতৃত্ব
iii. নারীকে জীবনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. জ্ঞানকাণ্ডে কী রয়েছে?
ক ব্রহ্মের কথা খ যাগ-যজ্ঞ গ আচার-নিয়ম ঘ মন্ত্র

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য :ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। সুবোধ বাবু একজন যোগী। তিনি জগতের সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে এক নির্জন স্থানে বসে পরমাত্মার সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস পান। তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন বলে বিশ্বাস করেন।
অন্যদিকে অসীম বাবু এমন এক বিশেষ সাধন পথ অবলম্বন করেন যেটাতে যম, নিয়ম, ধ্যানসহ মোট আটটি ধাপ অনুসরণ ও অনুশীলন করতে হয়।
ক. অপরিগ্রহ কাকে বলে? ১
খ. সমাধি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুবোধ বাবুর কর্মকাণ্ডে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অসীম বাবুর অবলম্বনকৃত সাধন পথটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২। প্রতাপপুর গ্রামে প্রতিবছর বসন্ত ঋতুতে এক বিশেষ ধর্ম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়।
অন্যদিকে শ্যামলী প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এক বিশেষ ধর্মাচার পালন করে। এ দিন শ্যামলী উপবাস থেকে তার ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। এ উপলক্ষে তাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে। সবাই মিলে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলে।
ক. পণাতীর্থ কোথায় অবস্থিত? ১
খ. অদ্বৈত প্রভু পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পূণ্যজল এক নদীর মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন কেন? ২
গ. প্রতাপপুর গ্রামে প্রতিবছর যে ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তা পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. শ্যামলীর পালিত ধর্মাচারের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩। সুভাস বাবু হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, তার নিজের এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা বিরাজমান।
অন্যদিকে সুফল বাবু ফলের আশা পরিত্যাগ করে সর্ব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। তিনি চিন্তা করেন সব কিছুই ঈশ্বরের। আমি শুধু তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছি মাত্র।
ক. ভক্তিযোগ কাকে বলে? ১
খ. ধর্ম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুভাষ বাবু কোন সাধনপথ অবলম্বন করেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সুফল বাবুর পক্ষে কি মোক্ষলাভ সম্ভব? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। পার্থ বাবু ঈশ্বরের এমন শক্তির পূজা করেন যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এই শক্তি বাস্তুশাস্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবেও পরিচিত। অন্যদিকে মৌমিতা দেবী ঈশ্বরের যে শক্তির পূজা করেন তিনি আমাদের সবাইকে পালন ও রক্ষা করেন। এই শক্তি বিভিন্ন সময়ে দেবতাদের বিপদমুক্ত করেন।
ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১
খ. অবতার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. পার্থ বাবু ঈশ্বরের কোন শক্তির পূজা করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মৌমিতা দেবীর পূজিত দেবতা পাপ দূরীভূত করতে সক্ষম'—পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৫। দীপক বিয়ের এক অনুষ্ঠানে লক্ষ করল বর ও কনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিল। তারা দেবপুরোহিত অগ্নিকে পরপর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল। দীপকের বন্ধু হৃদয় লক্ষ করল বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে আছে। সেখানে কনের পিতা উত্তরমুখী হয়ে বসে দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে একটি পর্ব সম্পাদন করছেন।
ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দীপক বিয়ের কোন পর্বটি লক্ষ করেছিল? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. হৃদয় যে পর্বটি লক্ষ করেছে সেটিকে বিয়ের মূল পর্ব বলা যায় কি? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৬। অমিতদের গ্রামে প্রতিবছর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে এক বিশেষ দেবীর পূজা করা হয়। এই দেবীর দশ হাতের অস্ত্র শক্তি ও গুণের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তিনি দশ হাত দিয়ে দশদিক থেকে সকল অকল্যাণ দূর করেন। অন্যদিকে সুমিত এর পরিবারের সকলে বসন্ত ও চর্মরোগে আক্রান্ত হলে গুরুদেবের পরামর্শে তারা এক বিশেষ দেবীর পূজা করেন। এই দেবী মাথায় কুলাকৃতির মুকুট পরিধান করে আছেন। এই পূজার মধ্য দিয়ে তারা বাড়িতে নিমগাছ রোপণে উদ্বুদ্ধ হয়।
ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. আমরা নবপত্রিকার পূজা করি কেন? ২
গ. অমিতদের গ্রামে আয়োজিত পূজার দেবীর রূপ পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সুমিত এর পরিবারে আয়োজিত পূজার গুরুত্ব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। অভিষেকের মেরুদণ্ড একটু বাঁকা এবং দেহটাও লম্বা নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে একটি বিশেষ আসন সঠিক নিয়মে অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনকালে অভিষেকের দেহভঙ্গি অনেকটা গরুড়ের মতো দেখায়। অন্যদিকে উৎপলের রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টরল থাকায় নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনকালে উৎপলের দেহ বৃক্ষের ন্যায় দেখায়। বর্তমানে সে আগের তুলনায় অনেক ভালো আছে।
ক. আসন কাকে বলে? ১
খ. প্রাণায়াম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অভিষেকের অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উৎপলের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। সমরেশ বাবু বৈদিক সাহিত্যের এক বিশেষ গ্রন্থ নিয়মিত অধ্যয়ন করেন। এই গ্রন্থে জন্ম ও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ কারণে এই গ্রন্থকে রহস্যবিদ্যা বলা হয়। অন্যদিকে প্রভাস তার বড় ভাইয়ের প্রতি খুবই অনুগত। ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া সে বড় ধরনের কোনো কাজ করে না। তাছাড়া বড় ভাই অসম্মানিত হন এমন কোনো কাজ সে করে না।
ক. ধর্মের মূল কথা কী? ১
খ. 'যথা ধর্ম তথা জয়'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সমরেশ বাবু যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. প্রভাসের কাজটি ভরতের কাজের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৯। প্রদীপ বাবু সদা বিনয়ী। তিনি নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে করেন। তার মধ্যে প্রচণ্ড সহিষ্ণুতা লক্ষ করা যায়। সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখেন। কিন্তু অর্হিতা সবসময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কারও প্রতি সদয় থাকে না, নিজেকে সবসময় অন্যদের থেকে বড় মনে করে। যে কারণে কোনো কিছুতেই সে তৃপ্ত হতে পারে না।
ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১
খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে তৃতীয় প্রমাণ সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্রদীপ বাবুর মধ্যে কীসের স্বরূপ প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রদীপ বাবু ও অর্হিতার পরিণতি কি একই হবে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১০। প্রত্যয় বাবু একজন নামকরা শল্যচিকিৎসক। তিনি ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনকের আদর্শ অনুসরণ করেন, যিনি শল্যবিদ্যার প্রকার, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে অর্নব বাবুও একজন নামকরা চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনকের আদর্শ অনুসরণ করেন, যিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন।
ক. সুশ্রুতর পিতার নাম কী? ১
খ. শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলা হয় কেন? ২
গ. অর্ণব বাবু ভারতীয় কোন বিখ্যাত চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মানবজীবনে প্রত্যয় বাবুর অনুসরণীয় চিকিৎসকের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। অনিমেষ শিক্ষাজীবনের প্রতি ক্লাসেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে প্রায় সকল বিষয়েই শতভাগ নম্বর অর্জন করেছে। এজন্য তার অন্য রকম সুনাম রয়েছে। অন্যদিকে শুভাশীষ সবসময় নারীদেরকে সম্মানের চোখে দেখে। সে মনে করে নারীমাত্রই মাতৃস্বরূপা। তাদের মধ্যে জগন্মাতার অবস্থান।
ক. চন্দ্রশেখর কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন? ১
খ. গদাধরের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসার মূল কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. অনিমেষ চরিত্রে শ্রীশঙ্করাচার্যের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শুভাশীষের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরমালা (কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ সুবোধ বাবু একজন যোগী। তিনি জগতের সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে এক নির্জন স্থানে বসে পরমাত্মার সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস পান। তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন বলে বিশ্বাস করেন।

অন্যদিকে অসীম বাবু এমন এক বিশেষ সাধন পথ অবলম্বন করেন যেটাতে যম, নিয়ম, ধ্যানসহ মোট আটটি ধাপ অনুসরণ ও অনুশীলন করতে হয়।

ক. অপরিগ্রহ কাকে বলে? ১

খ. সমাধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সুবোধ বাবুর কর্মকাণ্ডে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অসীম বাবুর অবলম্বনকৃত সাধন পথটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ধন, বস্ত্র ইত্যাদি পদার্থ গ্রহণ করে এবং গৃহে সন্তুষ্ট থেকে জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধনা করাই হচ্ছে অপরিগ্রহ।

খ সমাধি অর্থ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ।

অষ্টাঙ্গযোগের সর্বশেষ অঙ্গ হচ্ছে সমাধি। সমাধির মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন ঘটে, সাধকের সাধনা শেষ হয়। অর্থাৎ ধ্যানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে সাধক সমাধি লাভ করেন। তখন মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য হয়ে সাধকের সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটে।

গ সুবোধ বাবুর কর্মকাণ্ডে পাঠ্যপুস্তকের ধ্যান প্রতিফলিত হয়েছে।

ধ্যান অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা। মন যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করে তাহলে দীর্ঘ চিন্তনের পর অন্তিমে ঈশ্বরোপম হতে পারে। ধ্যানে যোগীর দেহ শ্বাস-প্রশ্বাস ইন্দ্রিয় মন বিচারশক্তি অহংকার সবকিছু ঈশ্বরে লীন হয়ে যায় এবং তিনি এমন এক সচেতন অতিন্দ্রীয় অবস্থায় চলে যান যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন পরম আনন্দ ছাড়া তাঁর আর কোনো অনুভূতি হয় না। তিনি তাঁর আপন অন্তরের আলোও দেখতে পান।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুবোধ বাবু একজন যোগী। তিনি জগতের সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে এক নির্জন স্থানে বসে পরমাত্মার সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস পান। তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন বলে বিশ্বাস করেন, যা ধ্যানের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, সুবোধ বাবুর কর্মকাণ্ডে ধ্যান প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ অসীম বাবুর অবলম্বনকৃত সাধন পথটি হলো অষ্টাঙ্গযোগ। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

অষ্টাঙ্গযোগ অনুসরণ ও অনুশীলনের মানুষের অশান্ত মন শান্ত হয় ও তার আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রমত্তা নদীতে বাঁধ দিয়ে, খাল খনন করে যখন তাকে সঠিকভাবে বশে আনা হয় তখন এক বিশাল জলাধারের সৃষ্টি হয়, সেই জলাধারের জলে ফসল ফলে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, মানুষের জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। ঠিক তেমনি অষ্টাঙ্গযোগ পালন করে অশান্ত মনকে বশে আনতে পারা যায়, বিধায় শান্তির পারাবার সৃষ্টি হয়। আত্মোন্নয়নে অপরিমেয় শক্তি লাভ করা যায়।

অষ্টাঙ্গযোগ ধর্ম, আধ্যাত্ম, মানবতা এবং বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রয়োজনীয় রূপে প্রমাণ করেছে। পৃথিবী থেকে খুন, সংঘর্ষ যদি কোনো উপায়ে বন্ধ করতে হয়, তাহলে সেটা অষ্টাঙ্গযোগের মাধ্যমেই সম্ভব। যদি পৃথিবীর সব লোক বাস্তবে এই ব্যাপারটা নিয়ে একমত হয় যে, বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হওয়া উচিত, তাহলে তার একমাত্র সমাধানই হচ্ছে অষ্টাঙ্গযোগের চর্চা। অষ্টাঙ্গযোগে জীবনের সাধারণ ব্যবহার থেকে শুরু করে ধ্যান এবং সমাধিসহ আধ্যাত্মের উচ্চতম অবস্থাগুলোর অনুপম সমাবেশ রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বের খোঁজ করে এবং জীবনের পূর্ণ সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, তাহলে তাঁর অষ্টাঙ্গযোগের পালন অবশ্যই করা উচিত।

অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারাই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক একতা, শারীরিক সুস্থতা, বৌদ্ধিক জাগরণ, মানসিক শান্তি এবং আত্মিক আনন্দের অনুভূতি হতে পারে।

প্রশ্ন ▸ ০২ প্রতাপপুর গ্রামে প্রতিবছর বসন্ত ঋতুতে এক বিশেষ ধর্ম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর কুঙ্কুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়।

অন্যদিকে শ্যামলী প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এক বিশেষ ধর্মাচার পালন করে। এ দিন শ্যামলী উপবাস থেকে তার ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে। এ উপলক্ষে তাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে। সবাই মিলে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

ক. পণাতীর্থ কোথায় অবস্থিত? ১

খ. অদ্বৈত প্রভু পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পূণ্যজল এক নদীর মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন কেন? ২

গ. প্রতাপপুর গ্রামে প্রতিবছর যে ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তা পাঠের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. শ্যামলীর পালিত ধর্মাচারের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৩ সুভাস বাবু হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, তার নিজের এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা বিরাজমান।

অন্যদিকে সুফল বাবু ফলের আশা পরিত্যাগ করে সর্ব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। তিনি চিন্তা করেন সব কিছুই ঈশ্বরের। আমি শুধু তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছি মাত্র।

ক. ভক্তিযোগ কাকে বলে? ১

খ. ধর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সুভাষ বাবু কোন সাধনপথ অবলম্বন করেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুফল বাবুর পক্ষে কি মোক্ষলাভ সম্ভব? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৪ পার্থ বাবু ঈশ্বরের এমন শক্তির পূজা করেন যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এই শক্তি বাস্তুশাস্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবেও পরিচিত। অন্যদিকে মৌমিতা দেবী ঈশ্বরের যে শক্তির পূজা করেন তিনি আমাদের সবাইকে পালন ও রক্ষা করেন। এই শক্তি বিভিন্ন সময়ে দেবতাদের বিপদমুক্ত করেন।

ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১

খ. অবতার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পার্থ বাবু ঈশ্বরের কোন শক্তির পূজা করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মৌমিতা দেবীর পূজিত দেবতা পাপ দূরীভূত করতে সক্ষম'—পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বর যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়।

খ ঈশ্বরের এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়াকে অবতার বলা হয়। 'অবতার' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হচ্ছে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবরূপে ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতরণ। ঈশ্বর বিভিন্নরূপে এ পৃথিবীতে এসেছেন। যেমন– নৃসিংহ, রাম, মৎস্য প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার।

গ পার্থ বাবু ব্রহ্মা দেবতার পূজা করেন।

ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। অর্থাৎ ঈশ্বর যে তিনটি প্রধান ক্রিয়া সাধন করে থাকেন, তা হলো সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। তিনি নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করেন।

দেবদেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন– যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। এঁরা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা ধারণ করে রয়েছেন। ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। তিনি বিশ্ব ও বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব সৃষ্টি করা ছাড়াও ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি কল্যাণমূলক কাজ করে থাকেন।

উদ্দীপকে পার্থ বাবু ঈশ্বরের এমন শক্তির পূজা করেন যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এই শক্তি বাস্তুশাস্ত্রের উদ্ভাবক হিসেবেও পরিচিত। এসব গুণাবলি ব্রহ্মা দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, পার্থ বাবু ব্রহ্মা দেবতার পূজা করেন।

ঘ 'মৌমিতা দেবীর পূজিত দেবতা তথা বিষ্ণু দেবতা পাপ দূরীভূত করতে সক্ষম"– মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে মৌমিতা দেবী ঈশ্বরের যে শক্তির পূজা করেন তিনি আমাদের সবাইকে পালন করেন। এই শক্তি বিভিন্ন সময়ে দেবতাদের বিপদমুক্ত করেন।

বিষ্ণু সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা। এ বিশ্বে যা কিছু আছে বিষ্ণু তা পালন ও রক্ষা করেন। দেবতারা বিপদে পড়লে বিষ্ণু তাদের উদ্ধার করেন। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে। গীতা অনুসারে বিষ্ণু স্বয়ং বলেন, "যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে মুক্তি দিই।" বিষ্ণু আশ্রয়ে আসা মানেই পাপ থেকে মুক্তির পথ ধরা। তিনি শুধু বাহ্যিক নয়, অন্তরাত্মার পাপও দূর করতে সক্ষম। তাই ভক্তরা বিশ্বাস করেন, শ্রীবিষ্ণুই চূড়ান্ত আশ্রয়, যিনি পাপ মোচন করে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটান।

সুতরাং বলা যায়, মৌমিতা দেবী বিষ্ণু দেবতার পূজা করেন। এ দেবতা পাপ দূরীভূত করতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ০৫ দীপক বিয়ের এক অনুষ্ঠানে লক্ষ করল বর ও কনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিল। তারা দেবপুরোহিত অগ্নিকে পরপর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল। দীপকের বন্ধু হৃদয় লক্ষ করল বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে আছে। সেখানে কনের পিতা উত্তরমুখী হয়ে বসে দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে একটি পর্ব সম্পাদন করছেন।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দীপক বিয়ের কোন পর্বটি লক্ষ করেছিল? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. হৃদয় যে পর্বটি লক্ষ করেছে সেটিকে বিয়ের মূল পর্ব বলা যায় কি? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহের পাঠ শেষে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে সমাবর্তন বলে।

খ বিবাহের দিন কিংবা আগের দিন বর ও কনে উভয়পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করেন। উভয়কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এই শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

গ দীপক বিয়ের যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা পর্বটি লক্ষ করেছিল।

সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পর পর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে। অনেক স্থানে কলাগাছ বেষ্টিত বিবাহ আসরে বর কনেকে সাতবার ঘোরানো হয়। বর সম্মুখে কনে তার পিছনে। বর তার বাঁ হাত দিয়ে কনের ডান হাত ধরে বিবাহ আসরের চারদিকে সাতবার ঘোরে। এর পাশাপাশি দুজনের কাপড়ের কোণা একত্র করে একটা গিঁটও দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে দীপক বিয়ের এক অনুষ্ঠানে লক্ষ করল বর ও কনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিল। তারা দেবপুরোহিত অগ্নিকে পরপর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল। এসব কর্মকাণ্ড বিয়ের যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা পর্বের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, হৃদয় যে পর্বটি লক্ষ করেছে সেটিকে বিয়ের মূল পর্ব বলা যায়।

উদ্দীপকে হৃদয় লক্ষ করল বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে আছে। সেখানে কনের পিতা উত্তরমুখী হয়ে বসে দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে একটি পর্ব সম্পাদন করেছেন। এটিই বিবাহের সম্প্রদান পর্ব।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক পর্ব আছে। যেমন– আশীর্বাদ, অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গায়ে হলুদ (পাত্র হরিদ্র), বর-বরণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সম্প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা, সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন, সপ্তপদীগমন, বাসি বিয়ে, অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু পর্ব শাস্ত্রীয়, আর কিছু অঞ্চলভেদে লোকাচার। বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখী বসতে হয়। বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

সুতরাং বলা যায়, হৃদয়ের দেখা সম্প্রদান পর্বটিই বিবাহের মূল পর্ব।

প্রশ্ন ▶ ০৬ অমিতদের গ্রামে প্রতিবছর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে এক বিশেষ দেবীর পূজা করা হয়। এই দেবীর দশ হাতের অস্ত্র শক্তি ও গুণের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তিনি দশ হাত দিয়ে দশদিক থেকে সকল অকল্যাণ দূর করেন। অন্যদিকে সুমিত এর পরিবারের সকলে বসন্ত ও চর্মরোগে আক্রান্ত হলে গুরুদেবের পরামর্শে তারা এক বিশেষ দেবীর পূজা করেন। এই দেবী মাথায় কুলাকৃতির মুকুট পরিধান করে আছেন। এই পূজার মধ্য দিয়ে তারা বাড়িতে নিমগাছ রোপণে উদ্বুদ্ধ হয়।

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. আমরা নবপত্রিকার পূজা করি কেন? ২
গ. অমিতদের গ্রামে আয়োজিত পূজার দেবীর রূপ পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সুমিত এর পরিবারে আয়োজিত পূজার গুরুত্ব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৭ অভিষেকের মেরুদণ্ড একটু বাঁকা এবং দেহটাও লম্বা নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে একটি বিশেষ আসন সঠিক নিয়মে অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনকালে অভিষেকের দেহভঙ্গি অনেকটা গরুড়ের মতো দেখায়।

অন্যদিকে উৎপলের রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টরল থাকায় নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনকালে উৎপলের দেহ বৃক্ষের ন্যায় দেখায়। বর্তমানে সে আগের তুলনায় অনেক ভালো আছে।

ক. আসন কাকে বলে? ১
খ. প্রাণায়াম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অভিষেকের অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উৎপলের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেহমনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থান তাকে আসন বলে।

খ প্রাণায়াম অর্থ প্রাণের আয়াম। প্রাণ হলো শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু আর আয়াম হলো বিস্তার। সুতরাং, প্রাণায়াম বলতে বোঝায় শ্বাস-প্রশ্বাসের বিস্তার। এক কথায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘতর হয়, শ্বসনতন্ত্র বলিষ্ঠ হয় এবং স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে। তাই একে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিজ্ঞান বলা হয়।

গ অভিষেক গরুড়াসন অনুশীলন করে। গরুড়াসনের অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

এ আসন অনুশীলনকালে দেহভঙ্গি গরুড়-এর মতো হয় বলে একে গরুড়াসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো– দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

উদ্দীপকে অভিষেকের মেরুদণ্ড একটু বাঁকা এবং দেহটাও লম্বা নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে একটি বিশেষ আসন সঠিক নিয়মে অনুশীলন করে। আসনটি গরুড়ের মতো দেখায়। যা গরুড়াসনের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অভিষেক গরুড়াসন অনুশীলন করে। এই আসনের উপকারিতা অনেক।

ঘ উৎপলের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন। এ আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

বৃক্ষাসন অনুশীলনকালে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে বৃক্ষাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন করার ফলে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে। পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে। উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কোমর ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল ও নমনীয় হয়। পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনো দিন বাত হতে পারে না। যাদের হাত-পা কাঁপে, বিশেষ করে পা দুর্বল তাদের জন্য বৃক্ষাসন অনুশীলন খুবই সহায়ক। অনেকের রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনিতে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলনে তা রোধ করা যায়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আমরা এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করব।

প্রশ্ন ▶ ০৮ সমরেশ বাবু বৈদিক সাহিত্যের এক বিশেষ গ্রন্থ নিয়মিত অধ্যয়ন করেন। এই গ্রন্থে জন্ম ও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ কারণে এই গ্রন্থকে রহস্যবিদ্যা বলা হয়। অন্যদিকে প্রভাস তার বড় ভাইয়ের প্রতি খুবই অনুগত। ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া সে বড় ধরনের কোনো কাজ করে না। তাছাড়া বড় ভাই অসম্মানিত হন এমন কোনো কাজ সে করে না।

ক. ধর্মের মূল কথা কী? ১
খ. 'যথা ধর্ম তথা জয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সমরেশ বাবু যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. প্রভাসের কাজটি ভরতের কাজের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪
[কু. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৯ প্রদীপ বাবু সদা বিনয়ী। তিনি নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে করেন। তার মধ্যে প্রচণ্ড সহিষ্ণুতা লক্ষ করা যায়। সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখেন। কিন্তু অর্হিতা সবসময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কারও প্রতি সদয় থাকে না, নিজেকে সবসময় অন্যদের থেকে বড় মনে করে। যে কারণে কোনো কিছুতেই সে তৃপ্ত হতে পারে না।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১
খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে তৃতীয় প্রমাণ সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্রদীপ বাবুর মধ্যে কীসের স্বরূপ প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রদীপ বাবু ও অর্হিতার পরিণতি কি একই হবে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪
[কু. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

খ কোন বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

গ প্রদীপ বাবুর মধ্যে ধার্মিকের স্বরূপ প্রকাশ পায়।
ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ (ধৃতি, ক্ষমা, দম, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ, প্রভৃতি) যার মধ্যে প্রকাশ পায় বা যিনি ধর্মের ঐ দশটি লক্ষণ নিজের জীবনে চলার পথে অনুসরণ করেন তিনিই ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করেন। ক্ষমতার দম্ভ দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না। তিনি সর্বাবস্থায় নিজেকে সংযত করতে পারেন। ধার্মিক ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন। তার প্রজ্ঞা তাকে মহান করে তোলে। সকল কিছু বিচার করার অনন্যশক্তি দান করে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। ধী ও বিদ্যা তাঁকে চরিত্রের উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়। তিনি কখনো সত্য থেকে দূরে সরে যান না। ধার্মিক ব্যক্তি সুখে-দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না বা দুঃখে ভেঙে পড়েন না। দান ও দয়া ধার্মিকের দুটি প্রধান নৈতিক গুণ। ধার্মিক ব্যক্তি বিনয়ী। তিনি নিজেকে তৃণের চেয়েও নীচু মনে করেন। তিনি বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হন। তিনি সমদর্শী।
উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রদীপ বাবু সদা বিনয়ী। তিনি নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে করেন। তার মধ্যে প্রচণ্ড সহিষ্ণুতা লক্ষ করা যায়। সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখেন। যা ধার্মিকের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, প্রদীপ বাবুর মধ্যে ধার্মিকের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

ঘ প্রদীপ বাবুর কার্যকলাপে ধার্মিকের এবং অর্হিতার কার্যকলাপে অধার্মিকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের পরিণতি একই হবে না।
ধার্মিক সদা সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি সদানন্দ, সদা হাস্যময় ও সদা প্রফুল্ল। প্রাপ্তি তাকে অহংকারী করে না ও অপ্রাপ্তি তাঁকে বিষণ্ন করে না। তিনি তার ধর্মকে ঈশ্বরের কর্ম বলে বিবেচনা করেন এবং সকল কর্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করেন। ধার্মিক ব্যক্তি ত্যাগ করে আনন্দ পান। সেবা করে তৃপ্ত হন। তার কর্ম জ্ঞান দ্বারা পরিস্রুত এবং ভক্তি দ্বারা বিশোধিত। ধর্মগ্রন্থে আছে, ধার্মিক ইহলোকে শান্তি পান এবং পরলোকে তার স্বর্গ লাভ হয়। ধার্মিক ধার্মিকতার চরম অবস্থায় ব্রহ্ম লাভ করেন, তার জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় এবং ধার্মিক মোক্ষ বা চিরমুক্তি লাভ করেন।
অন্যদিকে অধার্মিক সবসময় অতৃপ্ত থাকেন বলে সর্বদাই বিষণ্ন থাকেন। কাম তাকে তাড়িত করে, ক্রোধ তাকে উত্তেজিত করে, লোভ, তাকে আকর্ষণ করে ও তার অধঃপতন ঘটায়। ইহলোকে তিনি কুকর্মে লিপ্ত থাকেন। কখনো কখনো কৃত কুকর্মের জন্য দণ্ডিত হন এবং দণ্ড ভোগ করেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কুকর্ম থেকে পাপ অর্জিত হয়। পাপ মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। পাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। নরকযন্ত্রণা ভোগের পর আবার তাকে পৃথিবীতে এসে মানবেতর প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম-নরকযন্ত্রণা-মৃত্যুর চক্রে তিনি কেবল আবর্তিত হতে থাকেন।
পরিশেষে বলা যায়, প্রদীপ বাবুর কার্যকলাপের মাধ্যমে স্বর্গলাভ এবং অর্হিতার কার্যকলাপে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।

প্রশ্ন ▸ ১০ প্রত্যয় বাবু একজন নামকরা শল্যচিকিৎসক। তিনি ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনকের আদর্শ অনুসরণ করেন, যিনি শল্যবিদ্যার প্রকার, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে অর্নব বাবুও একজন নামকরা চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনকের আদর্শ অনুসরণ করেন, যিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন।

ক. সুশ্রুতর পিতার নাম কী? ১
খ. শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলা হয় কেন? ২
গ. অর্ণব বাবু ভারতীয় কোন বিখ্যাত চিকিৎসকের আদর্শ অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মানবজীবনে প্রত্যয় বাবুর অনুসরণীয় চিকিৎসকের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪
[কু. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুশ্রুতের পিতার নাম হলো– বিশ্বামিত্র মুনি।

খ 'শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার'। অবতার দুই রকমের– পূর্ণাবতার ও অংশাবতার। ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণাবতার। ভগবানের সমস্ত শক্তি ও গুণ পূর্ণাবতারের মধ্যে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণাবতার। কারণ ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে ছিল।

গ অর্ণব বাবু ভারতীয় বিখ্যাত চিকিৎসক চরক-এর আদর্শ অনুসরণ করেন।
চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাকে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' বলা হয়। মানুষের চিকিৎসা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যে চরক সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। চরকই প্রথম মানবদেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা

উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন– রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

উদ্দীপকে অর্ণব বাবু একজন নামকরা চিকিৎসক। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনকের আদর্শ অনুসরণ করেন, যিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। এসব কর্মকাণ্ড চিকিৎসক চরক-এর সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অর্ণব বাবু ভারতীয় চিকিৎসক চরক-এর আদর্শ অনুসরণ করেন।

ঘ মানবজীবনে প্রত্যয় বাবুর অনুসরণীয় চিকিৎসক শুশ্রুতের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে প্রত্যয় বাবু একজন নামকরা শল্যচিকিৎসক। তিনি ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনকের আদর্শ অনুসরণ করেন, যিনি শল্যবিদ্যার প্রকার, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। যা পাঠ্যপুস্তকের মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরী কাশীরাজের পুত্ররূপে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তার নিকট পাঠান আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য।

আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ অনিমেষ শিক্ষাজীবনের প্রতি ক্লাসেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে প্রায় সকল বিষয়েই শতভাগ নম্বর অর্জন করেছে। এজন্য তার অন্য রকম সুনাম রয়েছে। অন্যদিকে শুভাশীষ সবসময় নারীদেরকে সম্মানের চোখে দেখে। সে মনে করে নারীমাত্রই মাতৃস্বরূপা। তাদের মধ্যে জগন্মাতার অবস্থান।

ক. চন্দ্রশেখর কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন? ১

খ. গদাধরের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসার মূল কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অনিমেষ চরিত্রে শ্রীশঙ্করাচার্যের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শুভাশীষের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক চন্দ্রশেখর কেরলের রাজা ছিলেন।

খ গদাধরের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসার মূল কারণ হলো তাঁর পিতার মৃত্যু।

গদাধরের অল্প বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। তিনি কখনো শ্মশানে গিয়ে বসে থাকেন। কখনো বা নির্জন বাগানে গিয়ে সময় কাটান। সাধু-বৈষ্ণবদের দেখলে কৌতূহল ভরে তাঁদের আচরণ লক্ষ করেন। তাঁদের নিকট ভজন শেখেন। এ অবস্থায় অগ্রজ রামকুমার তাঁকে কোলকাতা নিয়ে যান। সেখানে ঝামাপুকুরে অবস্থিত নিজের টোলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু গদাধরের মনের কোনো পরিবর্তন হয় না। আগের মতোই লেখাপড়ায় তিনি উদাসীন থাকেন।

গ অনিমেষ চরিত্রে শ্রীশঙ্করাচার্যের পাণ্ডিত্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

শঙ্করের ছিল অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি। তা দেখে পিতা শিবগুরু অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি তিন বছর বয়স থেকেই পুত্রকে পড়াতে শুরু করেন। তাঁর একান্ত বাসনা, পুত্রকে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর পাঁচ বছর বয়সে বিশিষ্টা দেবী ছেলের উপনয়ন দেন। উপনয়নের পর শাস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁকে গুরুগৃহে পাঠানো হয়। সেখানে মাত্র দুই বছরের মধ্যে শঙ্কর বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সাত বছর বয়সে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি ফিরে তিনি একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে শুরু করেন। স্থানীয় পণ্ডিতরা প্রথমে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে লাগলেন। সাত বছরের বালক কী পড়াবে? কিন্তু ক্রমে শঙ্করের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে সবাই তাঁর নিকট মাথা নত করেন। শঙ্করের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কানেও যায় এ কথা। তিনি মন্ত্রীকে পাঠান শঙ্করকে রাজসভায় নিয়ে যেতে। কিন্তু শঙ্কর বিনয়ের সঙ্গে বলেন, তিনি বিদ্যা নিয়ে ব্যবসা করতে চান না। লোকের মঙ্গলের জন্য তিনি বিদ্যা বিতরণ করতেন।

উদ্দীপকে অনিমেষ শিক্ষাজীবনের প্রতি ক্লাসেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে প্রায় সকল বিষয়েই শতভাগ নম্বর অর্জন করেছে। এজন্য তার অন্য রকম সুনাম রয়েছে। যা শ্রীশঙ্করাচার্যের পাণ্ডিত্যের বিষয়টি নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, অনিমেষ চরিত্রে শ্রীশঙ্করাচার্যের পাণ্ডিত্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শুভাশীষের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের জাতি, কুল, মান, শিক্ষা প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেখতেন না। তিনি দেখতেন মানুষের অন্তর। তাই তার কাছে উঁচু-নীচু সব শ্রেণির মানুষ আসত। তাইতো দক্ষিণেশ্বর মন্দির সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তার বাণী শুধু মুখের কথা নয় সেগুলো তার জীবনচর্চায় রূপায়িত সত্য। তিনি অহংকারশূন্য হয়ে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করেছেন। দরিদ্রদের দেখলে তার মন কাঁদত। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে জগন্মাতাকে দর্শন করতেন। নারীমাত্রই তাঁর কাছে ছিল মাতৃস্বরূপা। তাইতো নিজের স্ত্রীকে তিনি মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছিলেন। জগতে এরূপ ঘটনা দ্বিতীয়টি আর নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যখন বাইরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালোবাসবে। মিশে যেন এক হয়ে যাবে। বিদ্বেষভাব রাখবে না। ও সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রিস্টান-এই বলে কাউকে ঘৃণা করবে না।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে উদার মনোভাব, এর দ্বারা ভারতের লোকজন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর কাছে এসেছেন। তাঁর অমৃত বাণী শ্রবণ করেছেন। অন্তরে পরম শান্তি পেয়েছেন।

যশোর বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 2 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. নবপত্রিকা মূলত নয়টি গাছের সমাহার। অথৈ তার মায়ের কাছে এই নয়টি গাছ কোন পূজায় স্থাপন করা হয়?
ক ষষ্ঠী খ সপ্তমী গ অষ্টমী ঘ নবমী

২. শ্বেতকেতু, গুরুগৃহ থেকে যা হয়ে ফিরে এসেছিল–
i. অহংকারী ii. অবিনীত iii. পণ্ডিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. তরণীসেনের পিতার নাম কী?
ক রাজা দশরথ খ বিভীষণ গ রাবণ ঘ রন্তিবর্মা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পুলক দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস এ ভোগার কারণে কিডনীর সমস্যায় পড়ে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য ডাক্তার তাকে একটি বিশেষ আসন অনুশীলন করতে বলেন। পুলকের বন্ধু তমাল প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। অনুশীলনের সময় তমাদের দেহকে অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখায়।

৪. ডাক্তার পুলককে কোন আসন অনুশীলন করতে বলেন?
ক অর্ধকূর্মাসন খ গরুড়াসন গ বৃক্ষাসন ঘ হলাসন

৫. তমালের আসনটি অনুশীলনের ফলে–
i. দেহ লম্বা হয় ii. মস্তিষ্ক শান্ত হয় iii. যকৃত ভালো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়" –কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?
ক মহাভারতে খ বিষ্ণুপুরাণে
গ শ্রীমদভগবদগীতায় ঘ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দীপক চক্রবর্তী সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ধর্মনিষ্ঠ। যেকোনো পূজায় প্রধান গুরুদায়িত্ব তাকেই পালনের আহ্বান জানায় যজমান।

৭. অনুচ্ছেদে দীপক চক্রবর্তীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূলত কার গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত?
ক পুরোহিতের খ শিক্ষকের গ যজমানের ঘ অভিভাবকের

৮. সন্ন্যাস বলতে বোঝায়–
ক ধ্যানে মগ্ন থাকা খ কর্ম ত্যাগ
গ গৃহ ত্যাগ ঘ ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ

৯. স্নেহা প্রতিদিন উপনিষদ অধ্যয়ন করে। গ্রন্থটি পড়ে সে ধর্মের কোন বিষয়টি জানতে পারে?
ক সাংসারিক জীবন ত্যাগ খ উপবাস
গ ব্রহ্মবিদ্যা ঘ মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

১০. কালী দেবীকে শ্মশানকালী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় কেন?
ক কাল ও মৃত্যুর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন বলে
খ ভক্তদের কল্যাণ করেন বলে
গ দুর্গার মতো শক্তির দেবী বলে ঘ অশুভ শক্তিকে হরণ করেন বলে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সবুজ ও সাথী স্কুলে যাওয়ার পথে তাদের ধর্মীয় শিক্ষককে পাঁচ অঙ্গ যোগে সম্মান প্রদর্শন করে। অপরদিকে কমল নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে অঙ্গীকার করে–
"ধূমপান মাদক গ্রহণ অধর্মের পথ,
চালাব না সে পাপপথে আমার জীবন রথ।"

১১. সবুজ ও সাথীর শিক্ষককে প্রদর্শন করা প্রণামটি কোন প্রণামকে নির্দেশ করে?
ক অভিবাদন খ পঞ্চাঙ্গ প্রণাম গ অষ্টাঙ্গ প্রণাম ঘ প্রণাম

১২. কমলের অঙ্গীকারের মাধ্যমে সম্ভব–
i. মানুষকে মাদক মুক্ত করা ii. পরিবারকে মাদক মুক্ত করা
iii. সমাজকে মাদকমুক্ত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেক বীর জীবন দান করেছেন। স্বাধীনতা রক্ষায় প্রাণ উৎসর্গকারীর কোন চরিত্র তোমার পাঠ্যবইয়ে রয়েছে?
ক প্রহ্লাদের খ রামের গ রাবণের ঘ তরণীসেনের

১৪. ফলের আশা না করে কর্ম করাকে কী বলে?
ক অকর্ম খ বিকর্ম গ সকাম কর্ম ঘ নিষ্কাম কর্ম

১৫. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির ধর্ম কোন শতকের?
ক সতেরো শতকের খ ষোলো শতকের
গ পনেরো শতকের ঘ আঠারো শতকের

১৬. 'বেদান্ত সমিতি'-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক শ্রী শঙ্করাচার্য খ শ্রী রামকৃষ্ণ
গ শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঘ স্বামী বিবেকানন্দ

১৭. শিকাগো ধর্ম সম্মেলন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ১৮৯০ খ ১৮৯১ গ ১৮৯২ ঘ ১৮৯৩

☐ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দৃশ্য-১ : তাপসের সন্তান জন্মের পর সে যষ্ঠিমধু ও ঘি দ্বারা ছেলের জিহ্বা স্পর্শ করে।
দৃশ্য-২ : ববিতার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা চলাকালীন একটি উল্লেখযোগ্য পর্বে ববিতাকে গাঁদা ফুলের রং এর মত দেখায়।

১৮. তাপসের পালনকৃত অনুষ্ঠানটি দশবিধ সংস্কারের মধ্য নিচের কোনটি?
ক পুংসবন খ উপনয়ন গ জাতকর্ম ঘ চূড়াকরণ

১৯. উদ্দীপকের ববিতার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালনের মাধ্যমে–
i. মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ii. বিবাহের মূল পর্ব শুরু হয়
iii. দেহ শুদ্ধিকরণ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. বৈদিক সাহিত্য কত প্রকার?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

২১. লীলাবতার হলো–
i. ব্রহ্মা ii. মৎস্য iii. বরাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **উদ্দীপকটি পড় এবং ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মন্টুবাবু প্রতিদিন দুপুরে খাবার সময় এক মুঠো ভাত পশু-পাখিকে দেন।

২২. মন্টুবাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের কোন মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে?
ক পশুপ্রীতি খ জীবসেবা গ কর্তব্যনিষ্ঠা ঘ অন্নদান

২৩. মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়?
ক শ্রীহট্ট তীর্থের খ হিমাইতপুর তীর্থে
গ পণাতীর্থে ঘ লাঙ্গালবন্দ তীর্থে

২৪. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব কখন পালন করা হয়?
ক শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে
খ কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে
গ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে
ঘ ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে

২৫. ব্রহ্মচারী হয়েও লোকনাথ নিম্নভূমিতে সাধারণ মানুষের কাছে নেমে এসেছিলেন–
ক লোকগুরু হওয়ার জন্য খ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য
গ মানুষে মানুষে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঘ লোকশিক্ষার জন্য

২৬. ভগবান বিষ্ণু কল্কিরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসবেন। এর কারণ
i. ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা ii. তাঁর শক্তি প্রকাশ করা
iii. সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পলাশের বাড়িতে অগ্রহায়ণ মাসে একটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে গ্রামের সকলকেই নিমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে সকলের জন্য খাবার আয়োজন করা হয়।

২৭. পলাশের বাড়িতে আয়োজিত ধর্মাচারটির নাম কী?
ক হাতেখড়ি খ বর্ষবরণ গ নবান্ন ঘ গৃহপ্রবেশ

২৮. শিল্পকলা ও সংস্কৃতির দেবী কে?
ক দুর্গা খ সরস্বতী গ লক্ষ্মী ঘ কালী

২৯. যমের প্রকারভেদগুলো হলো–
i. অহিংসা, সত্য ii. অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য
iii. পরিগ্রহ, অপরিগ্রহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. বর্ণ বিভাজন হয় কীসের মাধ্যমে?
ক জন্মভেদে খ বংশভেদে
গ কর্মভেদে ঘ উচ্চ বংশীয় জাতভেদ

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 2

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। অবিনাশ বাবু একজন সাধু ব্যক্তি। তিনি বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের কৃপালাভের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন স্রষ্টার বিভিন্ন রূপ ও শক্তি দেহধারী হয়ে ভক্তের বোঝা বহন করেন। অন্যদিকে, সুলতা দেবী ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভের জন্য প্রতীক বা চিহ্নহীনভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন।
ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১
খ. কখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে অবিনাশ বাবু স্রষ্টার কোন রূপের কৃপালাভের চেষ্টা করেছেন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সুলতা দেবী ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য যে উপাসনা করেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিরাঞ্জন বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একীভূত করে আদর্শ মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, ধীরেন বাবু দেব-দেবীর আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান। তিনি মনে করেন, যে যেভাবেই আরাধনা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত এক ঈশ্বরের নিকটই পৌঁছাবে। সকল ধর্মের ভক্তি থাকলে, ভক্তিতে দেহ, মন ও আত্মা শুদ্ধ হয়।
ক. নৃ-যজ্ঞ কী? ১
খ. কোন আশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নিরাঞ্জন বাবুর সংগঠনটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংগঠনের মিল রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ধীরেন বাবুর চিন্তার আলোকে পাঠ্যবইয়ের যে মহাপুরুষের মতাদর্শের কথা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নৃপেন বাবু ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি নিজেকে অনেক বড় মনে করেন। ঈশ্বর বলতে তিনি কিছু বোঝেন না। তিনি মনে করেন, নিজেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তার ছেলে সুকেশ ঈশ্বরভক্ত। সে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাবা তাকে মারতে চাইলেও সে বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।
ক. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরে কীসের স্থান? ১
খ. মোক্ষলাভ হওয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাথে নৃপেন বাবুর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।" –উক্তিটি 'ধর্মের জয়' উপাখ্যানের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। অনন্যা শ্রাবণ মাসের একটি বিশেষ তিথিতে তার ভাই অখিলের ডান হাতে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। অন্যদিকে, সূচনা কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাই নির্মলের কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করে।
ক. কোন তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়? ১
খ. নবান্ন উৎসব কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে অনন্যা কোন ধর্মাচারটি পালন করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সূচনার পালিত ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। অমরেশ বাবু একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি তার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পাত্রীপক্ষ থেকে কোনো উপহার সামগ্রী তিনি গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে, মলয় বাবুর বাবা যাওয়ার পর কিছু দিন হবিষ্যান্ন ও ফলফলাদি খেয়ে সংযমী জীবন-যাপন করেন।
ক. বিবাহ কাকে বলে? ১
খ. সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয় কেন? ২
গ. অমরেশ বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মলয় বাবুর পালনকৃত আচরণটির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৬। মিলন বাবু একজন গরীব কৃষক। এ বছর অনাবৃষ্টির কারণে তার এলাকায় ভালো ফসল হয়নি। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আশায় এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। অপরদিকে, তার প্রতিবেশি রমেশ বাবু নিঃসন্তান। তাই তিনি সন্তান লাভের আশায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন।
ক. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. কুমারী পূজা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিলন বাবু যে দেব-দেবীর পূজা করেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. রমেশ বাবু যে পূজাটি করেন সে পূজার শিক্ষা ও প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

৭। কৌশিক বাবু একজন চিকিৎসক। তিনি গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশনসহ ঔষধপত্র বিতরণ করেন। ছুটির দিনগুলোতে তিনি গরীবদের মাঝে বস্ত্র দান করেন। অপরদিকে, অনামিল বাবু পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য মুক্তযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তিনি তার প্রাণ হারান।
ক. রামের মায়ের নাম কী? ১
খ. মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কৌশিক বাবুর মধ্যে কোন নৈতিক গুণের প্রতিফলন ঘটেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "অনামিল বাবুর কর্মকাণ্ড যেন তরনী সেনেরই প্রতিফলন"– উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

৮। অনুরাগ ও সজল দুই ভাই। তারা নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। অনুরাগ প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনের ফলে কিডনি সবল হয়। শিক্ষাজীবনে লেখাপড়া ভালো হয় ও শরীর লম্বা হয়। অন্যদিকে, সজল একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো যায়, মস্তিস্ক শান্ত হয়। এ আসন অনুশীলনের সময় শরীর কচ্ছপের পিঠের ন্যায় মনে হয়।
ক. যোগসূত্রের প্রণেতা কে? ১
খ. অহিংসা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অনুরাগের আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সজলের আসনটি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। আশুতোষ বাবু মা কালীর সাধক। তিনি মানুষের জাতি, কুল, মান ইত্যাদি দেখতেন না। নারীদেরকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে, অশোক বাবু মাত্র সাত বছর বয়সে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এসব শুনে পণ্ডিতরা তার সাথে সাক্ষাৎ করেন, শাস্ত্র সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে মুগ্ধ হন। তারা তার কোষ্ঠী বিচার করে বলেন তার আয়ুষ্কাল খুবই কম। এসব শুনে অশোক বাবু বাকী জীবন ব্রহ্ম সাধনায় মগ্ন থাকেন।
ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১
খ. চরক শরীরের কার্যকারিতার কয়টি উপাদানের কথা বলেছেন? ২
গ. আশুতোষ বাবুর সাধন পথ তোমার পাঠ্যপুস্তকের কার সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "অশোক বাবুর জীবন ও কর্মকাণ্ড যেন শ্রী শঙ্করাচার্যের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।" –উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। আকাশ নম্র ও ভদ্র। সে পিতা-মাতা ও গুরুজনদের সম্মান করে এবং সমবয়সীদের ভালোবাসে। ছোটদের প্রতি রয়েছে তার অসীম স্নেহ। অন্যদিকে, নিতাই অসৎ সঙ্গের কবলে পড়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। নিতাই এর পিতা-মাতা বিষয়টি জানতে পেরে নিতাইকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাকে ধূমাপন ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করেন। অবশেষে পিতা-মাতা নিতাইকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।
ক. ধার্মিক কাকে বলে? ১
খ. ইন্দ্রিয়কে কীভাবে বশীভূত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আকাশের কর্মকাণ্ড পাঠ্যপুস্তকের ধর্মপথের কোন ধারণাটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নিতাই যে মাদকাসক্ত তার কুফল তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। সুবীরের বাবা সমরেশ বাবু চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক মহান চিকিৎসকের কথা বলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি প্রথম মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন। মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন। এতে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, অনিল বাবুও একজন মহান চিকিৎসক। তিনি কাটাছেঁড়া বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ঔষধি গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা করতেন। তিনি ভেষজ বিদ্যার ওপর চিকিৎসা করতেন। তিনি ভেষজ বিদ্যার ওপর চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।
ক. প্রভু নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম কী ছিল? ১
খ. অদ্বৈতবাদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সমরেশ বাবু যে মহান চিকিৎসকের কথা বলেছেন তাঁর অবদান পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে অনিল বাবুর মধ্যে যে মহান চিকিৎসকের আদর্শ রয়েছে তাঁর শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (যশোর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ⓚ খ	২	ঘ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ঘ	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	গ	২০	গ	২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ অবিনাশ বাবু একজন সাধু ব্যক্তি। তিনি বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের কৃপালাভের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন স্রষ্টার বিভিন্ন রূপ ও শক্তি দেহধারী হয়ে ভক্তের বোঝা বহন করেন। অন্যদিকে, সুলতা দেবী ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভের জন্য প্রতীক বা চিহ্নহীনভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন।

ক. জীবাত্মা কাকে বলে? ১

খ. কখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে অবিনাশ বাবু স্রষ্টার কোন রূপের কৃপালাভের চেষ্টা করেছেন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সুলতা দেবী ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য যে উপাসনা করেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বর যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়।

খ হিন্দুধর্ম দর্শন অনুসারে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভগ বলে। ভগ যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে আছে তিনিই ভগবান। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে– যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, বিনাশ, পরলোকে গতি, ইহলোকে আগমন এবং বিদ্যা-অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান। ঈশ্বরকে যখন এই ছয়টি গুণের অধীশ্বররূপে কল্পনা ও আরাধনা করা হয় তখন ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে অবিনাশ বাবু স্রষ্টার সাকার রূপের কৃপালাভের চেষ্টা করেছেন।

দেব-দেবীরা হলেন ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাদেরকে দেব-দেবী বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। সাকার বা প্রতীক উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীকে খুশি করার জন্য করা হয়। এ সময় দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে তার সামনে পূজা করা হয়।

উদ্দীপকে অবিনাশ বাবু একজন সাধু ব্যক্তি। তিনি বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের কৃপালাভের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন স্রষ্টার বিভিন্ন রূপ ও শক্তি দেহধারী হয়ে ভক্তের বোঝা বহন করেন, যা পাঠ্যবইয়ের সাকার উপাসনার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অবিনাশ বাবু স্রষ্টার সাকার রূপের কৃপালাভের চেষ্টা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে সুলতা দেবী ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য নিরাকার উপাসনা করেন।

উদ্দীপকে সুলতা দেবী ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভের জন্য প্রতীক বা চিন্তাহীনভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের নিরাকার উপাসনা করেন। 'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। হিন্দুধর্মাবলম্বী কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা বা আরাধনা করেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করেছেন –

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ। (গীতা ৪/১১)

অর্থাৎ, যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাদের সেভাবেই আমি কৃপা করে থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে। দেবদেবীগণ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। তাই হিন্দুধর্মের একের মধ্যে বহুর সমাবেশ বা বহুর মধ্যে একের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, নিরাকার ঈশ্বরকে অদৃশ্য অবস্থায় উপলব্ধি করে তাঁর উপাসনা করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ নিরাঞ্জন বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একীভূত করে আদর্শ মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, ধীরেন বাবু দেব-দেবীর আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান। তিনি মনে করেন, যে যেভাবেই আরাধনা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত এক ঈশ্বরের নিকটই পৌঁছাবে। সকল ধর্মের ভক্তি থাকলে, ভক্তিতে দেহ, মন ও আত্মা শুদ্ধ হয়।

ক. নৃ-যজ্ঞ কী? ১

খ. কোন আশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নিরাঞ্জন বাবুর সংগঠনটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংগঠনের মিল রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ধীরেন বাবুর চিন্তার আলোকে পাঠ্যবইয়ের যে মহাপুরুষের মতাদর্শের কথা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নৃপেন বাবু ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি নিজেকে অনেক বড় মনে করেন। ঈশ্বর বলতে তিনি কিছু বোঝেন না। তিনি মনে করেন, নিজেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তার ছেলে সুকেশ ঈশ্বরভক্ত। সে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাবা তাকে মারতে চাইলেও সে বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।

ক. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরে কীসের স্থান? ১

খ. মোক্ষলাভ হওয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাথে নৃপেন বাবুর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।" –উক্তিটি 'ধর্মের জয়' উপাখ্যানের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরেই স্মৃতিশাস্ত্রের স্থান।

খ মোক্ষলাভ হওয়া বলতে বোঝানো হয় জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করা।

মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত বারবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসতে হবে। ভোগ করতে হবে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর যন্ত্রণা। আর মোক্ষলাভ করলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা মিশে যাবে। একেই বলে ব্রহ্মলগ্ন হওয়া। এরই অপর নাম মোক্ষলাভ।

গ পাঠ্যপুস্তকের হিরণ্যকশিপু চরিত্রের সাথে নৃপেন বাবুর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। দম্ভ ও কর্তৃত্বের জোরে হিরণ্যকশিপু নিজের হরিভক্ত পুত্রকে বারংবার মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে এই পাপকার্যে সফল হয়নি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী রাজন নিজেকে সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী মনে করে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই বলে সে হরিভক্ত আপনজনকে বারবার মারার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সফল হয়নি।

উদ্দীপকে নৃপেন বাবু ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি নিজেকে অনেক বড়ো মনে করেন। ঈশ্বর বলতে তিনি কিছু বোঝেন না। তিনি মনে করেন নিজেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তার ছেলে সুকেশ ঈশ্বরভক্ত। সে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে মারতে চাইলেও সে বেঁচে যায়। যা হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের সাথে নৃপেন বাবুর চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে" – উক্তিটি 'ধর্মের জয়' উপাখ্যানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো –

সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী দাম্ভিক হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। হরিনাম জপ ছাড়া সে কিছুই বোঝে না। তাই নিজের পুত্রের হরিপ্রেমে আকুলতা দেখে হিরণ্যকশিপু অনেক ক্ষিপ্ত হলো। পুত্রের মন থেকে হরিনাম দূর করার জন্য নানা রকম শাস্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু প্রহ্লাদের মন থেকে হরিনাম দূর করতে পারে না। প্রহ্লাদের মন হরিনামে পবিত্র ছিল। শ্রীহরিই সবসময় প্রহ্লাদকে রক্ষা করত। আর এর মূলে ছিল হরির প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাসই ধর্মের মূল। তাই তো শত চেষ্টা করার পর প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু হত্যা করতে পারেনি। ধার্মিকের জয় হয়েছে। ঈশ্বরের বিশ্বাস থাকলে ধর্মের জয় হয়। সাথে ধার্মিকেরও জয় হয়।

'ধর্মের জয়' উপাখ্যানের অনুরূপ ঘটনা উদ্দীপকের সুকেশের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। কারণ সেও ছিল ঈশ্বরভক্ত। এ কারণে তার বাবা তাকে মারতে চাইলেও সে বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মই ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করেন। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে চলতে সহায়তা করে। এ কারণে ধর্মের জয় সবসময় হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক বিপদে ধার্মিক কষ্ট পান কিন্তু পরিণামে ধর্ম এবং ধার্মিক জয় লাভ করে। যার দৃষ্টান্ত উদ্দীপকে ও 'ধর্মের জয়' উপাখ্যানে পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ অন্যান্য শ্রাবণ মাসের একটি বিশেষ তিথিতে তার ভাই অখিলের ডান হাতে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয়। অন্যদিকে, সূচনা কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাই নির্মলের কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করে।

ক. কোন তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়? ১

খ. নবান্ন উৎসব কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে অনন্যা কোন ধর্মাচারটি পালন করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সূচনার পালিত ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ অমরেশ বাবু একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি তার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পাত্রীপক্ষ থেকে কোনো উপহার সামগ্রী তিনি গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে, মলয় বাবুর বাবা যাওয়ার পর কিছু দিন হবিষ্যান্ন ও ফলফলাদি খেয়ে সংযমী জীবন-যাপন করেন।

ক. বিবাহ কাকে বলে? ১

খ. সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয় কেন? ২

গ. অমরেশ বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মলয় বাবুর পালনকৃত আচরণটির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌবনে বেদ ও পিতৃপূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বর ও বধূর মিলনরূপে যে সংস্কার করা হয়, তাকে বিবাহ বলে।

খ বিশেষত শিক্ষাজীবনের পরবর্তী সময়ে নিজেকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শিক্ষক বা গুরুর উপদেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা শিক্ষার্থীকে ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষকরা যেসব মূল্যবান উপদেশ দেন তা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্দেশনাস্বরূপ। তাই সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয়।

গ অমরেশ বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের পণ প্রথা নির্মূলে সহায়তার দিকটি ফুটে উঠেছে।

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। যার দৃষ্টান্ত উদ্দীপকে অমরেশ বাবুর কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে অমরেশ বাবু 'একজন সরকারি চাকরিজীবী' তিনি তার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পাত্রীপক্ষ থেকে কোনো উপহার সামগ্রী তিনি গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ পণ গ্রহণ না করার মাধ্যমে তার চরিত্রে পণ প্রথা নির্মূলে সহায়তার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে মলয় বাবুর পালনকৃত সংস্কারটি হলো অশৌচ। অশৌচ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুও আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, অশৌচ শাস্ত্রীয় একটি উল্লেখযোগ্য বিধান। এ বিধান পালনের মাধ্যমে একদিকে যেমন ধর্মীয় বিষয় অনুসরণ করা হয় পাশাপাশি সামাজিক দিকও পালন করা হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৬ মিলন বাবু একজন গরীব কৃষক। এ বছর অনাবৃষ্টির কারণে তার এলাকায় ভালো ফসল হয়নি। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আশায় এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। অপরদিকে, তার প্রতিবেশী রমেশ বাবু নিঃসন্তান। তাই তিনি সন্তান লাভের আশায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন।

ক. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. কুমারী পূজা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিলন বাবু যে দেব-দেবীর পূজা করেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. রমেশ বাবু যে পূজাটি করেন সে পূজার শিক্ষা ও প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৭ কৌশিক বাবু একজন চিকিৎসক। তিনি গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশনসহ ঔষধপত্র বিতরণ করেন। ছুটির দিনগুলোতে তিনি গরীবদের মাঝে বস্ত্র দান করেন। অপরদিকে, অনামিল বাবু পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য মুক্তযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তিনি তার প্রাণ হারান।

ক. রামের মায়ের নাম কী? ১
খ. মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কৌশিক বাবুর মধ্যে কোন নৈতিক গুণের প্রতিফলন ঘটেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "অনামিল বাবুর কর্মকাণ্ড যেন তরনী সেনেরই প্রতিফলন"— উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রামের মায়ের নাম কৌশল্যা।

খ মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। কী সেই গুণ? এক কথায় বলা যায়, এ গুণটির নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না।

গ উদ্দীপকে কৌশিক বাবুর মধ্যে মানবতা গুণের প্রতিফলন ঘটেছে।

মানবতা মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ এবং এটি ধর্মের অঙ্গ। মহত্ত্বের উৎসই হচ্ছে মানবতা। মানবতার কারণেই মানুষ অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা। অসহায়কে সাহায্য করা, নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। এসব কাজের মাধ্যমে মানবতা নামক গুণের প্রকাশ পায়। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যারা এ নৈতিক গুণের অধিকারী তারা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করেন। তারা জানেন জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, ধর্ম সাধন হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কৌশিক বাবু একজন চিকিৎসক। তিনি গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশনসহ ঔষধপত্র বিতরণ করেন। ছুটির দিনগুলোতে তিনি গরীবদের মাঝে বস্ত্র দান করেন, যা মানবতা গুণের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, কৌশিক বাবুর মধ্যে মানবতা গুণের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ "অনামিল বাবুর কর্মকাণ্ড যেন তরণীসেনেরই প্রতিফলন"– উক্তিটি যথার্থ।

তরণীসেন ছিলেন রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। তিনি সৎসাহসের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। রাম-লক্ষ্মণের সাথে রাক্ষস বাহিনীর যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনীর বড়ো বড়ো বীর যোদ্ধা প্রাণ ত্যাগ করে। সোনার লঙ্কা পরিণত হয় শ্মশানে। এ অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান তরণীসেন। এ যুদ্ধে রামের বৈষ্ণব অস্ত্রে তরণীসেন মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত এভাবেই সৎসাহসের অধিকারী ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রতিবাদ করেন।

উদ্দীপকে অনামিল বাবু পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেন। অনামিল বাবুর এ ঘটনার মাধ্যমে তরণীসেনের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। তরনীসেন মাত্র বারো বছরের বালক হয়েও সৎসাহস দেখিয়েছেন। দেশ ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং বলা যায়, অনামিল বাবু মাতৃভূমি রক্ষার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরণীসেনের মতো সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৮ অনুরাগ ও সজল দুই ভাই। তারা নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। অনুরাগ প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনের ফলে কিডনি সবল হয়। শিক্ষাজীবনে লেখাপড়া ভালো হয় ও শরীর লম্বা হয়। অন্যদিকে, সজল একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো যায়, মস্তিস্ক শান্ত হয়। এ আসন অনুশীলনের সময় শরীর কচ্ছপের পিঠের ন্যায় মনে হয়।

ক. যোগসূত্রের প্রণেতা কে? ১
খ. অহিংসা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অনুরাগের আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সজলের আসনটি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে কী প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যোগসূত্রের প্রণেতা হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি।

খ অহিংসা শব্দটার অর্থ হচ্ছে কোনো প্রাণীকে মন, কথা এবং কর্ম দ্বারা কষ্ট না দেওয়া। মনে মনেও কারও অনিষ্ট না ভাবা। কাউকে কটু কথা ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট না দেওয়া এবং কর্ম দ্বারা কোনো অবস্থাতে কোনো স্থানে, কোনো দিন কোনো প্রাণীর প্রতি হিংসা ভাব প্রদর্শন না করা। এক কথায় ভালোবাসা। শুধু জীবের প্রতি ভালোবাসা নয়, নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে অহিংসা।

গ অনুরাগ গরুড়াসন অনুশীলন করে। গরুড়াসনের অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

এ আসন অনুশীলনকালে দেহভঙ্গি গরুড়-এর মতো হয় বলে একে গরুড়াসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো– দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

উদ্দীপকে অনুরাগ প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। আসনটি অনুশীলনের ফলে কিডনি সবল হয়। শিক্ষাজীবনে লেখাপড়া ভালো হয় ও শরীর লম্বা হয়। যা গরুড়াসন অনুশীলনের উপকারিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, অনুরাগ গরুড়াসন অনুশীলন করে।

ঘ সজল অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করে। ব্যক্তিজীবনে এ আসনের প্রভাব অপরিসীম।

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এ আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়। মেরুদণ্ড সতেজ হয়। পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসন অনুশীলনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়, যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয় এবং হজমশক্তি বাড়ে।

অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়। মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং মানুষ সুখ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে। ভাবাবেগ, ভয়ভীতি আর ক্রোধ আলগা হয়। আসনকারীকে আস্তে আস্তে মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।

সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তিজীবনে অর্ধকূর্মাসনের প্রভাব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৯ আশুতোষ বাবু মা কালীর সাধক। তিনি মানুষের জাতি, কুল, মান ইত্যাদি দেখতেন না। নারীদেরকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে, অশোক বাবু মাত্র সাত বছর বয়সে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এসব শুনে পণ্ডিতরা তার সাথে সাক্ষাৎ করেন, শাস্ত্র সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে মুগ্ধ হন। তারা তার কোষ্ঠী বিচার করে বলেন তার আয়ুষ্কাল খুবই কম। এসব শুনে অশোক বাবু বাকী জীবন ব্রহ্ম সাধনায় মগ্ন থাকেন।

ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১
খ. চরক শরীরের কার্যকারিতার কয়টি উপাদানের কথা বলেছেন? ২
গ. আশুতোষ বাবুর সাধন পথ তোমার পাঠ্যপুস্তকের কার সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "অশোক বাবুর জীবন ও কর্মকাণ্ড যেন শ্রী শঙ্করাচার্যের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।" –উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় পূর্ণাবতার।

খ চরক শরীরের কার্যকারিতার তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন।

চরকই প্রথম মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন – রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

গ আশুতোষ বাবুর সাধনপথ আমার পাঠ্যপুস্তকের শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে মিল রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কালীর সাধক। কালীমূর্তিতে তিনি পুজো দিতেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি মায়ের সাধনা করতেন। তাই বলে মূর্তিপূজার বিরোধী ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক। কেশবচন্দ্রই প্রথম তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার মাধ্যমে রামকৃষ্ণদেবের কথা প্রচার করেন। এ থেকেই বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ কতটা পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর সাধন-প্রণালি এবং ধর্মচর্চার মধ্য দিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটা শ্রীরামকৃষ্ণের একটা বড়ো অবদান। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের জাতি, কুল, মান, শিক্ষা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেখতেন না। তিনি দেখতেন মানুষের অন্তর। তাই তাঁর কাছে উঁচু-নীচু সব শ্রেণির মানুষ আসত। তাইতো দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে জগন্মাতাকে দর্শন করতেন। নারীমাত্রই তাঁর কাছে ছিল মাতৃস্বরূপা। তাইতো নিজের স্ত্রীকেও তিনি মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছিলেন। জগতে এরূপ ঘটনা দ্বিতীয়টি আর নেই।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আশুতোষ বাবু মা কালীর সাধক তিনি মানুষের জাতি, কুল, মান ইত্যাদি দেখতেন না। নারীদেরকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। এসব কর্মকাণ্ডের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, আশুতোষ বাবুর সাধনপথ শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ "অশোক বাবুর জীবন ও কর্মকাণ্ডে শ্রী শঙ্করাচার্যের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।"– উক্তিটি যথার্থ–

যে সকল ক্ষণজন্মা মনীষী তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য অন্যতম। পণ্ডিতরা কোষ্ঠী দেখে তার স্বল্প আয়ুর কথা বললে তিনি ব্রহ্ম সাধনায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ধর্মগুরু হিসেবে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তার ধর্মের মূলকথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।'

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও ম্লান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য তার অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। 'জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই' এ কথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। এটা শঙ্করাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহমুদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন।

প্রশ্ন ▸ ১০ আকাশ নম্র ও ভদ্র। সে পিতা-মাতা ও গুরুজনদের সম্মান করে এবং সমবয়সীদের ভালোবাসে। ছোটদের প্রতি রয়েছে তার অসীম স্নেহ। অন্যদিকে, নিতাই অসৎ সঙ্গের কবলে পড়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। নিতাই এর পিতা-মাতা বিষয়টি জানতে পেরে নিতাইকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাকে ধূমাপন ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করেন। অবশেষে পিতা-মাতা নিতাইকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

ক. ধার্মিক কাকে বলে? ১

খ. ইন্দ্রিয়কে কীভাবে বশীভূত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আকাশের কর্মকাণ্ড পাঠ্যপুস্তকের ধর্মপথের কোন ধারণাটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নিতাই যে মাদকাসক্ত তার কুফল তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ (ধৃতি, ক্ষমা, দম, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ প্রভৃতি) যাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় বা যিনি ধর্মের ঐ দশটি লক্ষণ নিজের জীবনে চলার পথে অনুসরণ করেন, তিনিই ধার্মিক।

খ অষ্টাঙ্গযোগের পঞ্চম ধাপ 'প্রত্যাহার', এর মাধ্যমে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করা যায়।

প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া। দেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্যিক বিষয় থেকে মুক্ত করে চিত্তের অনুগামী করার নাম প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় হতে মুক্ত করা কষ্টসাধ্য বটে কিন্তু অসাধ্য নয়। দৃঢ় সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে।

গ উদ্দীপকে আকাশের কর্মকাণ্ড পাঠ্যপুস্তকের ধর্মপথের শিষ্টাচার ধারণাটি ফুটে উঠেছে।

শিষ্টাচার আদর্শ জীবনের জন্য অপরিহার্য। নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণই শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ গুণটি অর্জন করে মানুষ পশু থেকে আলাদা হতে পারে। শিষ্টাচারী ব্যক্তি কাউকে হেয় করে না, তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন। সমাজে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব এ সকল বিষয় তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তার কাছে সকলেই সমানরূপে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। পিতা-

মাতা, পরিবারের লোকজন যেমন তার প্রিয় তেমনি আত্মীয় নয় এমন লোকও তার কাছে প্রিয় হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে আকাশ নম্র ও ভদ্র। সে পিতা-মাতা ও গুরুজনদের সম্মান করে এবং সমবয়সীদের ভালোবাসে। ছোটোদের প্রতি রয়েছে তার অসীম স্নেহ। যা শিষ্টাচার ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আকাশের কর্মকাণ্ডে ধর্মপথের শিষ্টাচার ধারণাটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে নিতাই মাদকাসক্ত। মাদকাসক্তের কুফল বিশ্লেষণ করা হলো–

আমরা জানি, মাদকাসক্তি অনৈতিক ও অধর্মের পথ। কারণ মাদকদ্রব্য মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। মাদক গ্রহণকারীর স্বাভাবিক চেতনাকে বিমূঢ় করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে দেখে অনেকেই এর দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কেননা মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে সঙ্গী-সাথিদের অত্যধিক প্রভাব রয়েছে।

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। বর্তমান সমাজের অনেক তরুণ অসৎ সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ঘৃণ্য বিষয়টির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত মানুষের জীবনে সঙ্গীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। একটি প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' এ কারণে কেউ যদি বন্ধু হিসেবে খারাপ চরিত্রের কাউকে বেছে নেয় তবে আরও খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে এটা প্রকট আকার ধারণ করে। কেউ মাদকাসক্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করলে তারও মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা বেড়ে যায়। অনেক সময় মাদকাসক্ত সঙ্গীকে দেখে কৌতূহলবশত তার বন্ধুরা মাদক গ্রহণ করতে পারে যা শেষ পর্যন্ত আসক্তিতে পরিণত হয়। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট যে, মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে অসৎ সঙ্গীদের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এর ফলে একজন অন্যজনকে মাদকাসক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যার দৃষ্টান্ত আমরা শ্যামলের জীবনে দেখতে পাই।

প্রশ্ন ▸ ১১ সুবীরের বাবা সমরেশ বাবু চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক মহান চিকিৎসকের কথা বলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি প্রথম মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন। মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন। এতে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, অনিল বাবুও একজন মহান চিকিৎসক। তিনি কাটাছেঁড়া বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ঔষধি গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা করতেন। তিনি ভেষজ বিদ্যার ওপর চিকিৎসা করতেন। তিনি ভেষজ বিদ্যার ওপর চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ক. প্রভু নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম কী ছিল? ১

খ. অদ্বৈতবাদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সমরেশ বাবু যে মহান চিকিৎসকের কথা বলেছেন তাঁর অবদান পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনিল বাবুর মধ্যে যে মহান চিকিৎসকের আদর্শ রয়েছে তাঁর শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রভু নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম ছিল কুবের।

খ ঈশ্বর ও জীব তথা পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব মনে করে যে মতবাদ তাকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্যের ধর্মের মূল কথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।

গ সমরেশ বাবু মহান চিকিৎসক চরকের কথা বলেছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে চরকের অবদান অপরিসীম।

চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাকে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' বলা হয়। মানুষের চিকিৎসা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যে চরক সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

চরকই প্রথম মানবদেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন– রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

উদ্দীপকে সুবীরের বাবা সমরেশ বাবু চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক মহান চিকিৎসকের কথা বলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি প্রথম মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন। মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন। এসব কর্মকাণ্ড মহান চিকিৎসক চরকের সাথে মিল রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার অবদান অনস্বীকার্য।

ঘ উদ্দীপকে অনিল বাবুর মধ্যে মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের আদর্শ রয়েছে। তার অবদান অপরিসীম।

সুশ্রুত প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বামিত্র মুনি। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন মর্ত্যবাসীকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে দেববৈদ্য ধন্বন্তরীকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বলেন পৃথিবীতে জন্ম নিতে। ইন্দ্রের কথামতো ধন্বন্তরী কাশীরাজের পুত্ররূপে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। এ কথা জানতে পেরে বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে তার নিকট পাঠান আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য।

আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'। তিনি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি এবং ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। 'সুশ্রুত সংহিতা' রচনা করে সুশ্রুত মানবজাতির বিশেষ মঙ্গল সাধন করেছেন।

সুতরাং বলা যায়, অনিল বাবুর মধ্যে মহান চিকিৎসক সুশ্রুতের আদর্শ রয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 2

সময় : ৩০ মিনিট | [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব কী?**
ক কালীপূজা খ শিবপূজা গ বিষ্ণুপূজা ঘ বাসন্তীপূজা

২. **কেউ জন্মগ্রহণ করলে কী পালন করতে হয়?**
ক অজননাশৌচ খ জননাশৌচ গ মরণাশৌচ ঘ উপবাস

৩. **আধ্যাত্মিক কামধেনু কী?**
ক মন খ আসন গ যোগ ঘ ব্রহ্মচর্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
লিটন ছিল ভীষণ বিষ্ণুভক্ত। কিন্তু তার বাবা ছিল ঘোর বিরোধী। এ নিয়ে লিটনের সাথে প্রায়ই মতবিরোধ হতো। এক পর্যায়ে লিটনকে মেরে ফেলার চেষ্টা করলে একমাত্র ধর্মই লিটনকে রক্ষা করে।

৪. **লিটনের বাবার চরিত্রে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রটি ফুটে উঠেছে?**
ক শ্রী হরি খ হিরণ্যকশিপু গ প্রহ্লাদ ঘ দৈত্যরাজ

৫. **লিটনের চরিত্রটির মাধ্যমে—**
i. ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পাবে
ii. ঈশ্বরের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হবে
iii. ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **কত পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব বর্তমান?**
ক সপ্তম খ ষষ্ঠ গ পঞ্চম ঘ অষ্টম

৭. **'তমঃ' গুণ দ্বারা প্রভাবিত কোন বর্ণের লোক?**
ক শূদ্র খ বৈশ্য গ ব্রাহ্মণ ঘ ক্ষত্রিয়

৮. **'ব্রাহ্মসমাজ' কে প্রতিষ্ঠিত করেন?**
ক অদ্বৈত প্রভু খ রাজা রামমোহন রায়
গ শঙ্করাচার্য ঘ শ্রী নিত্যানন্দ

৯. **'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—এ কথা বলা হয়েছে কোন গ্রন্থে?**
ক গীতায় খ পুরাণে
গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঘ রামায়ণে

১০. **প্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন একজন—**
i. সংসারী
ii. প্রেমভক্তির অনুসারী
iii. শাক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **'মোহমুদগর' কাব্যের রচয়িতা কে?**
ক শ্রী বিজয়কৃষ্ণ খ শ্রীশঙ্করাচার্য গ মীরাবাঈ ঘ শ্রীমা

১২. **গদাধরের নাম 'শ্রী রামকৃষ্ণ' রাখেন কে?**
ক সন্ন্যাসী তোতাপুরী খ সিদ্ধা ভৈরবী
গ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ঘ রাম মুখুজ্যে

১৩. **রাজা রন্তিবর্মা ছিলেন একজন—**
ক শৈব খ শাক্ত গ জৈন ঘ বৈষ্ণব

১৪. **বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় কেন?**
ক অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য খ অমঙ্গলকে দূর করার জন্য
গ শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য ঘ দুঃখকে বিনাশ করার জন্য

১৫. **অমাবস্যার রাতে কোন দেবীর পূজা করা হয়?**
ক লক্ষ্মী খ কালী গ দুর্গা ঘ শীতলা

১৬. **"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ইহা কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে—**
ক শ্রী শ্রী চণ্ডিতে খ শ্রীমদভগবদ্ গীতায়
গ ঋগ্বেদে ঘ মহাভারতে

১৭. **দেহ ও আত্মার সম্পর্ক—**
i. দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা
ii. আত্মাহীন দেহ জড়
iii. আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিজন ও লিখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিজন মাঝে মাঝে এ বিশ্ব জগতের সবকিছু দেখে ভাবে কেউ একজন এ বিশ্ব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। অপরদিকে, লিখন মনে করে তিনি দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ সাধন, সাধু-সজ্জনদের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করে ধর্ম সংস্থাপন করেন।

১৮. **বিজনের চিন্তার মূলে কে রয়েছেন?**
ক ঈশ্বর খ ব্রহ্মা
গ দেবতাগণ ঘ অবতার

১৯. **লিখনের ধারণায় প্রকাশ পেয়েছে—**
i. স্রষ্টা নিরাকার রূপ
ii. হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য
iii. ধর্মের অসাধারণ গুণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. **একজন প্রকৃত মানুষের কয়টি গুণ থাকতে হয়?**
ক ১০ খ ১১ গ ১২ ঘ ১৩

২১. **সনাতন ধর্মকে নবীন বলা হয়েছে কেন?**
ক যুগ বদলে গেছে বলে
খ যুগের সাথে মেলেনি বলে
গ যুগের সাথে খাপ খাইয়ে চলছে বলে
ঘ নতুন সৃষ্টি বলে

২২. **দেবী দুর্গাকে কেন শিবা বলা হয়?**
ক তিনি সকলের প্রার্থনা পূরণ করেন খ তিনি গৌরীবর্ণ নয়
গ তিনি শিবের শক্তি নয় ঘ তিনি অসাধ্য সাধন করেন না

২৩. **রেণুকা নদী বর্তমানে কী নামে পরিচিত?**
ক গঙ্গা খ যাদুকাটা গ পুনর্ভবা ঘ গোমতী

২৪. **ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চতুর্থ ভিত্তি কোনটি?**
ক বেদ খ স্মৃতি গ সদাচার ঘ বিবেকের বাণী

২৫. **পুরোহিত বলতে বোঝায়—**
ক যিনি মাঝখানে থাকেন খ যিনি পিছনে থাকেন
গ যিনি সবার আগে থাকেন ঘ যিনি পাশে থাকেন

২৬. **শীতলা দেবীকে যে নামে অভিহিত করা হয়—**
i. ঠাকুরানি
ii. করুণাময়ী
iii. দয়াময়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. **বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কোনটি?**
ক কূর্ম খ বরাহ গ বামন ঘ রাম

২৮. **রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন—**
ক কৃত্তিবাস খ বেদব্যাস গ আবুনি ঘ বাল্মিকী

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ থেকে ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুমা ও বিমল পরস্পর মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অপরদিকে, দীনেশ বাবু তার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করে বরের হাতে মেয়েকে তুলে দিলেন।

২৯. **দীনেশ বাবুর মেয়ের বিবাহ কোন রীতি অনুসারে হয়?**
ক গান্ধর্ব খ দৈব গ ব্রাহ্ম ঘ প্রাজাপত্য

৩০. **সুমা ও বিমলের বিবাহটি—**
i. বর্তমান সমাজে প্রচলিত
ii. মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা অনুসরণ করে
iii. মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 1 1 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। সত্যেন বাবু, প্রতিদিন অফিসের কর্মব্যস্ততার মাঝেও সকাল-সন্ধ্যায় ঈশ্বর সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন। তিনি যে কাজ করেন তার কোনো ফলের আশা করেন না। তিনি মনে করেন এটা ঈশ্বরেরই কর্ম। তিনি শুধু উপলক্ষ মাত্র। অপরদিকে সুজয় বাবুও প্রতিদিন তার গৃহে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সময় তার সন্তানদের জন্য মঙ্গল কামনা করেন।

ক. ব্রহ্মকে কখন ঈশ্বর বলা হয়? ১
খ. 'ধর্মমূলো হি ভগবান্, সর্ববেদময়ো হরিঃ' – কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সত্যেন বাবুর উপাসনা পদ্ধতি পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সত্যেন বাবু ও সুজয় বাবু কি একই ধরনের উপাসনা করেন? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

২। মিলন বাবু হিন্দু সমাজের সকল বর্ণের মানুষ নিয়ে প্রতিদিন হরিনামে মেতে থাকেন। তিনি মনে করেন হরিনামই একমাত্র মুক্তিলাভের উপায়। হরিনামের মাধ্যমেই সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অন্যদিকে প্রতিম বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মূলস্তম্ভ হিসেবে কৃষি, শিল্প, সুবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুশীলিত হচ্ছে।

ক. দুর্গ কাকে বলে? ১
খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মিলনবাবু কোন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করছেন? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. সৎসঙ্গের আলোকে প্রীতম বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। অপ্সরা প্রতিবছর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যায়। মন্দিরে গিয়ে পূজা শেষে সে শত্রু-মিত্র, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সব ভেদাভেদ ভুলে রং খেলায় মেতে উঠে। অপরদিকে অস্মিতা প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে ধামরাইয়ে একটি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। একটি বিশেষ চাকাওয়ালা যানে করে তিনজন দেবতাকে সেখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পুণ্য লাভের আশায় সে চাকাওয়ালা যানটির রশি স্পর্শ করে।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১
খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অপ্সরার পালিত ধর্মানুষ্ঠানটি পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. অস্মিতার দেখা অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। সুনীল বাবুর বয়স পঁয়ষট্টি বছর। তিনি সবসময় ধর্মীয় রীতি অনুসারে জীবন-যাপন করেন। তিনি মনে করেন, এই সবকিছুই ঈশ্বরের, আমি উপলক্ষ মাত্র। সুনীল বাবু পুত্র তূর্যকে গতবছর বিয়ে দিয়েছেন। তূর্য অফিসের পাশাপাশি পিতা-মাতা ও স্ত্রীর প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে।

ক. কর্ম কাকে বলে? ১
খ. অবতার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুনীল বাবু আশ্রম ধর্মের কোন স্তরে অবস্থান করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তূর্যর পালনকৃত আশ্রম ধর্মের গুরুত্ব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। অপূর্বর পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন, মৃত্যুর পর তার দেহটিকে মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। চিতা সাজিয়ে শবদেহকে নিয়মানুযায়ী মুখাগ্নি করা হয়। অন্যদিকে অনির্বাণের পিতা মারা যাওয়ার পর অশৌচ পালন করে এবং শেষে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রদ্ধার সাথে দান করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে।

ক. পণ কাকে বলে? ১
খ. জননা শৌচ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অপূর্বর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পাঠ্যের আলোকে অনির্বাণের শেষোক্ত কাজটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিস্কৃতিদের বাড়ীতে এক বিশেষ দেবীর পূজার আয়োজন করা হয়। যাঁর গায়ের রং সোনালী হলুদ। যিনি দশদিক থেকে সকল অন্যায়-অকল্যাণ দূর করে আমাদের রক্ষা করেন। তিনি অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক। অন্যদিকে নবনীতাদের বাড়ীতে কখনো কোন পূজার আয়োজন করে না। তারা বাড়ীতে হোমানল প্রজ্বলন করে বেদমন্ত্রের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বান করে মঙ্গল কামনা করে।

ক. পারিবারিক পূজা কাকে বলে? ১
খ. পুরোহিত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নবনীতাদের বাড়ীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোন শ্রেণির দেবতাদের আহ্বান করা হয়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. নিস্কৃতিদের বাড়ীতে আয়োজিত পূজার প্রভাব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিখিল বাবু একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন। এছাড়া তার কাঁধও শক্ত হয়ে গেছে। তার এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করেন। তিনি নিয়মানুযায়ী আসনটি অনুশীলন করেন। এ সময় তার শরীর অনেকটা লাঙলের মতো দেখায়। অন্যদিকে প্রনবও নিয়মিত একটি আসন অনুশলীন করে। এর ফলে সে আগের তুলনায় অনেকটা লম্বা হয়েছে এবং ব্রহ্মচর্যও রক্ষা করতে পারছে। বর্তমানে সে আগের তুলনায় অনেক উৎফুল্ল থাকে।

ক. রেচক কাকে বলে? ১
খ. ধ্যান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নিখিল বাবুর অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. প্রনবের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। প্রীতিশ তাদের গ্রামের মধ্যে সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছে। তাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষই স্বল্প শিক্ষিত ও শ্রমজীবী। তাই সে তাদের সঙ্গে ঠিকমতো কথাই বলতে চায় না। অন্যদিকে ঈশান, প্রতিটি জীবকেই ভালোবাসেন। তিনি চিন্তা করেন জীবকে ভালোবাসা মানে ব্রহ্মকেই ভালোবাসা কারণ ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজিত।

ক. মানুষের ধর্ম কী? ১
খ. হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. প্রীতিশের মধ্যে শ্বেতকেতু চরিত্রের কোন দিকটি লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'আরুনি-শ্বেতকেতু সংবাদ' উপাখ্যানের আলোকে ঈশানের চিন্তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৯। সুমন বাবু দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। দেশের জন্য জীবন দিতেও তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই দেশের বিজয়ে তিনি গৌরবান্বিত বোধ করেন।
অন্যদিকে সুনীতি দেবী একজন ধর্মপরায়ণা নারী। তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশায় সাহায্যের জন্য সবসময় এগিয়ে আসেন। কেউ যদি তার কাছে কিছু চাইতে আসে কখনো খালি হাতে তাকে ফিরিয়ে দেন না। তার কাছে যা কিছু থাকে তার সবটাই তিনি দিতে প্রস্তুত থাকেন।

ক. অযাচক বৃত্তি কী? ১
খ. ধর্মপথ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুমন বাবুর মধ্যে তরণী সেন চরিত্রের কোন দিকটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুনীতি দেবীর মধ্যে যে নৈতিক গুণের প্রকাশ ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। নিলীমা নম্র ও ভদ্র স্বভাবের। সে সবসময় বিনয়ী থাকে। কারো সাথে দেখা হলে শত ব্যস্ততার মাঝেও মাথা নত করে চলে যায়। সে ছোটদের প্রতি ও খুব যত্নশীল। এ কারণে সবাই তাকে স্নেহ করে ও ভালোবাসে।
অপরদিকে অল্পা কখনো কাউকে পরোয়া করে না। সে অস্থির প্রকৃতির এবং কখনও কখনও বিবেকহীন কাজ করে। অনেক সময় খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে নেশাগ্রস্ত হয়ে গভীররাতে বাড়ি ফিরে।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. সদাচার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নিলীমার মধ্যে পাঠ্যের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অল্পাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তার পরিবারের ভূমিকা পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। সৈকত বাবু কয়েকটি গার্লস স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। নারীরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সাবলীলভাবে চলাফেরা করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।
অন্যদিকে শৌর্য বাবু প্রতিটি জীবকে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন এর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব।

ক. বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কী? ১
খ. 'সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সৈকত বাবুর মধ্যে বিবেকানন্দ চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণীর আলোকে শৌর্য বাবুর কাজটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ⓖ খ	২	খ	৩	গ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ক	৭	ক	৮	খ	৯	গ	১০	খ	১১	খ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ক	২১	গ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সত্যেন বাবু, প্রতিদিন অফিসের কর্মব্যস্ততার মাঝেও সকাল-সন্ধ্যায় ঈশ্বর সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন। তিনি যে কাজ করেন তার কোনো ফলের আশা করেন না। তিনি মনে করেন এটা ঈশ্বরেরই কর্ম। তিনি শুধু উপলক্ষ মাত্র। অপরদিকে সুজয় বাবুও প্রতিদিন তার গৃহে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সময় তার সন্তানদের জন্য মঙ্গল কামনা করেন।

ক. ব্রহ্মকে কখন ঈশ্বর বলা হয়? ১

খ. 'ধর্মমূলো হি ভগবান্, সর্ববেদময়ো হরিঃ' – কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সত্যেন বাবুর উপাসনা পদ্ধতি পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সত্যেন বাবু ও সুজয় বাবু কি একই ধরনের উপাসনা করেন? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রহ্ম যখন জীব জগতের উপর প্রভুত্ব করেন তখন তাকে ঈশ্বর বলা হয়।

খ 'ধর্মমূলো হি ভগবান্, সর্ববেদময়ো হরিঃ'– অর্থ হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং।

হিন্দুধর্মের সকল কিছুর মূলে ভগবান স্বয়ং অবস্থান করছেন। এছাড়া সকল বেদের মূলেও তিনিই অবস্থান করছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল জীবের অন্তরাত্মা। সবকিছু তার থেকে সৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বরই ধর্মের মূল উৎস।

গ সত্যেন বাবুর উপাসনা পদ্ধতিকে নিরাকার উপাসনা বলা হয়। নিম্নে পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকাররূপে ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় অবস্থান করেন। তাঁকে উপলব্ধি করে তাঁর উপাসনা করা হয়। হিন্দুধর্মালম্বী কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা বা আরাধনা করেন।

উদ্দীপকের সত্যেন বাবু সকাল-সন্ধ্যায় ঈশ্বর সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন। তিনি যে কাজ করেন তার কোনো ফলের আশা করেন না। সত্যেন বাবু কোনো দেব-দেবীর সামনে প্রার্থনা করেন না। তিনি শুধু ঈশ্বরের সাধনায় মগ্ন থেকে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন। তাই সত্যেন বাবুর উপাসনা পদ্ধতি নিরাকার।

ঘ উদ্দীপকে সত্যেন বাবুর সাধনায় নিরাকার উপাসনার দিকটি ফুটে উঠেছে। অপরদিকে সুজয় বাবুর কর্মকাণ্ডে সাকার উপাসনার দিকটি ফুটে উঠেছে। নিচে পাঠ্যের আলোকে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো–

উদ্দীপকে সত্যেন বাবু প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন থাকেন। তিনি মনে করেন এটা ঈশ্বরের কর্ম, তিনি শুধু উপলক্ষ মাত্র। তিনি কোন দেব-দেবীর সামনে বসে আরাধনা করেন না। তিনি নিজের চিন্তায় মনে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন। তাই সত্যেন বাবুর উপাসনায় উপাসনার নিরাকার দিকটি ফুটে উঠেছে। অপরদিকে সুজয় বাবু প্রতিদিন গৃহে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করেন। প্রার্থনার সময় তিনি সন্তানের মঙ্গলও কামনা করতেন। সুজয় বাবুর উপাসনায় সাকার উপাসনার প্রতিফলন ঘটেছে। সাকার উপাসনাকে প্রতীক উপাসনা বা সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রকৃতিতে প্রকাশিত। অপরদিকে, নিরাকার উপাসনায় ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। নিরাকার রূপে ঈশ্বর অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন। তাঁকে উপলব্ধি করে নিরাকার উপাসনা করা হয়। পরিবেশেষে বলা যায়, সত্যেন বাবু ও সুজয় বাবুর উপাসনার ধরন ভিন্ন। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ঈশ্বর আরাধনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ০২ মিলন বাবু হিন্দু সমাজের সকল বর্ণের মানুষ নিয়ে প্রতিদিন হরিনামে মেতে থাকেন। তিনি মনে করেন হরিনামই একমাত্র মুক্তিলাভের উপায়। হরিনামের মাধ্যমেই সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অন্যদিকে প্রতিম বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মূলস্তম্ভ হিসেবে কৃষি, শিল্প, সুবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুশীলিত হচ্ছে।

ক. দুর্গ কাকে বলে? ১

খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মিলনবাবু কোন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করছেন? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. সৎসঙ্গের আলোকে প্রীতম বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ অপ্সরা প্রতিবছর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যায়। মন্দিরে গিয়ে পূজা শেষে সে শত্রু-মিত্র, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সব ভেদাভেদ ভুলে রং খেলায় মেতে উঠে। অপরদিকে অস্মিতা প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে ধামরাইয়ে একটি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। একটি বিশেষ চাকাওয়ালা যানে করে তিনজন দেবতাকে সেখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পুণ্য লাভের আশায় সে চাকাওয়ালা যানটির রশি স্পর্শ করে।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অপ্সরার পালিত ধর্মানুষ্ঠানটি পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা করে। ৩

ঘ. অস্মিতার দেখা অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৪ সুনীল বাবুর বয়স পঁয়ষট্টি বছর। তিনি সবসময় ধর্মীয় রীতি অনুসারে জীবন-যাপন করেন। তিনি মনে করেন, এই সবকিছুই ঈশ্বরের, আমি উপলক্ষ মাত্র। সুনীল বাবু পুত্র তূর্যকে গতবছর বিয়ে দিয়েছেন। তূর্য অফিসের পাশাপাশি পিতা-মাতা ও স্ত্রীর প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে।

ক. কর্ম কাকে বলে? ১
খ. অবতার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুনীল বাবু আশ্রম ধর্মের কোন স্তরে অবস্থান করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তূর্যর পালনকৃত আশ্রম ধর্মের গুরুত্ব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ অপূর্বর পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন, মৃত্যুর পর তার দেহটিকে মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। চিতা সাজিয়ে শবদেহকে নিয়মানুযায়ী মুখাগ্নি করা হয়। অন্যদিকে অনির্বাণের পিতা মারা যাওয়ার পর অশৌচ পালন করে এবং শেষে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রদ্ধার সাথে দান করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে।

ক. পণ কাকে বলে? ১
খ. জননা শৌচ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অপূর্বর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পাঠ্যের আলোকে অনিবার্ণের শেষোক্ত কাজটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নিস্কৃতিদের বাড়ীতে এক বিশেষ দেবীর পূজার আয়োজন করা হয়। যাঁর গায়ের রং সোনালী হলুদ। যিনি দশদিক থেকে সকল অন্যায়-অকল্যাণ দূর করে আমাদের রক্ষা করেন। তিনি অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক। অন্যদিকে নবনীতাদের বাড়ীতে কখনো কোন পূজার আয়োজন করে না। তারা বাড়ীতে হোমানল প্রজ্বলন করে বেদমন্ত্রের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বান করে মঙ্গল কামনা করে।

ক. পারিবারিক পূজা কাকে বলে? ১
খ. পুরোহিত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নবনীতাদের বাড়ীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোন শ্রেণির দেবতাদের আহ্বান করা হয়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. নিস্কৃতিদের বাড়ীতে আয়োজিত পূজার প্রভাব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৭ নিখিল বাবু একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি পিঠে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করেন। এছাড়া তার কাঁধও শক্ত হয়ে গেছে। তার এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করেন। তিনি নিয়মানুযায়ী আসনটি অনুশীলন করেন। এ সময় তার শরীর অনেকটা লাঙলের মতো দেখায়। অন্যদিকে প্রনবও নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করে। এর ফলে সে আগের তুলনায় অনেকটা লম্বা হয়েছে এবং ব্রহ্মচর্যও রক্ষা করতে পারছে। বর্তমানে সে আগের তুলনায় অনেক উৎফুল্ল থাকে।

ক. রেচক কাকে বলে? ১
খ. ধ্যান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নিখিল বাবুর অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. প্রনবের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্বাসত্যাগ করাকে রেচক বলা হয়।

খ ধারণা ও ধ্যানের সম্পর্ক পারস্পরিক গভীর। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য মনকে কোনো বিষয়ের ওপর স্থির রেখে উক্ত বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবনাকে ধ্যান বলে।

গ উদ্দীপকের নিখিলবাবু পিঠব্যথা ও শক্ত কাঁধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি আসন নিয়মিত অনুশীলন করেন। নিখিলবাবুর অনুশীলনকৃত আসনটির নাম হলাসন। নিম্নে পাঠ্যের আলোকে নিখিলবাবুর অনুশীলনকৃত আসনটি বর্ণনা করা হলো–
'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গল। এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা হল অর্থাৎ লাঙ্গলের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলে। এ আসনটি অনুশীলনের সময় পা দুটো সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ঊরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাত দুটো সোজা করে শরীরের দু পাশে রাখতে হবে। এবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো জোড়া ও সোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে উপরে তুলতে হবে এবং মাথার পেছনে যতদূর সম্ভব দূরে নিতে হবে যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে।
শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং শবাসনে ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিনবার অনুশীলন করতে হবে। এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করলে মেরুদণ্ড সুস্থ ও নমনীয় থাকে। কোষ্ঠাবদ্ধতা, অজীর্ণ, পেট ফাঁপাসহ পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়। এগুলো ছাড়াও আসনটি অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রণবের উল্লেখিত আসনটি হলো গরুড়াসন। নিম্নে প্রণবের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–
গরুড়াসন নিয়মিত অনুশীলন করলে –

১. পায়ের ও হাতের গঠন সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
২. পায়ে বাত হতে পারে না।
৩. পায়ের পেশিতে খিল ধরতে পারে না।
৪. ঊরু, নিতম্ব, পেট আর হাতের উপরের দিক মজবুত হয়।
৫. নিতম্ব, হাঁটু আর গোড়ালির গাঁটের নমনীয়তা বাড়ে।
৬. কাঁধ শক্ত হয়ে গিয়ে থাকলে তা ভালো হয়।
৭. বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা হয়।
৮. ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা সহজ হয়।
৯. দেহ লম্বা হয়।
১০. দেহের ভারসাম্য ঠিক থাকে।
১১. কিডনি ভালো থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ প্রীতিশ তাদের গ্রামের মধ্যে সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছে। তাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষই স্বল্প শিক্ষিত ও শ্রমজীবী। তাই সে তাদের সঙ্গে ঠিকমতো কথাই বলতে চায় না। অন্যদিকে ঈশান, প্রতিটি জীবকেই ভালোবাসেন। তিনি চিন্তা করেন জীবকে ভালোবাসা মানে ব্রহ্মকেই ভালোবাসা কারণ ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজিত।

ক. মানুষের ধর্ম কী? ১
খ. হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. প্রীতিশের মধ্যে শ্বেতকেতু চরিত্রের কোন দিকটি লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'আরুনি-শ্বেতকেতু সংবাদ' উপাখ্যানের আলোকে ঈশানের চিন্তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সুমন বাবু দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। দেশের জন্য জীবন দিতেও তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই দেশের বিজয়ে তিনি গৌরবান্বিত বোধ করেন।

অন্যদিকে সুনীতি দেবী একজন ধর্মপরায়ণা নারী। তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশায় সাহায্যের জন্য সবসময় এগিয়ে আসেন। কেউ যদি তার কাছে কিছু চাইতে আসে কখনো খালি হাতে তাকে ফিরিয়ে দেন না। তার কাছে যা কিছু থাকে তার সবটাই তিনি দিতে প্রস্তুত থাকেন।

ক. অযাচক বৃত্তি কী? ১
খ. ধর্মপথ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুমন বাবুর মধ্যে তরণী সেন চরিত্রের কোন দিকটি পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুনীতি দেবীর মধ্যে যে নৈতিক গুণের প্রকাশ ঘটেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অযাচক বৃত্তি হলো উপাসনার এমন একটি রীতি, যে রীতি পালনের সময় অন্যের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, অন্য কেউ ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দান করবে তা দিয়েই জীবনযাপন করতে হবে।

খ ধর্মপথ হচ্ছে ন্যায়ের পথ। সত্যের পথ, অহিংসা এবং কল্যাণের পথ। আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ আমরা ধর্ম পালন করি নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণের জন্য। আমরা জানি, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত বারবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসতে হবে। ভোগ করতে হবে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর যন্ত্রণা। আর মোক্ষলাভ করলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা মিশে যাবে। একেই বলে ব্রহ্মলগ্ন হওয়া। এরই অপর নাম মোক্ষলাভ।

গ উদ্দীপকের সুমন বাবু দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। দেশের জন্য জীবন দিতেও তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই দেশের বিজয়ে তিনি গৌরবান্বিত বোধ করেন। সুমন বাবুর মধ্যে পাঠ্যবইয়ের তরণী সেন চরিত্রের সৎসাহসের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

তরণীসেন ছিলেন রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। তিনি সৎসাহসের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। রাম-লক্ষ্মণের সাথে রাক্ষস বাহিনীর যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনীর বড়ো বড়ো বীর যোদ্ধা প্রাণ ত্যাগ করে। সোনার লঙ্কা পরিণত হয় শ্মশানে। এ অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান তরণীসেন। এ যুদ্ধে রামের বৈষ্ণব অস্ত্রে তরণীসেন মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত এভাবেই সৎসাহসের অধিকারী ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রতিবাদ করেন।

উদ্দীপকের সুমন বাবুও তরণী সেনের মতো সৎসাহসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি প্রয়োজনে দেশের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশের জন্য যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। তাই বলা যায়, পাঠ্যবইয়ের তরণী সেনের মতো উদ্দীপকের সুমন বাবুর চরিত্রেও সৎসাহসের দিকটি পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের সুনীতি দেবীর মধ্যে 'মানবতা' নামক নৈতিক গুনের প্রকাশ ঘটেছে। নিম্নে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

রন্তিবর্মা নামে এক প্রজাবৎসল ও কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছু দেয়নি। তিনিও খেতে চাননি। উনপঞ্চাশতম দিবসে একভক্ত তাকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। এবার তার উপবাস ভঙ্গ হবে। হঠাৎ তার সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত সাথে একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতদিন কিছুই খায়নি। ক্ষুধার্ত লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো। রাজা কিছুক্ষণ পূর্বে যে খাবার ভিক্ষা পেয়েছেন এর সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন। এরই নাম মানবতাবোধ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুনীতি দেবী একজন ধর্মপরায়ণা নারী। তিনি সবসময় মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় এগিয়ে আসেন। তার কাছে কেউ কিছু চাইতে এসে খালি হাতে ফিরে যায় না কখনো। তার কাছে যা থাকে তার সবটাই তিনি দিতে প্রস্তুত থাকেন। সুনীতি দেবীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি মানবতার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

পরিশেষে বলা যায়, পাঠ্যবইয়ের রন্তিবর্মার মতো মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে সুনীতি দেবীর চরিত্রেও।

প্রশ্ন ▶ ১০ নিলীমা নম্র ও ভদ্র স্বভাবের। সে সবসময় বিনয়ী থাকে। কারো সাথে দেখা হলে শত ব্যস্ততার মাঝেও মাথা নত করে চলে যায়। সে ছোটদের প্রতি ও খুব যত্নশীল। এ কারণে সবাই তাকে স্নেহ করে ও ভালোবাসে।

অপরদিকে অল্পা কখনো কাউকে পরোয়া করে না। সে অস্থির প্রকৃতির এবং কখনও কখনও বিবেকহীন কাজ করে। অনেক সময় খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে নেশাগ্রস্ত হয়ে গভীররাতে বাড়ি ফিরে।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. সদাচার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নিলীমার মধ্যে পাঠ্যের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অল্পাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তার পরিবারের ভূমিকা পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার বিবেচনা শক্তিকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

খ কোন বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নিলীমার মধ্যে পাঠ্যের শিষ্টাচার এর দিকটি ফুটে উঠেছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো–

নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণকে শিষ্টাচার বলে। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ শিষ্টাচারের জন্যই মানুষ পশু-পাখি থেকে আলাদা। শিষ্টাচারের শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী ও ভদ্র করে। শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি কারও প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ কিংবা বিরাগ প্রদর্শন করে না। এছাড়াও গুরুজনদের পাশাপাশি সমবয়সিদের প্রতিও সে থাকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিলীমা নম্র ও ভদ্র স্বভাবের। সে সবময় বিনয়ী থাকে। কারো সাথে দেখা হলে শত ব্যস্ততার মাঝেও মাথা নত করে চলে যায়। সে ছোটদের প্রতিও খুব যত্নশীল।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, নিলীমার মধ্যে শিষ্টাচারের দিকটি খুবই তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শিষ্টাচার একটি প্রয়োজনীয় গুণ বা নৈতিক মূল্যবোধ। নিলীমার মধ্যে সেই নৈতিক গুণেরই প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ অল্পাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তার পরিবারের ভূমিকা পাঠ্যের আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো–

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপসমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসক্তই পাপী নন, যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসক্তের পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।

মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে। সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহত্তর সাধনায় লিপ্ত থাকব।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

প্রশ্ন ▸ ১১ সৈকত বাবু কয়েকটি গার্লস স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। নারীরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সাবলীলভাবে চলাফেরা করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে শৌর্য বাবু প্রতিটি জীবকে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন এর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব।

ক. বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কী? ১
খ. 'সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি”– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সৈকত বাবুর মধ্যে বিবেকানন্দ চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণীর আলোকে শৌর্য বাবুর কাজটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

খ বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। তিনি অথর্ববেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'অসত্য নয়, সত্যেরই জয় হয়; একমাত্র সত্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর লাভের পথ প্রসারিত হয়।' যে ব্যক্তি জগতের জন্য তার ক্ষুদ্র 'আমিকে' ত্যাগ করতে পারে, সে দেখে সমস্ত জগৎ তার। যে ব্যক্তি পবিত্র এবং সাহসী, সেই সব কিছু করতে পারে।

গ উদ্দীপকের সৈকত বাবুর মধ্যে বিবেকানন্দ চরিত্রের নারী স্বাধীনতার দিকটি ফুটে উঠেছে। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

বিবেকানন্দ নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর এজন্য নারীশিক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষালাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরাও পারবে। তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোনো পাখি একটি ডানা দিয়ে উড়তে পারে না। এমনকি আধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তার জন্য তিনি সারদাদেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন।

উদ্দীপক থেকে দেখতে পাই, সৈকত বাবু কয়েকটি গার্লস স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। নারীরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সাবলীলভাবে চলাফেরা করতে পারে তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন এবং তার জন্য তিনি আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। তাই সৈকত বাবুর মধ্যেও নারী স্বাধীনতার গুণটি বিবেকানন্দর মতো ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের শৌর্য বাবুর কাজটি জীবসেবার পরিচায়ক। নিম্নে স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণীর আলোকে শৌর্য বাবুর কাজটির যথার্থতা মূল্যায়ন করা হলো–

বিবেকানন্দের গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো– খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই সবার আগে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সত্য ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বরসেবার আগে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবা করতে হবে। জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন–

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার? ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥'

তাঁর কাছে জাতি-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সবাই সমান তাঁর কাছে। এই জীবসেবাই ছিল বিবেকানন্দের ঈশ্বরসেবার মূল মন্ত্র।

উদ্দীপকের শৌর্য বাবু প্রতিটি জীবকে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন এর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী থেকেও আমরা দেখতে পাই, তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি জীবের সেবা করা মানেই পক্ষান্তরে ঈশ্বরেরই সেবা করা। জীবসেবাই ঈশ্বর সেবার মূলমন্ত্র। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শৌর্য বাবু স্বামী বিবেকানন্দের ঈশ্বর সেবার মূলমন্ত্রের মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত করেছেন।

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 2 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. দস্যু রত্নাকরের কাহিনি কোন ধর্মগ্রন্থের?
ⓚ বেদ ⓚ গীতা
ⓖ রামায়ণ ⓖ মহাভারত

২. শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ প্রক্রিয়া কোন যোগের অন্তর্গত?
ⓚ যম ⓚ নিয়ম
ⓖ আসন ⓖ প্রাণায়াম

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দেবু তার শিক্ষক ও এলাকার গুরুজনদের যথাযথ সম্মান দেয় এবং অনুগত হয়ে চলাচল করে।

৩. দেবুর মধ্যে কী গুণের প্রকাশ পায়?
ⓚ সততা ⓚ শিষ্টাচার
ⓖ মানবতা ⓖ ধার্মিকতা

৪. দেবুর এমন আচরণের দ্বারা কী লাভ করে?
i. অন্যের মন জয়
ii. অন্যের আশীর্বাদ
iii. অন্যের অভিশাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓖ i, ii ও iii

৫. কাজল বাবুর স্ত্রীর আষাঢ় মাসে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। শাস্ত্রানুযায়ী তারা কোন মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন দিতে পারে।
ⓚ কার্তিক ⓚ অগ্রহায়ণ
ⓖ পৌষ ⓖ ফাল্গুন

৬. বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী কী লাভ করে?
ⓚ পিতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ⓚ মাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব
ⓖ পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব ⓖ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব

৭. বিশ্বামিত্র মুনির পুত্রের নাম কী?
ⓚ চরক ⓚ শ্বেতকেতু
ⓖ সুশ্রুত ⓖ আরুণি

৮. শ্রীশঙ্করাচার্য সাধারণ মানুষের জন্য নিম্নের কোন গ্রন্থটি রচনা করেন?
ⓚ আনন্দগর ⓚ নিত্যানন্দগর
ⓖ মোহমুদগর ⓖ মনুষ্যগর

৯. উপাসনা কত প্রকার?
ⓚ এক ⓚ দুই ⓖ তিন ⓖ চার

১০. ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কী?
ⓚ সর্ববৃহৎ ⓚ সর্বশক্তিমান
ⓖ সর্বব্যাপী ⓖ সর্বজ্ঞানী

১১. ব্যবসা-বাণিজ্যে সিদ্ধি লাভের জন্য কী পূজা করা হয়?
ⓚ দুর্গা ⓚ কালী ⓖ কার্তিক ⓖ গনেশ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুমনা কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে ভাই এর কপালে অনামিকা আঙ্গুল স্পর্শ করে।

১২. সুমনার ভাই এর কপালে আঙ্গুল স্পর্শকে কী বলে?
ⓚ রাখীবন্ধন ⓚ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
ⓖ হাতেখড়ি ⓖ দীপাবিল

১৩. সুমনা বিশেষ তিথিতে ভাই এর কপালে আঙ্গুল স্পর্শ করার কারণ—
i. ভাই এর মঙ্গল কামনা
ii. ভাই এর দীর্ঘায়ু কামনা
iii. ভাইকে বিপদ মুক্ত রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ iii ⓖ i, ii ও iii

১৪. বীরেন বাবু ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন, এটি কোন যোগের অন্তর্গত?
ⓚ কর্ম ⓚ জ্ঞান ⓖ ভক্তি ⓖ অষ্টাঙ্গ

১৫. মানুষের জীবনে সর্বশেষ আশ্রম কোনটি?
ⓚ গার্হস্থ্য ⓚ বানপ্রস্থ ⓖ সন্ন্যাস ⓖ ব্রহ্মচর্য

১৬. বিদ্যার দেবী কে?
ⓚ লক্ষ্মী ⓚ সরস্বতী ⓖ কার্তিক ⓖ গণেশ

১৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কোন গ্রন্থে প্রণামের কথা উল্লেখ করেন?
ⓚ শব্দকোষ ⓚ দেব্যচয়ন
ⓖ জ্ঞানকোষ ⓖ ভক্তিকোষ

১৮. মাদক গ্রহণের ফলে কী হয়?
ⓚ সর্দি ⓚ জ্বর ⓖ যক্ষ্মা ⓖ করোনা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শ্রেয়া প্রতিদিন সকালে কবুতরকে খেতে দেয়। অপরদিকে, প্রবীর প্রতিদিন তার বাগানে গাছ পরিচর্যা করে ও জল দেয়।

১৯. শ্রেয়ার কাজটিকে কী বলে?
ⓚ পাখিপ্রীতি ⓚ জীবসেবা
ⓖ অন্নদান ⓖ কর্তব্য কর্ম

২০. শ্রেয়া ও প্রবীরের কাজটি করার বৈশিষ্ট্য কী?
i. ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা
ii. যেখানে জীব সেখানেই শিব
iii. সামগ্রিক কল্যাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২১. বৈদিক যুগে পূজা পদ্ধতি কেমন ছিল?
ⓚ যজ্ঞক্রিয়া ⓚ ধ্যানক্রিয়া
ⓖ পূজাভিত্তিক ⓖ আসনভিত্তিক

২২. শ্রীরামকৃষ্ণ কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ⓚ ১৮৮৫ ⓚ ১৮৮৬ ⓖ ১৮৮৭ ⓖ ১৮৮৮

২৩. মনসাদেবীকে কোন দেবতা বলা হয়?
ⓚ বৈদিক ⓚ পৌরাণিক ⓖ লৌকিক ⓖ যৌগিক

২৪. দুর্গা পূজায় সন্ধিপূজা কোন দিন অনুষ্ঠিত হয়?
ⓚ ষষ্ঠী ⓚ সপ্তমী ⓖ অষ্টমী ⓖ নবমী

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ছিনতাইকারী রমার গলার হার ছিড়ে নিয়ে দৌড় দিল। তা দেখে এক সাংবাদিক ছিনতাইকারীর পিছু দৌড় দিল এবং ছিনতাইকারীকে ধরে হার উদ্ধার করে রমাকে ফেরত দিল।

২৫. তোমার পাঠ্যবই এর কোন চরিত্রের সাথে সাংবাদিকের মিল আছে?
ⓚ অরুণি ⓚ তরণীসেন
ⓖ শ্বেতকেতু ⓖ রন্তিবর্মা

২৬. সাংবাদিকের মধ্যে যে গুণ প্রকাশ পায় তা হলো—
i. অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা
ii. অন্যের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা
iii. সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভীত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ⓖ i, ii ও iii

২৭. সন্ন্যাস ধর্ম পালন করার কারণ হলো—
i. ভোগাসক্তি ত্যাগ
ii. মোক্ষলাভ
iii. ঈশ্বর চিন্তা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ iii ⓖ i, ii ও iii

২৮. যোগদর্শনে পদ্মাসন সাধন প্রক্রিয়ার কোন স্তরের?
ⓚ যম ⓚ নিয়ম ⓖ আসন ⓖ সমাধি

২৯. নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কী পূজা করা হয়?
ⓚ দুর্গা ⓚ কুমারী ⓖ সরস্বতী ⓖ লক্ষ্মী

৩০. উপনিষদের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ⓚ ঐতরেয় ⓚ রহস্য ⓖ বৃহদায়ণ্যক ⓖ শ্বেতাশ্বতর

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল) বিষয় কোড : 1 1 2

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **দৃশ্যকল্প-১ :** দশম শ্রেণির ছাত্রী দিয়া বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে খেলতে গিয়ে একটি পাঁচশত টাকার নোট কুড়িয়ে পায়। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পেয়ে প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষে জমা দেয়।

দৃশ্যকল্প-২ : সমর রায়ের ছেলে প্রান্তিক রায় ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের আরাধনা করে। কিন্তু সমর রায়ের চাওয়া ছেলে তাকে কাজ-কর্মে সাহায্য করুক। তবে কোনো ভাবেই তার ছেলে তাকে কোনো কাজেই সাহায্য করে না। বরং সে আরও বেশি করে ঈশ্বর সাধনায় নিজেকে যুক্ত করে। সমর রায় প্রান্তিক রায়কে ঈশ্বর সাধনা থেকে দূরে রাখতে না পেরে তাকে নানাভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন না।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১

খ. নম্র, ভদ্র আচরণকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দিয়ার মধ্যে যে আচরণিক মূল্যবোধ লক্ষ করা যায় তার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর প্রান্তিক চরিত্রটি তোমার পাঠ্যবইয়ের উপাখ্যানের একটি চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি– তুমি কি একমত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। **ঘটনা-১ :** কুমার বাবু একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত। তার বাড়িতে একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে। তিনি প্রতিদিন সেই মূর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করেন।

ঘটনা-২ : সজীব মহন্ত পেশায় একজন শিক্ষক। একদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি বিড়াল পড়ে থাকতে দেখলেন। এটা দেখে তিনি বিড়ালটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন।

ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১

খ. যে পূজার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন থাকা যায়– তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ কুমার বাবুর উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ সজীব মহন্ত এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের যে মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** গত চৈত্র মাসে অনিক বাবু পরিবারসহকারে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করতে যান। সেখানে তারা নদে নেমে স্নান করেন এবং পাপ মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

ঘটনা-২ : রামনগর গ্রামে কয়েক প্রহরব্যাপী একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নানা সুর, তাল ও ছন্দে কীর্তন পরিবেশন করা হয়। ভগবানের নাম শ্রবণের জন্য ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে এসে মিলিত হয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. নতুন বছরকে বরণ করার মধ্য দিয়ে যে উৎসব পালন করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ : এ অনীক বাবুর পালনকৃত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ : এর অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. শিক্ষক মহাশয় যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান উপদেশ দেন তা– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর সামাজিক অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির সামাজিক প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। গত বছর রামপুর গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য গ্রামবাসীরা এক বিশেষ দেবীর পূজার আয়োজন করে। অন্যদিকে তপন বাবু সুন্দর ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তান লাভের জন্য তার স্ত্রী রীপা রাণীসহ এক বিশেষ দেবতার পূজার আয়োজন করেন।

ক. পুরোহিত কাকে বলে? ১

খ. নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা করা হয় যে পূজায়– তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রামপুর গ্রামের মানুষ যে দেবীর পূজার আয়োজন করে তার গুরুত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তপন বাবু এবং তার স্ত্রী যে দেবতার পূজার আয়োজন করেন তার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. যিনি পরিচারিক ও সামাজিক অর্চনাদি পরিচালনা করেন তাকে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত দেবীর পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ২নং চিত্রের অনুষ্ঠানের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. যোগ কাকে বলে? ১

খ. সমস্ত কর্ম এবং ইচ্ছাকে ঈশ্বরে অর্পণ করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এ বর্ণিত আসনের অনুশীলন পদ্ধতি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এ বর্ণিত আসন অনুশীলনের ফলে আমাদের শরীরে যে প্রভাব লক্ষ করা যায় তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **ঘটনা-১ :** উচ্চ শিক্ষিত বিধান রায় নিজ এলাকার সমাজের খারাপ অবস্থা দেখে খুবই কষ্ট পান। তিনি নিজ এলাকা ঘুরে ঘুরে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন এবং সমস্যা নিরসন ও এলাকার উন্নয়নের জন্য মানুষকে ধর্মপথে চলতে অনুপ্রাণিত করেন। মানবধর্মে বিশ্বাসী এই যুবক সকল ধর্মের সমন্বয়ে সমাজে শান্তি স্থাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের প্রচারের জন্য আমেরিকার এক সেমিনারে যোগ দেন।

ঘটনা-২ : মানিক ব্যানার্জি ছোট বেলায় মাঝে মাঝে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। স্কুলের পড়ালেখায় তাঁর মন বসে না। তার মন পড়ে থাকে ভজন কীর্তন ও পূজা পার্বনে। তিনি মাঝে মাঝে নির্জন জায়গায় ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন। এক সময় তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে মায়ের পূজায় মন সপে দেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. সুশ্রুতকে কেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বিধান রায়ের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে মহাপুরুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মানিক ব্যানার্জীর মধ্যে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে মহাপুরুষের প্রভাব লক্ষ করা যায়– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। বীরেন বাবু তাঁর সন্তানদের লেখাপড়া শেষ করান এবং বিয়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করে দেন। অতিথি সেবাসহ পরিবার ও সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেন। তাঁর বড় ভাই সীতা নাথ বাবু চাকরি হতে অবসর গ্রহণের কিছু দিন পর সংসারের সকল কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ধর্মীয় কাজে সময় অতিবাহিত করেন এবং সব সময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. ভক্তি যোগ কাকে বলে? ১

খ. দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বীরেন বাবুর অনুশীলিত আশ্রম যে চতুরাশ্রমের অন্তর্গত তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সীতা নাথ বাবু কি সঠিক ধর্ম নির্দেশিত পথে চলছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** নিহার রায় দাদার আলমিরাতে চোখ বুলাতেই একটি বই চোখে পড়ে। বইটি হাতে নিয়ে সে পড়া শুরু করলে সৃষ্টির গোপন তথ্য জানতে পারে।

দৃশ্যকল্প-২ : রাজেশ বাবার বড় ছেলে এবং তারা চার ভাই। তাঁর বাবার তিন স্ত্রী। সৎ মায়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজেশ স্ত্রীসহ বাবার সকল সম্পত্তি রেখে অন্যত্র চলে যান। ভাই নির্মল সঙ্গী হয়ে সব সময় ভাই রাজেশকে ছায়ার মতো ঘিরে রাখে।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১

খ. নিজের বিবেক দ্বারা কাজ করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর নিহার রায়ের পঠিত গ্রন্থটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ রাজেশের মধ্যে যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** সুমন বাবুর বাড়িতে অমীয় পড়াতে যায়। অমীয় প্রায়ই ঐ বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পায়। একদিন অমীয় কাছে গিয়ে দেখে সুমন বাবুর স্ত্রী সেই গৃহপরিচারিকাকে শারীরিকভাবে প্রহার করছে। তখন অমীয় কাল বিলম্ব না করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

দৃশ্যকল্প-২ : সম্প্রতি বন্যায় ডিমলা উপজেলার লাউতারা গ্রামের মানুষের ঘর-বাড়ি, ফসলিক্ষেত ও রাস্তা-ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে বিকাশ বাবু নিজ উদ্যোগে বন্যার্তদের জন্য চিড়া, মুড়ি, গুড় ও মোমবাতি সংগ্রহ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

ক. অযাচক বৃত্তি কাকে বলে? ১

খ. কোন গুণের কারণে মানুষ সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ : এ অমীয় এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের যে চরিত্রের মিল রয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ : এ বিকাশ বাবুর মধ্যে ধর্মের যে গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (বরিশাল বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	গ	২	ঘ	৩	খ	৪	গ	৫	খ	৬	গ	৭	গ	৮	গ	৯	খ	১০	ক	১১	ঘ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **দৃশ্যকল্প-১ :** দশম শ্রেণির ছাত্রী দিয়া বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে খেলতে গিয়ে একটি পাঁচশত টাকার নোট কুড়িয়ে পায়। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পেয়ে প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষে জমা দেয়।

দৃশ্যকল্প-২ : সমর রায়ের ছেলে প্রান্তিক রায় ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের আরাধনা করে। কিন্তু সমর রায়ের চাওয়া ছেলে তাকে কাজ-কর্মে সাহায্য করুক। তবে কোনো ভাবেই তার ছেলে তাকে কোনো কাজেই সাহায্য করে না। বরং সে আরও বেশি করে ঈশ্বর সাধনায় নিজেকে যুক্ত করে। সমর রায় প্রান্তিক রায়কে ঈশ্বর সাধনা থেকে দূরে রাখতে না পেরে তাকে নানাভাবে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন না।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১

খ. নম্র, ভদ্র আচরণকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দিয়ার মধ্যে যে আচরণিক মূল্যবোধ লক্ষ করা যায় তার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর প্রান্তিক চরিত্রটি তোমার পাঠ্যবইয়ের উপাখ্যানের একটি চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি– তুমি কি একমত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'প্রণাম করি' বাক্য বলে আনত হওয়াকে অভিবাদন বলা হয়।

খ নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচারকে বলে শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। মানুষে মানুষে সুন্দর আচরণ আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে শিষ্টাচার উদ্বুদ্ধ করে। শিষ্টাচারের কারণে ছোটরা বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং বড়রা ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সকলকে সমান কাতারে নিয়ে আসে শিষ্টাচার।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দিয়ার মধ্যে সৎকর্ম ও ধর্মীয় আচরণিক মূল্যবোধ লক্ষ করা যায়। নিম্নে এর মাধ্যমে কিভাবে পরিবার ও সমাজ উপকৃত হতে পারে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

সৎকর্ম আর ধর্ম দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তার এই আচরণিক মূল্যবোধ দ্বারা সমাজ ও পরিবার উপকৃত হতে পারে। সত্য ও ন্যায়ের পথই ধর্মের পথ। সত্যকে কখনও ধ্বংস করা যায় না। আবার যিনি সত্যাশ্রয়ী তার ক্ষতিও করা যায় না। তিনি পরিবার ও সমাজের মঙ্গলই করেন। অসত্য আর অন্যায় পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে। দিয়ার এই কর্ম ও আচরণগুলো পরিবার ও সমাজের অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়। যারা এই মূল্যবোধ বিশ্বাসী তারাই মূলত সমাজের, সমাজস্থিত মানুষের, পরিবারের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করেন।

উদ্দীপকে দিয়ার চরিত্রে আমরা নৈতিক মূল্যবোধের স্পষ্ট প্রতিকলন ও সৎকর্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর প্রান্তিক চরিত্রটি পাঠ্যবইয়ের উপাখ্যানেরই প্রহ্লাদ চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। নিম্নে এর মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দেয়া হলো—

পাঠ্যবইয়ে ধর্মের জয় উপাখ্যানে দেখা যায়, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ একজন হরিভক্ত। হরিনাম জপ ছাড়া সে কিছুই বোঝে না। কিন্তু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিলো স্বাভাবিকভাবেই দেবতাবিদ্বেষী। তাই নিজ পুত্রকে হরিপ্রেমে আকুল দেখে সে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়। পুত্রের মন থেকে হরিনাম দূর করার জন্য সে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। প্রহ্লাদের হৃদয় হরিনামে পবিত্র হওয়ার কারণে হিরণ্যকশিপুর কোনো নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাই কার্যকর হয়নি। অবশেষে ভগবান শ্রীহরিই নৃসিংহ মূর্তিতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিলেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, প্রান্তিক খুব ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বর আরাধনা করতো। কিন্তু তার বাবা সমর রায় ছেলেকে শত চেষ্টা করেও ঈশ্বর আরাধনা থেকে দূরে রাখতে পারেনা। তাই এই ব্যাপারে আমি একমত যে, প্রান্তিক প্রহ্লাদ চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶ ০২ **ঘটনা-১ :** কুমার বাবু একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত। তার বাড়িতে একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে। তিনি প্রতিদিন সেই মূর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করেন।

ঘটনা-২ : সজীব মহন্ত পেশায় একজন শিক্ষক। একদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি বিড়াল পড়ে থাকতে দেখলেন। এটা দেখে তিনি বিড়ালটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন।

ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১

খ. যে পূজার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন থাকা যায়– তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ কুমার বাবুর উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ সজীব মহন্ত এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের যে মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলে।

খ শীতলা দেবীর পূজার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন থাকা যায়।

তিনি রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী। দেবী শীতলাকে স্বাসথ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবীও বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। তিনি মহামারি প্রতিরোধ ও প্রাণিকুলকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন।

গ ঘটনা-১ এ কুমার বাবুর উপাসনা পদ্ধতির নাম সাকার উপাসনা। সাকার উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীকে খুশি করার জন্য করা হয়। এই উপাসনার সময় দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে তার সামনে পূজা করা হয়। কুমার বাবুর পূজায় এ উপাসনাটিই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘটনা-১ এ দেখতে পাই, কুমার বাবু একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত। তিনি প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করেন। এ ধরনের উপাসনা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে করা হয়। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত। সাকার উপাসনা পদ্ধতি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার বহুল ব্যবহৃত উপাসনা পদ্ধতি।

ঘ ঘটনা-২ এর সজীব মহন্ত বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে রক্তাক্ত বিড়ালকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে হসপিটালে নিয়ে যায়। সজীব মহন্তর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের জীবসেবা বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো।

সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন– অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। এ ছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। আমরা জীবের সেবা করব কেন? আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এ কথার তাৎপর্য এই যে, বহুরূপে অর্থাৎ বহুজীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন। তাই হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **ঘটনা-১ :** গত চৈত্র মাসে অনিক বাবু পরিবারসহকারে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করতে যান। সেখানে তারা নদে নেমে স্নান করেন এবং পাপ মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

ঘটনা-২ : রামনগর গ্রামে কয়েক প্রহরব্যাপী একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নানা সুর, তাল ও ছন্দে কীর্তন পরিবেশন করা হয়। ভগবানের নাম শ্রবণের জন্য ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে এসে মিলিত হয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. নতুন বছরকে বরণ করার মধ্য দিয়ে যে উৎসব পালন করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ : এ অনীক বাবুর পালনকৃত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ : এর অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৪

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. শিক্ষক মহাশয় যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান উপদেশ দেন তা– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর সামাজিক অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির সামাজিক প্রভাব তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ব পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে বলে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ।

খ শিক্ষক মহাশয় যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান উপদেশ দেন তার নাম সমাবর্তন।

পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষকমহাশয় বা গুরু শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন।

গ চিত্র-১ এর সামাজিক অনুষ্ঠানটি হল বিবাহ।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার।

এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ–পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে।

ঘ চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটি হলো নামযজ্ঞ। অনুষ্ঠানটির প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—
নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। এই নামযজ্ঞ সামাজিক জীবনে অনেক গুরুত্ব বহন করে। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে সে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। নামযজ্ঞের মতো ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এভাবেই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ গত বছর রামপুর গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য গ্রামবাসীরা এক বিশেষ দেবীর পূজার আয়োজন করে। অন্যদিকে তপন বাবু সুন্দর ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তান লাভের জন্য তার স্ত্রী রীপা রাণীসহ এক বিশেষ দেবতার পূজার আয়োজন করেন।

ক. পুরোহিত কাকে বলে? ১
খ. নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা করা হয় যে পূজায়– তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রামপুর গ্রামের মানুষ যে দেবীর পূজার আয়োজন করে তার গুরুত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তপন বাবু এবং তার স্ত্রী যে দেবতার পূজার আয়োজন করেন তার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৬

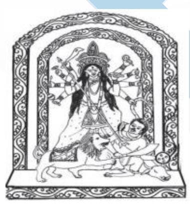
চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. যিনি পরিচারিক ও সামাজিক অর্চনাদি পরিচালনা করেন তাকে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত দেবীর পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ২নং চিত্রের অনুষ্ঠানের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৭

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. যোগ কাকে বলে? ১
খ. সমস্ত কর্ম এবং ইচ্ছাকে ঈশ্বরে অর্পণ করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এ বর্ণিত আসনের অনুশীলন পদ্ধতি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২ এ বর্ণিত আসন অনুশীলনের ফলে আমাদের শরীরে যে প্রভাব লক্ষ করা যায় তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংযমপূর্বক সাধানার মাধ্যমে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সামাধি লাভকে যোগ বলে।

খ সমস্ত কর্ম ও ইচ্ছা ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। ঈশ্বরে সব অর্পণ করলে অহং বা অহংকার নাশ হয়। ঈশ্বরে যাঁর বিশ্বাস আছে তাঁর জীবনে কখনও হতাশা আসে না। তাঁর জীবন তেজে ভরে ওঠে। যোগী তাঁর সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন। তাই তাঁর সমস্ত কর্মে তাঁর ভিতরকার দেবত্ব ফুটে ওঠে।

গ চিত্র-১ এ বর্ণিত আসন পদ্ধতিটির নাম গরুড়াসন। নিম্নে এ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো।
এ আসন অনুশীলনকালে দেহভঙ্গি গরুড়-এর মতো হয় বলে একে গরুড়াসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো– দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

ঘ চিত্র-২ এ বর্ণিত আসনের নাম অর্ধকূর্মাসন। অর্ধকূর্মাসন অনুশীলনের ফলে আমাদের শরীরে যে প্রভাব পড়ে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—
অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়, মেরুদণ্ড সতেজ হয়, পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়। যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয়। হজমশক্তি বাড়ে। পেটে বায়ু থাকলে তার প্রকোপ কমে। হাঁপানি ও ডায়াবেটিসের উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়। পেটের ও নিতম্বের চর্বি কমে। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়।
অর্ধকূর্মাসনের কারণে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। শারীরিক সুস্থতার কারণে মানসিক শান্তিও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এই আসন অনুশীলনে মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ সমানভাবে

গ্রহণ করার উপযোগিতা অর্জন করে। এ আসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আসনকারী আস্তে আস্তে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়, ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার জন্য অর্ধকূর্মাসনের সঠিক অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **ঘটনা-১ :** উচ্চ শিক্ষিত বিধান রায় নিজ এলাকার সমাজের খারাপ অবস্থা দেখে খুবই কষ্ট পান। তিনি নিজ এলাকা ঘুরে ঘুরে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন এবং সমস্যা নিরসন ও এলাকার উন্নয়নের জন্য মানুষকে ধর্মপথে চলতে অনুপ্রাণিত করেন। মানবধর্মে বিশ্বাসী এই যুবক সকল ধর্মের সমন্বয়ে সমাজে শান্তি স্থাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের প্রচারের জন্য আমেরিকার এক সেমিনারে যোগ দেন।

ঘটনা-২ : মানিক ব্যানার্জি ছোট বেলায় মাঝে মাঝে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। স্কুলের পড়ালেখায় তাঁর মন বসে না। তার মন পড়ে থাকে ভজন কীর্তন ও পূজা পার্বনে। তিনি মাঝে মাঝে নির্জন জায়গায় ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন। এক সময় তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে মায়ের পূজায় মন সপে দেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১
খ. সুশ্রুতকে কেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে বিধান রায়ের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে মহাপুরুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মানিক ব্যানার্জীর মধ্যে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে মহাপুরুষের প্রভাব লক্ষ করা যায়– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় অবতার।

খ আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'।

গ উদ্দীপকে বিধান রায়ের সাথে পাঠ্যবইয়ের যে মহাপুরুষের মিল পাওয়া যায় তাঁর নাম হলো স্বামী বিবেকানন্দ। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি কলকাতার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সনে বিএ পাস করেন। তারপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা নেন। তখন তার নাম হয় বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন এবং নিজের চোখে ভারতবাসীর দুরবস্থা দেখলেন। কীভাবে এ দেশ থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্ত দর্শন ও মানবধর্ম সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। প্রায় চার বছর পর বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে আসেন। এবং সমস্ত অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার কাছে কোনো জাতিভেদ ছিল না। তিনি বললেন– নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। বিবেকানন্দ নারী শিক্ষাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। তিনি দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কথাও ভাবতেন। সমাজের দরিদ্রের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং খাদ্যের অভাব পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

এভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সমাজ সংস্কার এবং দেশের উন্নয়নের কথাও ভেবেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মানিক ব্যানার্জীর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের শ্রীরাম কৃষ্ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হলো—

গদাধরের অল্প বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। তিনি কখনো শ্মশানে গিয়ে বসে থাকেন। কখনো বা নির্জন বাগানে গিয়ে সময় কাটান। সাধু-বৈষ্ণবদের দেখলে কৌতূহল ভরে তাঁদের আচরণ লক্ষ করেন। তাঁদের নিকট ভজন শেখেন। এ অবস্থায় অগ্রজ রামকুমার তাঁকে কোলকাতা নিয়ে যান। সেখানে ঝামাপুকুরে অবস্থিত নিজের টোলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু গদাধরের মনের কোনো পরিবর্তন হয় না। আগের মতোই লেখাপড়ায় তিনি উদাসীন থাকেন।

এমন সময় রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধরও তাঁর সঙ্গে আসেন। মা-কালীর বিগ্রহ এবং পূজার্চনা দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হন। তিনি যেন এতদিন এমন একটা কিছুই চেয়েছিলেন। তাই কখনও তিনি মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ময় হয়ে থাকেন, কখনও বা আত্মমগ্ন অবস্থায় গঙ্গার তীরে ঘুরে বেড়ান।

হঠাৎ একদিন অগ্রজ রামকুমারের অকালমৃত্যু হয়। ফলে মায়ের পূজার ভার পড়ে গদাধরের ওপর। মনেপ্রাণে তিনি মায়ের পূজা আরম্ভ করেন। মায়ের পূজায় ভক্তিগীতি গাওয়ার সময় প্রায়ই তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন। কালক্রমে এখানেই কালীসাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। তিনি স্ত্রী সারদা দেবীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন, যা অচিরেই তাঁকে 'আধ্যাতিক জননী' পদে উন্নীত করে। এভাবে গদাধর সর্বত্র চৈতন্যরূপিনী দেবীর দর্শন লাভ করেন।

এরপর গদাধরের সাধন জীবনে আসেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। তিনি গদাধরকে বেদান্ত সাধনায় দীক্ষিত করেন এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, মানিক ব্যানার্জীও ছোটবেলা থেকে ভাব তন্ময় হয়ে থাকতেন। পরবর্তীতে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে মায়ের পূজায় মন সপে দেন। তাই মানিক ব্যানার্জীর মধ্যে রামকৃষ্ণের প্রভাব লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ▶ ০৯ বীরেন বাবু তাঁর সন্তানদের লেখাপড়া শেষ করান এবং বিয়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করে দেন। অতিথি সেবাসহ পরিবার ও সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেন। তাঁর বড় ভাই সীতা নাথ বাবু চাকরি হতে অবসর গ্রহণের কিছু দিন পর সংসারের সকল কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ধর্মীয় কাজে সময় অতিবাহিত করেন এবং সব সময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. ভক্তি যোগ কাকে বলে? ১

খ. দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বীরেন বাবুর অনুশীলিত আশ্রম যে চতুরাশ্রমের অন্তর্গত তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সীতা নাথ বাবু কি সঠিক ধর্ম নির্দেশিত পথে চলছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** নিহার রায় দাদার আলমিরাতে চোখ বুলাতেই একটি বই চোখে পড়ে। বইটি হাতে নিয়ে সে পড়া শুরু করলে সৃষ্টির গোপন তথ্য জানতে পারে।

দৃশ্যকল্প-২ : রাজেশ বাবার বড় ছেলে এবং তারা চার ভাই। তাঁর বাবার তিন স্ত্রী। সৎ মায়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজেশ স্ত্রীসহ বাবার সকল সম্পত্তি রেখে অন্যত্র চলে যান। ভাই নির্মল সঙ্গী হয়ে সব সময় ভাই রাজেশকে ছায়ার মতো ঘিরে রাখে।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১

খ. নিজের বিবেক দ্বারা কাজ করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর নিহার রায়ের পঠিত গ্রন্থটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ রাজেশের মধ্যে যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** সুমন বাবুর বাড়িতে অমীয় পড়াতে যায়। অমীয় প্রায়ই ঐ বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পায়। একদিন অমীয় কাছে গিয়ে দেখে সুমন বাবুর স্ত্রী সেই গৃহপরিচারিকাকে শারীরিকভাবে প্রহার করছে। তখন অমীয় কাল বিলম্ব না করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

দৃশ্যকল্প-২ : সম্প্রতি বন্যায় ডিমলা উপজেলার লাউতারা গ্রামের মানুষের ঘর-বাড়ি, ফসলিক্ষেত ও রাস্তা-ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এমন পরিস্থিতে বিকাশ বাবু নিজ উদ্যোগে বন্যার্তদের জন্য চিড়া, মুড়ি, গুড় ও মোমবাতি সংগ্রহ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

ক. অযাচক বৃত্তি কাকে বলে? ১

খ. কোন গুণের কারণে মানুষ সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ : এ অমীয় এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের যে চরিত্রের মিল রয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ : এ বিকাশ বাবুর মধ্যে ধর্মের যে গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অযাচক বৃত্তি হলো উপাসনার এমন একটি রীতি, যে রীতি পালনের সময় অন্যের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, অন্য কেউ ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দান করবে তা দিয়েই জীবনযাপন করতে হবে।

খ মানবতা গুণের কারণে সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ।

সহজাত কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তিগুলো পশু-পাখির মাঝেও থাকে। তবে মানবতা গুণ দ্বারা মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করা যায়। এই গুণের কারণেই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ অমীয় এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের 'তরণীসেন' চরিত্রের মিল রয়েছে। নিম্নে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

তরণীসেন এক সৎসাহসী বারো বছরের বালক। সে ছিল রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। রাক্ষস বাহিনীর সাথে রাম-লক্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে এবং এ যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনী পরাজিত হচ্ছে– এ খবর পেয়ে বালক তরণীসেন সাহস করে রথ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে। রণক্ষেত্রে তার বাণের আঘাতে রামের পক্ষের অনেক বানর সৈন্য আহত হয়।

তরণীসেনের এ সৎসাহস দেখে রামচন্দ্র বিস্মিত হন। এ কারণে রণক্ষেত্রে তরণীসেনের মৃত্যুর পর তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন। রামচন্দ্রের আশীর্বাদে তরণীসেন রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে যায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, তরণীসেন বালক হওয়া সত্ত্বেও যে সৎসাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ইতিহাসে তা অম্লান। সে দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সৎসাহস নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় চিত্তে যুদ্ধ করে। বীরের মতো লড়ে তরণীসেন প্রাণ বিসর্জন দেয়।

দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, অমীয় যে বাড়িতে পড়াতে যায় সে বাড়ি থেকে প্রায়ই গৃহপরিচারিকার কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পায়। একদিন অমীয় গিয়ে দেখে সুমন বাবুর স্ত্রী সেই পরিচারিকাকে শারীরিকভাবে প্রহার করছে। তখন সে দেরী না করে সাথে সাথে প্রতিবাদ জানায়। দৃশ্যকল্প-১ এ অমীয় এর চরিত্রে সৎসাহসের দিকটি ফুটে উঠেছে। পাঠ্যপুস্তকের তরণীসেনের সৎসাহসের মতো অমীয় এর চরিত্রেও সৎসাহসের দিকটি প্রখরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ বিকাশ বাবুর মধ্যে ধর্মের মানবতা গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করা হলো—

মানবতা মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ এবং এটি ধর্মের অঙ্গ। মহত্ত্বের উৎসই হচ্ছে মানবতা। মানবতার কারণেই মানুষ অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা। অসহায়কে সাহায্য করা, নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। এসব কাজের মাধ্যমে মানবতা নামক গুণের প্রকাশ পায়। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যারা এ নৈতিক গুণের অধিকারী তারা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করেন। তারা জানেন জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, ধর্ম সাধন হয়।

দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, বিকাশবাবু ডিমলা উপজেলার লাউতারা গ্রামের বন্যার্ত মানুষদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি নিজ উদ্যোগে বন্যার্তদের চিড়া, মুড়ি, গুড় সংগ্রহ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন। বিকাশ বাবুর মধ্যে ধর্মের মানবতাবোধের তীব্র লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, বিকাশবাবু মানবতাবোধের একটি উজ্জ্বল প্রতীক।

সিলেট বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 2 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. ভক্তের নিকট ঈশ্বর কেমন?
ক) স্রষ্টা খ) পরমাত্মা
গ) পরমেশ্বর ঘ) ভগবান

২. ব্রহ্ম যখন জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন, তখন তাঁকে বলা হয়—
ক) ব্রহ্মা খ) ঈশ্বর গ) অবতার ঘ) প্রভু

৩. কত পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব বর্তমান থাকে?
ক) পঞ্চম খ) ষষ্ঠ গ) সপ্তম ঘ) অষ্টম

৪. ধর্মাচার মানুষকে করে—
i. ভদ্র
ii. নম্র
iii. বিনয়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. যোগ সাধনার সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?
ক) ধ্যান খ) ধারণা
গ) প্রত্যাহার ঘ) সমাধি

৬. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কোনটি অপরিহার্য?
ক) শিষ্টাচার খ) সততা গ) মানবতা ঘ) সদাচার

৭. ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক কে?
ক) সুশ্রুত খ) চরক
গ) শঙ্করাচার্য ঘ) নিত্যানন্দ

৮. শ্রীমা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ফ্রান্স খ) ইতালি
গ) আমেরিকা ঘ) জাপান

৯. 'পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন'— কে বলেছিলেন?
ক) শ্রীবিজয় কৃষ্ণ খ) শ্রীরাম কৃষ্ণ
গ) স্বামী বিবেকানন্দ ঘ) শ্রীচৈতন্য

১০. শ্রীশঙ্করাচার্যের পিতার নাম কী ছিল?
ক) রত্নসিংহ খ) শিবগুরু
গ) ক্ষুদিরাম ঘ) বিশ্বনাথ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জয় প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। যাতে তার দেহভঙ্গি লাঙ্গলের মতো দেখায়।

১১. জয়ের অনুশীলনকৃত আসনটির নাম কী?
ক) বৃক্ষাসন খ) গরুড়াসন
গ) হলাসন ঘ) অর্ধকূর্মাসন

১২. এই আসন অনুশীলনের মাধ্যমে কী লাভ হয়?
ক) দেহের ভারসাম্য ঠিক থাকে খ) পেট ও উরুর পেশি সবল হয়
গ) হজম শক্তি বাড়ে ঘ) পিঠে ব্যথা থাকলে তা দূর হয়

১৩. কালী পূজার মাধ্যমে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি?
ক) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি খ) স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনতা
গ) ন্যায় প্রতিষ্ঠা ঘ) সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়া

১৪. অগ্নিকে বলা হয়েছে—
i. দীপ্তিময়
ii. যজ্ঞের পুরোহিত
iii. দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. হরিনামে প্রেম লাভের ক্রম কয়টি?
ক) ৪ খ) ৬ গ) ৮ ঘ) ১০

১৬. ক্ষত্রিয়ের অশৌচ পালনের বিধান কতদিন?
ক) দশ খ) বারো গ) পনেরো ঘ) ত্রিশ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জয়োত্তমা শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তার ভাইয়ের হাতে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দিয়ে অনুষ্ঠান পালন করে।

১৭. জয়োত্তমা যে অনুষ্ঠানটি পালন করেছিল তার নাম কী?
ক) রাখীবন্ধন খ) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
গ) দীপাবলি ঘ) হাতেখড়ি

১৮. এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাই-বোনের মধ্যে গড়ে উঠবে—
i. আজীবন ভালোবাসা
ii. মধুর সম্পর্ক
iii. ভ্রাতৃত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

১৯. জলদেবী মুগ্ধ হলেন কাঠুরিয়ার—
ক) কথায় খ) সততায় গ) সুখে ঘ) আনন্দে

২০. দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ কোথায় আছে?
ক) রামায়ণে খ) মহাভারতে
গ) স্মৃতিশাস্ত্রে ঘ) বেদ শাস্ত্রে

২১. 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ কী?
ক) সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ খ) সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ
গ) কর্তব্যকর্ম করা ঘ) সম্পূর্ণরূপে দান

২২. 'ধর্মের জয়' উপাখ্যান থেকে আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি?
ক) ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ খ) ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে
গ) মানবতাই ধর্ম ঘ) সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা

২৩. মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন কে?
ক) কাশীরাম দাস খ) কৃত্তিবাস
গ) কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঘ) বেদব্যাস

২৪. গোবিন্দের মা অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে নানা রকম পিঠা তৈরির মাধ্যমে কোন উৎসব পালন করে?
ক) বর্ষবরণ খ) নবান্ন
গ) গৃহ প্রবেশ ঘ) জামাইষষ্ঠী

২৫. রামায়ণকে বলা হয়—
ক) মহাকাব্য খ) আনন্দলহরী
গ) আদিকাব্য ঘ) মোহমুদগর

২৬. বিধান বন্যা কবলিত হওয়া সত্ত্বেও ত্রাণ-সামগ্রী নিজের জন্য না রেখে সুমনের পরিবারের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই কাজটিতে ফুটে উঠেছে—
ক) দয়া খ) সহিষ্ণুতা
গ) মানবতাবোধ ঘ) কর্তব্যনিষ্ঠা

২৭. চয়ন আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তাঁর এই আদর্শ কোন মহাপুরুষের সাথে সম্পৃক্ত?
ক) বিবেকানন্দ খ) বিজয়কৃষ্ণ
গ) রামকৃষ্ণ ঘ) স্বরূপানন্দ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুবোধ বাবু সংসারের সকল দায়িত্ব ছেলেদের উপর ন্যস্ত করে নির্জন পরিবেশে অবসর জীবন-যাপন করেন। সেখানে তিনি পূজা-অর্চনার মাধ্যমে বৈরাগ্যময় জীবন-যাপন করেন।

২৮. সুবোধ বাবু কোন আশ্রম পালন করেন?
ক) ব্রহ্মচর্য খ) গার্হস্থ্য
গ) সন্ন্যাস ঘ) বানপ্রস্থ

২৯. এই আশ্রমে যে আচরণের বিধান থাকে—
ক) সংযম খ) পরিশ্রম
গ) ঈশ্বরচিন্তা ঘ) সেবা

৩০. শঙ্করাচার্যের ধর্মের মূল কথা হলো—
ক) ঈশ্বর লাভ খ) সৎসঙ্গ
গ) হরিনাম প্রচার ঘ) অদ্বৈতবাদ

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 2 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য :ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রানা ও রিনি আপন ভাই বোন। রানা পড়া-লেখার পাশাপাশি সকাল-সন্ধ্যা গাছের পরিচর্যা করেন। অসহায় মানুষদের বিপদে সাহায্য করেন। অন্যদিকে, রিনি নিয়মিত সন্ধ্যায় ধুপ-জ্বালিয়ে সুরেলা কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান পরিবেশনের মাধ্যমে দেবতার আরাধনা করেন।

ক. উপাসনা কাকে বলে? ১

খ. কাকে সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রানার চরিত্রে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রতিদিন সন্ধ্যায় রিনির করণীয় কর্মের প্রয়োজনীয়তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২। জীবন বাবু সরকারি চাকরিতে যোগদানের পর মা-বাবার ইচ্ছাতে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। সংসার ধর্ম পালনের পাশাপাশি তিনি ধর্মীয় স্থাপনা, পাঠশালা, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কর্তব্য পালন করেন। অপরদিকে জয়দ্বীপ বাবু পরিবারের দায়িত্ব তার পুত্রদের নিকট অর্পণ করে নিরিবিলি পরিবেশে মন্দিরে বসবাস করেন। তিনি মন্দিরের দেবতাদের শ্রদ্ধা, সেবা ও গুণগান করে জীবন অতিবাহিত করেন।

ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১

খ. শ্বাস-প্রশ্বাসের বিজ্ঞান বলা হয় কাকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জীবন বাবুর পালনকৃত কর্মাদি মানব জীবনের কোন স্তরের তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জয়দ্বীপ বাবুর চরিত্রে মানবজীবনের যে পর্যায়টি ফুটে উঠেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শয়নের বাবা এই জগৎ সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। সমাজের লোকজন এসে তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে সবার সহযোগিতায় ধর্মীয় বিধি অনুসারে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে প্রজাপতি দক্ষের আশীর্বাদে, অগ্নিসাক্ষি রেখে পুষ্পমাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে অরূপ ও নিশিতার জীবনে এক ধর্মীয় বন্ধনের সূচনা হয়।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. কোন পর্বটি হিন্দু নারীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শয়নের বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার যে প্রক্রিয়া তার ধারনা পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অরূপ ও নিশিতার জীবনে যে ধর্মীয় বন্ধনের সূচনা হয়েছে তার গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. ধর্মানুষ্ঠান কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এ কোন উৎসবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এ লক্ষণীয় বিষয়টির আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। অভীক বাবু দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিরদাঁড়া, লিভার ও বদহজমজনিত সমস্যায় ভুগছেন। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসক তাকে একটি বিশেষ ব্যায়ামের পরামর্শ দেন। অন্যদিকে অতনু শরীরটাকে গাছের মতো করে এক পা ভাঁজ করে আরেক পায়ের হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক. প্রত্যাহার কাকে বলে? ১

খ. ধ্যান বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অভীক বাবুকে চিকিৎসক যে ব্যায়ামের পরামর্শ দেন তার পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অতনুর অনুসরণকৃত পদ্ধতি প্রভাব পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬।

রবিদের বাড়িতে পূজার সময় প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পুষ্প নিবেদন করছেন।

দৃশ্যকল্প-১

দৃশ্যকল্প-২

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. কোন পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটির ধারণা পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ দৃশ্যমান ছবিটির তাৎপর্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। অসিত বাবু ও প্রিয়ম বাবু দুই ভাই, অসিত বাবু নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন আদর্শ জীবন গঠন, নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হওয়ার জন্য ধর্মগ্রন্থ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রিয়ম বাবু ছিল দস্যু প্রকৃতির। তিনি প্রতিনিয়ত পথিকদের কাছ থেকে অর্থ ও মূল্যবান জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিতেন। একদিন ঐ পথে একজন সাধু যাওয়ার সময় যখন একই পন্থা অবলম্বন করলেন তখন সাধুটি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে এই পাপ কাজ করছ তোমার পরিবার এই পাপ কাজের দায়ভার গ্রহণ করবে?"

ক. রহস্যবিদ্যা কাকে বলে? ১

খ. 'বেদ অখিলধর্মমূলম্'—কথাটি অর্থ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অসিত বাবুর জীবনে ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে নৈতিকতা গঠন সম্ভব—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রিয়মবাবুর পাপ কাজের দায়ভার তার পরিবার নিবে কী? উত্তরের সপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৮।

ছক-১	ছক-২
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এই জীবন মন সকলি দাও। তার মতো সুখ কোথাও কি আছে, আপনার কথা ভুলিয়া যাও।	যাঁরা দেশ বাঁচাতে যুদ্ধ করে, কেউ নেই তার সমতুল্য। অকাতরে তাঁদের প্রাণ-বিসর্জন, চিরস্মরণীয় আয় অমূল্য।

ক. মানবতা কাকে বলে? ১

খ. কাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছক-১ এ প্রদত্ত কবিতাংশের সাথে পাঠ্যপুস্তকের গল্পের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছক-২ এর চরণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে—বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। দরিদ্র যুবক সুবল কাগজ কুড়িয়ে তা বিক্রি করে যে টাকা পায় তা দিয়ে সংসার চালায়। একদিন সে একটি কাগজের বাক্স দেখে সেটি খুলে তার মধ্যে অনেকগুলো টাকা ও কিছু কাগজ দেখতে পেল। সে বাক্সটি নিকটবর্তী থানায় জমা দিলে কর্তব্যরত পুলিশ প্রকৃত মালিককে টাকাসহ বাক্সটি ফেরত দিল। অন্যদিকে, সাধন বাবু একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি অফিসে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন, একদল তরুণ রাস্তার পাশে বসে আড্ডায় রত। তাদের মুখ থেকে কিছুক্ষণ পরপর ধোঁয়া বের করছে।

ক. মোক্ষলাভ কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সুবলের চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন গল্পে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তরুণদের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে পারিবারিক ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। একটি ধর্মানুষ্ঠানে মন্দিরের মহারাজ বলেছিলেন—
জাগো লক্ষ্মী মায়ের দল
তোমরা না জাগিলে মাগো দেশের অমঙ্গল।
মাদার তেরেসা সারা বিশ্বের কাছে অতিপরিচিত একটি নাম। তিনি আজীবন সমাজসেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি কলকাতায় মিশনারিজ অব চ্যারিটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করে সেখানে গরীব, অসুস্থ, অনাথ ও মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের সেবা প্রদান করতেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. কাকে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মহারাজের উক্তিটি কোন মহাপুরুষের মতাদর্শের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মাদার তেরেসার জীবন থেকে কী শিক্ষা লাভ করা যায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। শিমুল, পলাশ দুই ভাই অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল। একদিন মদ্যপ অবস্থায় তারা এক সন্ন্যাসীর পথ রোধ করে তার কাছ থেকে সব কেড়ে নিতে চায় এবং সন্ন্যাসীর মুখে নাম কীর্তন শুনে রেগে যায়। এক সময় সন্ন্যাসীর তেজোময় গুণের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে ঈশ্বর লাভের পথে ফিরে আসে। অন্যদিকে, সাধক রামকুমার বালক বয়সে গৃহত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনার পথ বেছে নেন। তিনি নানা উপায়ে সাধন কার্য সম্পাদন করার এক পর্যায়ে তার মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে মাকে মৃত্যুশয্যায় দেখতে ছুটে আসেন।

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১

খ. ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক কে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সন্ন্যাসীর সাথে পাঠ্যপুস্তকের গল্পে যে মতাদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ধর্মীয় ও পারিবারিক জীবনে সাধক রামকুমারের জীবন দর্শন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (সিলেট বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	খ	৩	গ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	ক	১০	খ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	গ	২১	ক	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ রানা ও রিনি আপন ভাই বোন। রানা পড়া-লেখার পাশাপাশি সকাল-সন্ধ্যা গাছের পরিচর্যা করেন। অসহায় মানুষদের বিপদে সাহায্য করেন। অন্যদিকে, রিনি নিয়মিত সন্ধ্যায় ধুপ-জ্বালিয়ে সুরেলা কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান পরিবেশনের মাধ্যমে দেবতার আরাধনা করেন।

ক. উপাসনা কাকে বলে? ১

খ. কাকে সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রানার চরিত্রে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রতিদিন সন্ধ্যায় রিনির করণীয় কর্মের প্রয়োজনীয়তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের গুণগান করার রীতিকে উপাসনা বলে।

খ বিষ্ণু সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের দেবতা। এ বিশ্বে যা কিছু আছে বিষ্ণু তা পালন ও রক্ষা করেন। দেবতারা বিপদে পড়লে বিষ্ণু তাদের উদ্ধার করেন। দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন করার জন্য তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়, হৃদয় পবিত্র হয় ও মনে শান্তি আসে।

গ রানার চরিত্রে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার দিকটি ফুটে উঠেছে।

সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে পরিপর্যা করা বোঝায়। যেমন- অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বরের সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। এছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, পিবদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। আমরা জীবের সেবা করব কেন? আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে।

উদ্দীপকে রানা পড়ালেখার পাশাপাশি সকাল-সন্ধ্যা গাছের পরিচর্যা করেন। অসহায় মানুষদের বিপদে সাহায্য করেন। এ কর্মকাণ্ডগুলো জীবসেবার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। কারণ জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত রিনি উপাসনায় রত ছিল। দৈনন্দিন জীবনে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

উদ্দীপকে রিনি নিয়মিত সন্ধ্যায় ধুপ-দীপ জ্বালিয়ে সুরেলা কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান পরিবেশনের মাধ্যমে দেবতার আরাধনা করেন। যা উপাসনার সাথে মিল রয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে উপাসনার গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। উপাসনা আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং মনে সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে। উপাসনার মধ্য দিয়ে আমাদের মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে আমরা যেকোনো ভাবাবেগ দ্বারা সহজেই তাড়িত হই না। এছাড়া উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে এক অনাবিল চেতনার সৃষ্টি হয়।

উপাসনার মধ্য দিয়ে শুধু যে ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয় তা নয়। উপাসনার মধ্য দিয়ে মানুষ সত্য পথে পরিচালিত হয়। ব্যক্তির মধ্যে অহং, আমিত্ব ভাব ও হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়। অপরদিকে উপাসনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মোক্ষলাভ করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তির চিরমুক্তি ঘটে। তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

তাই সার্বিক আলোচনা অন্তে বলা যায় দৈনন্দিন জীবনে উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সকলের নিয়মিত উপাসনা করতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০২ জীবন বাবু সরকারি চাকরিতে যোগদানের পর মা-বাবার ইচ্ছাতে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। সংসার ধর্ম পালনের পাশাপাশি তিনি ধর্মীয় স্থাপনা, পাঠশালা, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কর্তব্য পালন করেন। অপরদিকে জয়দ্বীপ বাবু পরিবারের দায়িত্ব তার পুত্রদের নিকট অর্পণ করে নিরিবিলি পরিবেশে মন্দিরে বসবাস করেন। তিনি মন্দিরের দেবতাদের শ্রদ্ধা, সেবা ও গুণগান করে জীবন অতিবাহিত করেন।

ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১

খ. শ্বাস-প্রশ্বাসের বিজ্ঞান বলা হয় কাকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জীবন বাবুর পালনকৃত কর্মাদি মানব জীবনের কোন স্তরের তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জয়দ্বীপ বাবুর চরিত্রে মানবজীবনের যে পর্যায়টি ফুটে উঠেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শয়নের বাবা এই জগৎ সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। সমাজের লোকজন এসে তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে সবার সহযোগিতায় ধর্মীয় বিধি অনুসারে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে প্রজাপতি দক্ষের আশীর্বাদে, অগ্নিসাক্ষি রেখে পুষ্পমাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে অরূপ ও নিশিতার জীবনে এক ধর্মীয় বন্ধনের সূচনা হয়।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. কোন পর্বটি হিন্দু নারীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শয়নের বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার যে প্রক্রিয়া তার ধারনা পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অরূপ ও নিশিতার জীবনে যে ধর্মীয় বন্ধনের সূচনা হয়েছে তার গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন।

খ সিঁদুর দিয়ে বিবাহচিহ্ন পরানোর পর্বটি একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সম্প্রদান পর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এরপর থেকেই কন্যা, অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন, অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

গ শয়নের বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াটির নাম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। নিম্নে প্রক্রিয়াটির ধারণা পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেয়া হয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান। স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডদান করতে হয়। এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়। তারপর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাঠ দিয়ে সহজে দাহকার্য সম্পন্ন করে।

উদ্দীপকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শয়নের বাবা মৃত্যুবরণ করেন। সমাজের লোকজন এসে তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে সবার সহযোগিতায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। যা অন্ত্যোষ্টিক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

ঘ অরূপ ও নিশিতার জীবনে যে ধর্মীয় বন্ধনের সূচনা হয়েছে তার নাম বিবাহ। এ সংস্কারটির গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকে মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে প্রজাপতি দক্ষের আশীর্বাদে, অগ্নিসাক্ষি রেখে পুষ্পমাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে অরূপ ও নিশিতার জীবনে এক ধর্মীয় বন্ধনের সূচনা করে, যা বিবাহ সংস্কারকে নির্দেশ করে।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার। এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ–পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে।

প্রশ্ন ▶ ০৪

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. ধর্মানুষ্ঠান কাকে বলে? ১

খ. কীভাবে অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এ কোন উৎসবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এ লক্ষণীয় বিষয়টির আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ অভীক বাবু দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিরদাঁড়া, লিভার ও বদহজমজনিত সমস্যায় ভুগছেন। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসক তাকে একটি বিশেষ ব্যায়ামের পরামর্শ দেন। অন্যদিকে অতনু শরীরটাকে গাছের মতো করে এক পা ভাঁজ করে আরেক পায়ের হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক. প্রত্যাহার কাকে বলে? ১

খ. ধ্যান বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অভীক বাবুকে চিকিৎসক যে ব্যায়ামের পরামর্শ দেন তার পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অতনুর অনুসরণকৃত পদ্ধতি প্রভাব পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেয়া। বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিতরের দিকে ফিরিয়ে নেওয়াকে প্রত্যাহার বলে।

খ ধ্যান অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা। মন যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করে তাহলে দীর্ঘ চিন্তনের পর অন্তিমে ঈশ্বরোপম হতে পারে। ধ্যানে যোগীর দেহ শ্বাস-প্রশ্বাস ইন্দ্রিয় মন বিচারশক্তি অহংকার সবকিছু ঈশ্বরে লীন হয়ে যায় এবং তিনি এমন এক সচেতন অতিন্দ্রীয় অবস্থায় চলে যান যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন পরম আনন্দ ছাড়া তাঁর আর কোনো অনুভূতি হয় না। তিনি তাঁর আপন অন্তরের আলোও দেখতে পান।

গ অভীক বাবুকে চিকিৎসক যে ব্যায়ামের পরামর্শ দেন সেই পদ্ধতির নাম অর্ধকূর্মাসন।

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে। হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

অভীক বাবু দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিরদাঁড়া, লিভার ও বদহজম জনিত সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসক তাকে একটি ব্যায়ামের পরামর্শ দেন। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করা হয়। এ আসনের মাধ্যমে সে তার রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

ঘ উদ্দীপকের অতনুর অনুসরণকৃত পদ্ধতিটির নাম হলো বৃক্ষাসন। বৃক্ষাসন অনুশীলনের প্রভাব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো−

অতনু শরীরটাকে গাছের মতো করে এক পা ভাঁজ করে আরেক পায়ের হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যা বৃক্ষাসনকে নির্দেশ করে।

বৃক্ষাসন অনুশীলনকালে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে বৃক্ষাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন করার ফলে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে। পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে। ঊরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কোমর ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল ও নমনীয় হয়। পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনো দিন বাত হতে পারে না। যাদের হাত-পা কাঁপে, বিশেষ করে পা দুর্বল তাদের জন্য বৃক্ষাসন অনুশীলন খুবই সহায়ক। অনেকের রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনিতে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলনে তা রোধ করা যায়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই আমরা এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করব।

প্রশ্ন ▸ ০৬

রবিদের বাড়িতে পূজার সময় প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পুষ্প নিবেদন করছেন।

দৃশ্যকল্প-১

দৃশ্যকল্প-২

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. কোন পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটির ধারণা পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ দৃশ্যমান ছবিটির তাৎপর্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৭ অসিত বাবু ও প্রিয়ম বাবু দুই ভাই, অসিত বাবু নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন আদর্শ জীবন গঠন, নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হওয়ার জন্য ধর্মগ্রন্থ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রিয়ম বাবু ছিল দস্যু প্রকৃতির। তিনি প্রতিনিয়ত পথিকদের কাছ থেকে অর্থ ও মূল্যবান জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিতেন। একদিন ঐ পথে একজন সাধু যাওয়ার সময় যখন একই পন্থা অবলম্বন করলেন তখন সাধুটি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে এই পাপ কাজ করছ তোমার পরিবার এই পাপ কাজের দায়ভার গ্রহণ করবে?"

ক. রহস্যবিদ্যা কাকে বলে? ১

খ. 'বেদ অখিলধর্মমূলম্'—কথাটি অর্থ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অসিত বাবুর জীবনে ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে নৈতিকতা গঠন সম্ভব— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রিয়মবাবুর পাপ কাজের দায়ভার তার পরিবার নিবে কী? উত্তরের সপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৮

ছক-১	ছক-২
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এই জীবন মন সকলি দাও। তার মতো সুখ কোথাও কি আছে, আপনার কথা ভুলিয়া যাও।	যাঁরা দেশ বাঁচাতে যুদ্ধ করে, কেউ নেই তার সমতুল্য। অকাতরে তাঁদের প্রাণ-বিসর্জন, চিরস্মরণীয় আয় অমূল্য।

ক. মানবতা কাকে বলে? ১

খ. কাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছক-১ এ প্রদত্ত কবিতাংশের সাথে পাঠ্যপুস্তকের গল্পের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছক-২ এর চরণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীব ও মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ তাকে মানবতা বলে।

খ মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। কী সেই গুণ? এক কথায় বলা যায়, এ গুণটির নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না।

গ ছক-১ এ প্রদত্ত কবিতাংশের সাথে পাঠ্যপুস্তকের রজা রন্তিবর্মা চরিত্রের মানবতার গল্পের মিল রয়েছে।

রন্তিবর্মা নামে এক প্রজাবৎসল ও কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছু দেয়নি। তিনিও খেতে চাননি। ঊনপঞ্চাশতম দিবসে একভক্ত তাকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। এবার তার উপবাস ভঙ্গ হবে। হঠাৎ তার সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত সাথে একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতদিন কিছুই খায়নি। ক্ষুধার্ত লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো। রাজা কিছুক্ষণ পূর্বে যে খাবার ভিক্ষা পেয়েছেন এর সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন। এরই নাম মানবতাবোধ।

পরিশেষে বলা যায় যে, ছক-১ এ প্রদত্ত কামিনী রায়ের কবিতাংশের সাথে রাজা রন্তিবর্মার মানবতার চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ ছক-২ এর চরণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত গল্পের সৎসাহসের দিকটি ফুটে উঠেছে।

সৎসাহসের প্রভাবে সমাজ উপকৃত হয়। কারণ সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজের, দেশের, জাতির জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করেন।

সৎসাহস একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা কোনো ভালো কাজের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তাকেই সৎসাহস বলে। সৎসাহস দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হয়। কেননা সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের ও জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। তারা সব সময় অন্যের জন্য কাজ করেন। অন্যের মঙ্গল চিন্তা করেন। সৎসাহসী ব্যক্তি দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করেন এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করেন। ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। দ্বাদশবর্ষীয় বালক হয়েও বিভীষণ পুত্র তরণীসেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▸ ০৯ দরিদ্র যুবক সুবল কাগজ কুড়িয়ে তা বিক্রি করে যে টাকা পায় তা দিয়ে সংসার চালায়। একদিন সে একটি কাগজের বাক্স দেখে সেটি খুলে তার মধ্যে অনেকগুলো টাকা ও কিছু কাগজ দেখতে পেল। সে বাক্সটি নিকটবর্তী থানায় জমা দিলে কর্তব্যরত পুলিশ প্রকৃত মালিককে টাকাসহ বাক্সটি ফেরত দিল। অন্যদিকে, সাধন বাবু একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি অফিসে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন, একদল তরুণ রাস্তার পাশে বসে আড্ডায় রত। তাদের মুখ থেকে কিছুক্ষণ পরপর ধোঁয়া বের করছে।

ক. মোক্ষলাভ কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সুবলের চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন গল্পে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তরুণদের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে পারিবারিক ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুনর্জন্মের চক্র হতে মুক্তিলাভ করাকে মোক্ষলাভ বলে।

খ ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে তৃতীয় প্রমাণ সদাচার।

কোনো বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

গ উদ্দীপকের সুবলের চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

একদিন এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটার সময় তার কুঠারটি অসাবধানতাবশত নদীর জলে পড়ে যায়। কুঠারের শোকে সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। এমন সময় জলের ভেতর থেকে জলদেবতা উঠে আসল এবং বিস্তারিত শুনে জলে ডুব দিল। এরপর একবার সোনার কুঠার এবং আর একবার রুপার কুঠার নিয়ে উঠল। দুবারই কাঠুরিয়া প্রত্যাখ্যান করল। তখন জলদেবতা লোহার কুঠারটি নিয়ে এলে সেটিকে সে তার নিজের বলে দাবি করল। এতে খুশি হয়ে জলদেবতা কাঠুরিয়াকে তিনটি কুঠারই দিলেন। সোনা ও রুপার কুঠার দুটি বিক্রি করে কাঠুরিয়ার দুঃখ লাঘব হলো।

উদ্দীপকে দরিদ্র যুবক সুবল কাগজ কুড়িয়ে বিক্রি করে সংসার চালায়। একদিন সে একটি কাগজের বাক্স খুলে অনেক টাকা ও কিছু কাগজ দেখতে পেল। পরবর্তীতে সে বাক্সটি থানায় জমা দিলে পুলিশ মালিকের কাছে বাক্সটি পৌঁছে দেন। এখানে সুবলের সততার প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে তরুণদের কর্মকাণ্ড তথা মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

একমাত্র পরিবার ও ধর্মীয় বিধিবিধানই পারে ধূমপান গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে। কেননা পারিবারিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ধূমপায়ী ব্যক্তিকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পরিবারের। সন্তানদের কেবল শাসন নয় ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবারকে এমন শিক্ষা পোষণ করতে হবে যাতে পরিবারের সকল সদস্য ধূমপান ও মাদক গ্রহণের মতো অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা ধূমপান সেবন থেকে দূরে রাখতে পারে। কারণ বিশ্বাস করতে হবে আমাদের এই দেহে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। এ কারণে ধূমপান গ্রহণের মাধ্যমে দেহকে অপবিত্র করা যাবে না।

প্রশ্ন ▸ ১০ একটি ধর্মানুষ্ঠানে মন্দিরের মহারাজ বলেছিলেন—

জাগো লক্ষ্মী মায়ের দল
তোমরা না জাগিলে মাগো দেশের অমঙ্গল।

মাদার তেরেসা সারা বিশ্বের কাছে অতিপরিচিত একটি নাম। তিনি আজীবন সমাজসেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি কলকাতায় মিশনারিজ অব চ্যারিটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করে সেখানে গরীব, অসুস্থ, অনাথ ও মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের সেবা প্রদান করতেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. কাকে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মহারাজের উক্তিটি কোন মহাপুরুষের মতাদর্শের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মাদার তেরেসার জীবন থেকে কী শিক্ষা লাভ করা যায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় অবতার।

খ চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাকে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' বলা হয়। মানুষের চিকিৎসা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যে চরক সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। চরকই প্রথম মানবদেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো— বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়।

গ উদ্দীপকের মহারাজের মতাদর্শের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শের সাদৃশ্য রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নারীশিক্ষাকে তিনি জোরের সঙ্গে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষা লাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরা তা পারবে না কেন?" তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। এমনকি আধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তাঁর জন্য তিনি সারদা দেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন। বাল্যবিবাহকে তিনি ঘৃণা করতেন। শুধু তা-ই নয়; তিনি বলেছেন, "ইচ্ছা না থাকলে বিবাহ না করার স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।"

উদ্দীপকের মহারাজও নারী শিক্ষা, নারীর অধিকারে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নারীদের সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। এতে করে দেশের মঙ্গল হবে। তাই মহারাজের মতাদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ মাদার তেরেসার জীবন থেকে 'সেবাই জীবনের ব্রত' এই শিক্ষা লাভ করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তার গুরুত্ব নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো—

শ্রীমা ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক এবং মহীয়সী নারী। মায়ের এক অভাবনীয় পরিকল্পনা ছিল শ্রীঅরবিন্দের নামে অরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ পরিকল্পনা করেছিলেন। এর জন্য পণ্ডিচেরীর উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ছয় মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলে ১৫ বর্গমাইল ভূমি সংগ্রহ করা হয়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি এর

ভিত্তিস্থাপন করা হয়। ভিত্তিমূলে পৃথিবীর ১২৬টি দেশের মাটি এনে জড় করা হয়। ঐসব দেশের তরুণ-তরুণীরা এ মাটি নিয়ে আসেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি মায়ের শুভ জন্মদিনে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

মায়ের পরিকল্পনা ছিল, অরোভিল হবে একটি আধুনিক নগর। এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করবে। সবাই হবে এক পরিবারের সদস্য। এখানে আধুনিক নগরের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, আধ্যাত্মিক সাধনা সবকিছুর চর্চা হবে এখানে। অরোভিল হবে সমগ্র বিশ্বমানবের। আন্তর্জাতিক মানব-ঐক্যের জীবন ল্যাবরেটরি। এটি হবে একটি আত্মনির্ভরশীল জনপদ। এখানকার সকলেই হবে এর জীবনযাত্রা ও উন্নতির অংশীদার। তারাই নানাভাবে এর সকল কাজ করবে। কাউকে খাজনা দিতে হবে না। কাউকে খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না। সকলকে খাওয়াবার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করবে। সকল দেশেরই আচার-ব্যবহার ও খাদ্যরীতি সম্পূর্ণই বজায় রাখা হবে। অরোভিল হবে সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে একমাত্র সত্যের সেবা।

মায়ের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অরোভিল নগর সত্যিই গড়ে উঠেছে। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা মায়ের আদর্শকে শিরোধার্য করে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছেন।

প্রশ্ন ▸ ১১ শিমুল, পলাশ দুই ভাই অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল। একদিন মদ্যপ অবস্থায় তারা এক সন্ন্যাসীর পথ রোধ করে তার কাছ থেকে সব কেড়ে নিতে চায় এবং সন্ন্যাসীর মুখে নাম কীর্তন শুনে রেগে যায়। এক সময় সন্ন্যাসীর তেজোময় গুণের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে ঈশ্বর লাভের পথে ফিরে আসে। অন্যদিকে, সাধক রামকুমার বালক বয়সে গৃহত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনার পথ বেছে নেন। তিনি নানা উপায়ে সাধন কার্য সম্পাদন করার এক পর্যায়ে তার মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে মাকে মৃত্যুশয্যায় দেখতে ছুটে আসেন।

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
খ. ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক কে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সন্ন্যাসীর সাথে পাঠ্যপুস্তকের গল্পে যে মতাদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ধর্মীয় ও পারিবারিক জীবনে সাধক রামকুমারের জীবন দর্শন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবানের অপূর্ণাঙ্গের অবতারকে অংশাবতার বলে।

খ ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক বিশ্বামিত্র মুনির ছেলে সুশ্রুত।
আধুনিক গবেষকদের মতো সুব্রত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বসবাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে শল্যবিদ্যার ৩০০ প্রকার পদ্ধতি ও ১২০টি অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন।

গ উদ্দীপকের সন্ন্যাসীর সাথে পাঠ্যপুস্তকের গল্পে প্রভু নিত্যানন্দের হরিনাম প্রচারের মতাদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

নিতাই যখন নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার করে এবং কীর্তন করে বেড়াতেন তখন গৌর নিতাইয়ের প্রেমধর্ম প্রচারে কেউ কেউ বাধা দিতে লাগলেন। তখন নবদ্বীপে জগাই-মাধাই নামে দুই মদ্যপ এবং ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সহোদর ছিলেন। তারা নগর কোতোয়াল বলে কেউ তাদের কিছু বলার সাহস পেত না। নিতাই একদিন কৃষ্ণনাম করে ফিরছেন তখন মাধাই নিতাইয়ের দিকে কলসির কানা ছুঁড়ে মারলেন, এতে নিতাইয়ের কপাল কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। নিতাই এক হাতে কপাল ধরে কৃষ্ণনাম গাইতে লাগলেন। পরবর্তী সময় নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের কৃষ্ণনামে দীক্ষা দেন।

সুতরাং বলা যায়, সন্ন্যাসীর বৈশিষ্ট্য প্রভু নিত্যানন্দের মতাদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ ধর্মীয় ও পারিবারিক জীবনে সাধক রামকুমারের জীবন দর্শনের সাথে শ্রীশঙ্করাচার্যের জীবন দর্শনের মিল রয়েছে। শ্রীশঙ্কারাচার্যের জীবন দর্শন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

যে সকল ক্ষণজন্মা মনীষী তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য অন্যতম। পণ্ডিতরা কোষ্ঠী দেখে তার স্বল্প আয়ুর কথা বললে তিনি ব্রহ্ম সাধনায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ধর্মগুরু হিসেবে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তার ধর্মের মূলকথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।'

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও ম্লান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্কারচার্য তার অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। 'জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই' এ কথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। এটা শঙ্করাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহমুদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, শঙ্করাচার্য ও রামকুমারের জীবন দর্শন সমাজ ও দেশের জন্য মঙ্গালজনক ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 1 2

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **অষ্টাঙ্গযোগের প্রবর্তক কে?**
ⓚ মহর্ষি পতঞ্জলি ⓚ মহর্ষি ব্যাসদেব ⓖ প্রাজ্ঞ ভীষ্ম ⓖ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য

২. **প্রাণায়ামের মাধ্যমে—**
ⓚ স্নায়ুতন্ত্র অশান্ত হয়
ⓚ কামনা-বাসনা বৃদ্ধি পায়
ⓖ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমে যায়
ⓖ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়

৩. **ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরেই কোনটির স্থান?**
ⓚ মোক্ষলাভের ⓚ সদাচারের ⓖ স্মৃতিশাস্ত্রের ⓖ বিবেকের বাণী

৪. **বিভীষণের পুত্রের নাম কী ছিল?**
ⓚ বীরসেন ⓚ বীরবাহু ⓖ তরণীসেন ⓖ অরণীসেন

৫. **অযাচক বৃত্তির মাধ্যমে কোনটি হয়?**
i. কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না ii. ইচ্ছে করে দিলে তা নেয়া যাবে
iii. বিনা অনুমতিতে অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করা যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৬. **শোভন বাবু ধর্মের বিশেষ লক্ষণের তৃতীয় লক্ষণটির সাহায্যে একটি সমস্যার সমাধান করেন। শোভন বাবু কোন লক্ষণটি অনুসরণ করেছিলেন?**
ⓚ বেদ ⓚ স্মৃতি ⓖ বিবেকের বাণী ⓖ সদাচার

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সৌমেন একটি ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করে, যাকে আদিকাব্য বলা হয়। উক্তগ্রন্থে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য সন্তান বনে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে সুহাসের পঠিত ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে জানতে পারে কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনি এবং ধার্মিকের সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পর মঙ্গলের কথা।

৭. **সৌমেন কোন গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছিল?**
ⓚ উপনিষদ ⓚ ভগবত ⓖ রামায়ণ ⓖ মহাভারত

৮. **সুহাসের পঠিত ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে—**
i. মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় ii. নৈতিকতা গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়
iii. প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে প্রেরণা জোগায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৯. **ধূমপানের ফলে কোন রোগ হতে পারে?**
ⓚ জন্ডিস ⓚ আমাশয়
ⓖ ডায়রিয়া ⓖ ফুসফুসের ক্যান্সার

১০. **শিষ্টাচারের মাধ্যমে—**
ⓚ মানুষের মন জয় করা যায় ⓚ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়
ⓖ মানুষের বিবেক বুদ্ধি লোপ পায় ⓖ পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়

১১. **ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক বলা হয় কাকে?**
ⓚ চরককে ⓚ সুশ্রুতকে ⓖ বসুদেবকে ⓖ বিশ্বামিত্রকে

১২. **নাম সংকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে কী হয়?**
ⓚ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় ⓚ প্রেম ভক্তির পথ প্রশস্ত হয়
ⓖ আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় ⓖ সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি হয়

১৩. **বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার কোনটি?**
ⓚ বামন ⓚ নৃসিংহ ⓖ বলরাম ⓖ পরশুরাম

১৪. **শিবকে নটরাজ বলা হয় কেন?**
ⓚ দুঃখকে বিনাশের জন্য ⓚ সৃষ্টির স্থিতি ও প্রতিপালনের জন্য
ⓖ দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালনের জন্য
ⓖ নাট্যে ও নৃত্যে পারদর্শিতার জন্য

১৫. **বৃক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে কে বিরাজিত?**
ⓚ ঈশ্বর ⓚ পরমেশ্বর ⓖ আত্মা ⓖ পরমাত্মা

১৬. **জীবসেবার মাধ্যমে—**
i. স্রষ্টার সেবা হয় ii. প্রাণীদের সেবা হয়
iii. লতা-গুল্মের সেবা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৭. **ভগবান বিষ্ণু কোনরূপে বেদ উদ্ধার করেন?**
ⓚ বামন ⓚ নৃসিংহ ⓖ মৎস্য ⓖ পরশুরাম

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অমল বাবু চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সংসারের দায়িত্ব সন্তানের উপর দেন এবং গৃহ ত্যাগ করে মন্দিরে পূজা অর্চনায় ব্যস্ত থাকেন।
অন্যদিকে বিমল বাবু সংসারের সকল কর্ম ত্যাগ করে কেবল ভগবানের চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। মাত্র দুপুর বেলার আহার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন।

১৮. **অমল বাবু চতুরাশ্রমের কোন স্তরে অবস্থান করছেন?**
ⓚ ব্রহ্মচর্য ⓚ গার্হস্থ্য ⓖ বানপ্রস্থ ⓖ সন্ন্যাস

১৯. **বিমল বাবুর আচরণকৃত আশ্রমের তাৎপর্য—**
i. কর্মফলাসক্তি ত্যাগ ii. ভোগাসক্তি ত্যাগ
iii. অতীত জীবনের স্মৃতি মনে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২০. **হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল কোন নদীর তীরে?**
ⓚ গঙ্গা ⓚ সিন্ধু ⓖ যমুনা ⓖ ভাগীরথী

২১. **সনাতন ধর্মকে নবীন বলা হয়েছে কেন?**
ⓚ যুগ বদলেছে বলে ⓚ নতুন সৃষ্টি বলে
ⓖ যুগের সাথে মেলেনি বলে ⓖ যুগের সাথে খাপ খাইয়ে চলছে বলে

২২. **বৈষ্ণবীয় উৎসব কোনটি?**
ⓚ বর্ষবরণ ⓚ দোলযাত্রা ⓖ দীপাবলি ⓖ হাতেখড়ি

২৩. **রাখীবন্ধনের মাধ্যমে—**
ⓚ জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা হয়
ⓚ অসাম্প্রদায়িক চেতনার সৃষ্টি হয়
ⓖ ভাই-বোনের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়
ⓖ সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়

২৪. **শেফালি দেবী তার পুত্র শোভনকে শিক্ষাজীবনে প্রবেশের জন্য একটা অনুষ্ঠান করে। শেফালি দেবী কোন অনুষ্ঠান করেছিলেন?**
ⓚ নবান্ন ⓚ বর্ষবরণ ⓖ হাতে-খড়ি ⓖ দীপাবলি

২৫. **বিবাহের মূল পর্ব কোনটি?**
ⓚ মালাবদল ⓚ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ⓖ গাত্রহরিদ্রা ⓖ সম্প্রদান

২৬. **পণপ্রথা নির্মূলে প্রয়োজন—**
i. কর্মমুখী শিক্ষা ii. গণসচেতনতা iii. সুশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৭. **সুমন চক্রবর্তীর বাবা সোমবারে মৃত্যুবরণ করেন। সুমন চক্রবর্তী কোনদিন বাবার আদ্যশ্রাদ্ধ করবেন?**
ⓚ বুধবার ⓚ বৃহস্পতিবার
ⓖ সোমবার ⓖ মঙ্গলবার

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুপ্রিয়ার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘদিন পার হলেও কোনো সন্তান না হওয়ায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে।
অন্যদিকে সুজনদের গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় এক বিশেষ দেবীর পূজা করে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

২৮. **সুপ্রিয়া কোন দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করেন?**
ⓚ বিষ্ণু ⓚ শিব ⓖ গণেশ ⓖ কার্তিক

২৯. **সুজনদের গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজার মাধ্যমে—**
i. স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়
ii. জাগতিক উন্নতি হয়
iii. ভেষজ উদ্ভিদ রোপণে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. **দীপাবলি উৎসব কী নামে পরিচিত?**
ⓚ নীলপূজা ⓚ দেয়ালী ⓖ সর্বমঙ্গলা ⓖ ঠাকুরানি

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 2 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। তুষার বাবু প্রতিদিন সকালে দেহ ও মনে শুদ্ধ হয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে পরমেশ্বরের প্রার্থনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। মাঝে-মধ্যে কীর্তনের আসর বসান। অন্যদিকে তার বন্ধু পলাশ বাবু একজন পরোপকারী ব্যক্তি। তিনি অসহায় পশু-পাখির যত্ন করেন ও তাদের খাবার দেন। বাগানে গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করেন।

ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১

খ. কাকে আদিশক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তুষার বাবুর কর্মকাণ্ড ধর্মের কোন দিকটি নির্দেশ করে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো পলাশ বাবুর কর্মকাণ্ড ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের সহায়ক? বিশ্লেষণ করো। ৪

২। শ্যামল বাবু একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার সমস্ত দায়িত্ব সন্তানদের হাতে অর্পণ করে নিরিবিলি পরিবেশে দিনাতিপাত শুরু করেন। পক্ষান্তরে আশি বছর বয়সী কমল বাবু সংসার ধর্ম ত্যাগ করে স্বল্প সময়ের জন্য দেবগৃহে আশ্রয় নেন। পূর্বের সকল ঘটনা ভুলে ভগবানের সাধনায় মগ্ন হন।

ক. আসন কাকে বলে? ১

খ. যোগ সাধনার সর্বোচ্চ স্তর কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শ্যামল বাবুর কর্মকাণ্ড মানব জীবনের কোন স্তরে রয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমল বাবুর কর্মকাণ্ডে কি মোক্ষলাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩।

চিত্র-১

চিত্র-২

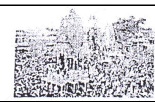

ক. তীর্থস্থান কাকে বলে? ১

খ. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুরা শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এর যে উৎসবটি লক্ষণীয় তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। প্রীতমের বাবা পরলোক গমনের পর প্রীতম স্বল্প সময় ফলাহার করে একটি ঔষধি গাছ রোপণ করে তাতে পানি ও দুধ দেয়। অন্যদিকে বিরাজ ও সুমি উভয়েই সুশিক্ষিত। অভিভাবকের মতামত নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অতিথিগণের আশীর্বাদ নিয়ে নবজীবনে প্রবেশ করে।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রীতমের কর্মকাণ্ডটি পালনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিরাজ ও সুমির নবজীবনে প্রবেশের গুরুত্ব বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। জয়পুরের গ্রামবাসীরা কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বিশেষ তিথিতে অপশক্তি নিধনকারী দেবীর পূজা করেন। অপরদিকে, পল্লব ও পারমিতা দম্পতি পুত্রসন্তানের আশায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. "একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জয়পুর গ্রামবাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পল্লব ও পারমিতার পালনকৃত পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬।

চিত্র-১

চিত্র-২

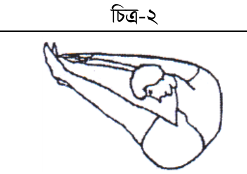

ক. ঈশ্বর প্রণিধান কাকে বলে? ১

খ. নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তাকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এ অনুশীলনকৃত ব্যায়ামটির সঠিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর সঠিক শরীরচর্চাটি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে কী প্রভাব পড়ে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গৌরাঙ্গ মন্দিরে দুইটি নাটক প্রদর্শন করা হয়। প্রথম নাটকের দৃশ্যে দেখানো হয় বড় ভাইয়ের অবর্তমানে তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ছোট ভাই রাজার আসনে না বসে সাধারণ মানুষের মতো জীবন-যাপন করেন। দ্বিতীয় নাটকের দৃশ্যে দেখানো হয় ভাই-ভাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ এর কারণে ভয়াবহ কলহে লিপ্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যই জয়ী হয়।

ক. বৈদিক ধর্ম কাকে বলে? ১

খ. 'সবং খলিদং ব্রহ্ম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম নাটকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধর্মগ্রন্থের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে দ্বিতীয় নাটকের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। প্রবল বৃষ্টিতে কয়েকটি নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় সোমপুর জেলার কয়েকটি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। এই দুর্যোগে অসীম বাবু তীর্থে যাওয়ার জন্য জমানো সমস্ত টাকা বন্যার্তদের মাঝে দান করেন। অন্যদিকে তনয় নামে এক যুবক ভয় না পেয়ে বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া দুই শিশুকে প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন।

ক. মানবতা কাকে বলে? ১

খ. অযাচক বৃত্তি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অসীম বাবুর মধ্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তনয়ের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** কৃষাণু দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বাবু কৃষাণুকে চাকরি দেন তার অফিসে। মালিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলে তার অফিসের সকল টাকা-পয়সার লেনদেন নিষ্ঠার সহিত পালন করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : অনিক কিছুদিন যাবৎ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকায় বন্ধুদের নিকট শিক্ষক জানতে পারেন, সে শ্বাসকষ্টজনিত বক্ষরোগে আক্রান্ত হয়ে বক্ষরোগ নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসারত আছে।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণ কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কৃষাণুর চরিত্রে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ অনিককে সুস্থজীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। সিধু বাবু অনেক দিন প্রবাসে থাকার পর দেশে আসেন। তিনি দেশে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য ও কন্যাসন্তানদের শিক্ষা ও কর্মজীবনে উপযোগী করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা করেন। অন্যদিকে সুশীল বাবু সারাক্ষণ হরিনামে মেতে থাকেন। সকলকে হরিনামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন হরিনামে জগতে সকল সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ।

ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১

খ. 'যত মত তত পথ' কথাটিতে কী বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সিধু বাবুর মধ্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহাপুরুষের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সুশীল বাবু যেন তোমার পাঠ্যপুস্তকের 'কৃষ্ণ প্রেমের এক মহাপ্রচারক'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। সঞ্জয় বাবু মাতৃমূর্তির সাধনা করেন। তার কাছে জাতি বা বর্ণভেদের প্রাধান্য ছিল না। তিনি সবসময় মাতৃ আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। অন্যদিকে তুলি দেবীর ধনাঢ্য পরিবারে বিয়ে হয়েছে। স্বামীর প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ভগবানের গুণগান করে জীবন অতিবাহিত করেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার জনক বলা হয় কাকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সঞ্জয় বাবুর মধ্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কার মতাদর্শের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তুলি দেবীর জীবনের শিক্ষাটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	ঘ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ তুষার বাবু প্রতিদিন সকালে দেহ ও মনে শুদ্ধ হয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে পরমেশ্বরের প্রার্থনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। মাঝে-মধ্যে কীর্তনের আসর বসান। অন্যদিকে তার বন্ধু পলাশ বাবু একজন পরোপকারী ব্যক্তি। তিনি অসহায় পশু-পাখির যত্ন করেন ও তাদের খাবার দেন। বাগানে গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করেন।

ক. পরমাত্মা কাকে বলে? ১

খ. কাকে আদিশক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তুষার বাবুর কর্মকাণ্ড ধর্মের কোন দিকটি নির্দেশ করে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো পলাশ বাবুর কর্মকাণ্ড ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের সহায়ক? বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলে।

খ ঈশ্বরকে আদি শক্তি বলা হয়।

আদিতে এ মহাবিশ্ব ছিল না। তখন সব ছিল অন্ধকার। তারপর এলো আলো, জল এবং জলের পরে পৃথিবী। পৃথিবীর পরে এলো গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, মানবকুল প্রভৃতি। এ সবকিছুর মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। তাই ঈশ্বরকে আদি শক্তি বলা হয়।

গ তুষার বাবুর কর্মকাণ্ড ধর্মের সাকার উপাসনার দিকটি নির্দেশ করে।

দেব-দেবীরা হলেন ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাদেরকে দেব-দেবী বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। সাকার বা প্রতীক উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীকে খুশি করার জন্য করা হয়। এ সময় দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে তার সামনে পূজা করা হয়।

উদ্দীপকে তুষার বাবুর উপাসনা পদ্ধতি বিভিন্ন দেব-দেবী বা প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়। দেব-দেবীগণ পরিপূর্ণ ঈশ্বর নন, তাঁরা হলেন ঈশ্বরের এক একটি গুণ বা শক্তি। এ ধরনের উপাসনাকে সগুণ উপাসনা বা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রকৃতিতে প্রকাশিত পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ঘ হ্যাঁ, পলাশ বাবুর কর্মকাণ্ড ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের সহায়ক।

উদ্দীপকে উল্লেখিত পলাশ বাবু একজন পরোপকারী ব্যক্তি তিনি অসহায় পশু-পাখির যত্ন করেন, খাবার দেন ও গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করেন। তাছাড়া জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী, ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

সাধারণ অর্থে 'সেবা' বলতে পরিচর্যা করা বোঝায়। যেমন– অতিথি সেবা, জীবসেবা, ঈশ্বর সেবা প্রভৃতি। অপরের সন্তোষ বিধানের জন্য দেহ ও মনের সমন্বয়ে কল্যাণকর যে কাজ করা হয় তাকে সেবা বলে। জীবসেবা বলতে জীবের পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। এ ছাড়াও বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে, বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে নানাভাবে সেবা করা যায়। আমরা জীবের সেবা করব কেন? আমরা জানি, ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ব্রত হিসেবে বিবেচিত। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। অর্থাৎ যেখানে জীব সেখানেই শিব। এখানে শিব বলতে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এ কথার তাৎপর্য এই যে, বহুরূপে অর্থাৎ বহুজীবরূপে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। তাই তাঁকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন, তিনি সেই সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন। সুতরাং বলা যায়, পলাশ বাবুর কর্মকাণ্ড ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ০২ শ্যামল বাবু একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার সমস্ত দায়িত্ব সন্তানদের হাতে অর্পণ করে নিরিবিলি পরিবেশে দিনাতিপাত শুরু করেন। পক্ষান্তরে আশি বছর বয়সী কমল বাবু সংসার ধর্ম ত্যাগ করে স্বল্প সময়ের জন্য দেবগৃহে আশ্রয় নেন। পূর্বের সকল ঘটনা ভুলে ভগবানের সাধনায় মগ্ন হন।

ক. আসন কাকে বলে? ১

খ. যোগ সাধনার সর্বোচ্চ স্তর কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শ্যামল বাবুর কর্মকাণ্ড মানব জীবনের কোন স্তরে রয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমল বাবুর কর্মকাণ্ডে কি মোক্ষলাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৩

চিত্র-১ চিত্র-২

ক. তীর্থস্থান কাকে বলে? ১

খ. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুরা শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এর যে উৎসবটি লক্ষণীয় তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৪ প্রীতমের বাবা পরলোক গমনের পর প্রীতম স্বল্প সময় ফলাহার করে একটি ঔষধি গাছ রোপণ করে তাতে পানি ও দুধ দেয়। অন্যদিকে বিরাজ ও সুমি উভয়েই সুশিক্ষিত। অভিভাবকের মতামত নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অতিথিগণের আশীর্বাদ নিয়ে নবজীবনে প্রবেশ করে।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রীতমের কর্মকাণ্ডটি পালনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিরাজ ও সুমির নবজীবনে প্রবেশের গুরুত্ব বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহের পাঠ শেষে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে সমাবর্তন বলে।

খ দেহ-শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানটি মূলত বিবাহের গায়ে হলুদ পর্বকে নির্দেশ করে।

বর-কনের স্ব স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশির্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

গ প্রীতমের কর্মকাণ্ডটি একটি হিন্দুধর্মীয় সংস্কার অনুষ্ঠান যাকে অশৌচ বলা হয়ে থাকে।

'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে অশৌচ হয়। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিন সংখ্যা বেশি। ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ পালনের বিধান আছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রীতমের বাবা পরলোক গমনের পর প্রীতম স্বল্প সময় ফলাহার করে একটি ঔষধি গাছ রোপণ করে তাতে পানি ও দুধ দেয়। যা অশৌচ ধারণাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রিতমের কর্মকাণ্ডে অশৌচ ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত বিরাজ ও সুমির নবজীবনে প্রবেশের অধ্যায়টির নাম বিবাহ। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিরাজ ও সুমির নবজীবনে প্রবেশের গুরুত্ব বিষয়বস্তুর আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো–

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার।

এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ–পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জয়পুরের গ্রামবাসীরা কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বিশেষ তিথিতে অপশক্তি নিধনকারী দেবীর পূজা করেন। অপরদিকে, পল্লব ও পারমিতা দম্পতি পুত্রসন্তানের আশায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. "একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি"–উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জয়পুর গ্রামবাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পল্লব ও পারমিতার পালনকৃত পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ চিত্র-১ চিত্র-২

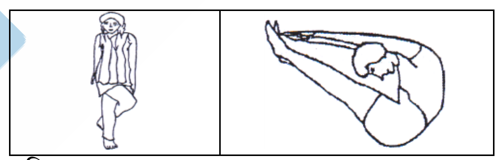

ক. ঈশ্বর প্রণিধান কাকে বলে? ১
খ. নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তাকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এ অনুশীলনকৃত ব্যায়ামটির সঠিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর সঠিক শরীরচর্চাটি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে কী প্রভাব পড়ে? বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রণিধান অর্থ অর্পণ। সমস্ত কর্ম ও ইচ্ছা ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

খ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তাকে ধ্যান বলা হয়।

ধ্যান অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা। মন যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করে তাহলে দীর্ঘ চিন্তনের পর অন্তিমে ঈশ্বরোপম হতে পারে। ধ্যানে যোগীর দেহ শ্বাস-প্রশ্বাস ইন্দ্রিয় মন বিচারশক্তি অহংকার সবকিছু ঈশ্বরে লীন হয়ে যায় এবং তিনি এমন এক সচেতন অতিন্দ্রীয় অবস্থায় চলে যান যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন পরম আনন্দ ছাড়া তাঁর আর কোনো অনুভূতি হয় না। তিনি তাঁর আপন অন্তরের আলোও দেখতে পান।

গ চিত্র-১ এ অনুশীলনকৃত ব্যায়ামটির নাম গরুড়াসন। নিম্নে এর সঠিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হল–

গরুড়াসন অনুশীলনকালে দেহভঙ্গি গরুড়-এর মতো হয় বলে একে গরুড়াসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো– দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা

দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

চিত্র-১ এর চিত্রটির সাথে গরুড়াসন অনুশীলনকালের দেহভঙ্গির মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, চিত্র-১ এ নির্দেশিত আসনটি হলো গরুড়াসন। এ আসন অনুশীলনের অনেক উপকারিতা রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে চিত্র-২ এর আসনটির নাম হলাসন।

হলাসন নিয়মিত অনুশীলনে শারীরিক সমস্যা দূরীভূত হয় এবং সুস্থ, সুন্দর, জীনযাপন করা যায়। নিয়মিত হলাসন অনুশীলনে মেরুদণ্ড নমনীয় ও সুস্থ থাকে, মেরুদণ্ডের স্থিতি স্থাপকতা বজায় থাকে, স্নায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দু'পাশে পেশি সতেজ ও সক্রিয় হয়। পিঠে ব্যথা থাকলে তা দূর হয়, কাঁধ শক্ত হয়ে গেলে হলাসন চর্চা করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ডায়াবেটিকস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বৃক্কের ও পেটের বিভিন্ন সমস্যার থেকে মুক্তি হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, হলাসন চর্চার মাধ্যমে দেহের সুস্থতা অর্জন করা যায় এবং এতে উপকারিতা পাওয়া রয়েছে। এর ফলে শরীর সুস্থ থাকবে পাশাপাশি মন সতেজ থাকবে এবং সকল কাজ কর্মে বাড়তি উৎসাহ পাওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, সঠিক নিয়মে হলাসন চর্চা করে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন ও আত্মিক প্রশান্তি অনুভব সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গৌরাঙ্গ মন্দিরে দুইটি নাটক প্রদর্শন করা হয়। প্রথম নাটকের দৃশ্যে দেখানো হয় বড় ভাইয়ের অবর্তমানে তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ছোট ভাই রাজার আসনে না বসে সাধারণ মানুষের মতো জীবন-যাপন করেন। দ্বিতীয় নাটকের দৃশ্যে দেখানো হয় ভাই-ভাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ এর কারণে ভয়াবহ কলহে লিপ্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যই জয়ী হয়।

ক. বৈদিক ধর্ম কাকে বলে? ১

খ. 'সবং খলিদং ব্রহ্ম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম নাটকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধর্মগ্রন্থের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে দ্বিতীয় নাটকের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৮ প্রবল বৃষ্টিতে কয়েকটি নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় সোমপুর জেলার কয়েকটি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। এই দুর্যোগে অসীম বাবু তীর্থে যাওয়ার জন্য জমানো সমস্ত টাকা বন্যার্তদের মাঝে দান করেন। অন্যদিকে তনয় নামে এক যুবক ভয় না পেয়ে বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া দুই শিশুকে প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন।

ক. মানবতা কাকে বলে? ১

খ. অযাচক বৃত্তি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অসীম বাবুর মধ্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজ ও পারিবারিক জীবনে তনয়ের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীব ও মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ তাকে মানবতা বলে।

খ অযাচক বৃত্তি হলো উপাসনার একটি রীতি।

অযাচক বৃত্তি পালনের সময় অন্যের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, বরং কেউ ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দান করবে তা দিয়েই দিনযাপন করতে হবে। রন্তিবর্মা নামে প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত এক রাজা এই অযাচক বৃত্তি পালন করেছিলেন। সে সময় তাকে কেউ কোনো খাবার দান করেনি। তিনিও অন্যের কাছে কিছু চাননি। বস্তুত এভাবেই অযাচক বৃত্তি পালন করতে হয়।

গ অসীম বাবুর মধ্যে আমার পাঠ্যবইয়ের রন্তিবর্মার চরিত্রের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

রন্তিবর্মা নামে এক প্রজাবৎসল ও কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছু দেয়নি। তিনিও খেতে চাননি। উনপঞ্চাশতম দিবসে একভক্ত তাকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। এবার তার উপবাস ভঙ্গ হবে। হঠাৎ তার সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত সাথে একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতদিন কিছুই খায়নি। ক্ষুধার্ত লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো। রাজা কিছুক্ষণ পূর্বে যে খাবার ভিক্ষা পেয়েছেন এর সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন। এরই নাম মানবতাবোধ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রবল বৃষ্টিতে কয়েকটি নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় সোমপুর জেলার কয়েকটি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। এই দুর্যোগে অসীম বাবু তীর্থে যাওয়ার জন্য জমানো সমস্ত টাকা বন্যার্তদের মাঝে দান করেন। এসব কর্মকাণ্ড রন্তিবর্মার চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অসীম বাবুর মধ্যে রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ তনয়ের কর্মকাণ্ডে প্রকাশিত 'সৎসাহস' গুণটির শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে তনয় নামে এক যুবক ভয় না পেয়ে বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া দুই শিশুকে প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন। এটি তাঁর গর্বের বিষয়। তনয়ের এরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৎসাহসের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়।

'সাহস' কথাটির অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। অন্য কথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গালের জন্য বা অন্যের মঙ্গালের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই 'সৎ সাহস' বলে। যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের বা জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিকগুণ। সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গা। সুতরাং বলা যায়, তনয়ের কর্মকাণ্ড সৎসাহসের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** কৃষাণু দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বাবু কৃষাণুকে চাকরি দেন তার অফিসে। মালিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলে তার অফিসের সকল টাকা-পয়সার লেনদেন নিষ্ঠার সহিত পালন করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : অনিক কিছুদিন যাবৎ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকায় বন্ধুদের নিকট শিক্ষক জানতে পারেন, সে শ্বাসকষ্টজনিত বক্ষরোগে আক্রান্ত হয়ে বক্ষরোগ নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসারত আছে।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণ কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কৃষাণুর চরিত্রে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ অনিককে সুস্থজীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

খ ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে তৃতীয় প্রমাণ সদাচার।

কোনো বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ কৃষাণুর চরিত্রে আমার পাঠ্যবইয়ের সততার দিকটি ফুটে উঠেছে।

সততা একটি ব্যক্তির গৌরবের মুকুট স্বরূপ। সৎ ব্যক্তিকে সকলে ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। অসৎ ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা যে দেশে হয়, সে দেশ সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। সততাই উৎকৃষ্ট পন্থা। একথা আমরা মনে রাখব এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেব।

দৃশ্যকল্প-১ : কৃষাণু দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বাবু কৃষাণুকে চাকরি দেন তার অফিসে। মালিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলে তার অফিসের সকল টাকা-পয়সার লেনদেন নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। যা পাঠ্যবইয়ের সততা গুণটির সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, কৃষাণুর চরিত্রে সততা গুণটি ফুটে উঠেছে।

ঘ পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে অনিককে মাদকাসক্তি প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপ সমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসক্তই পাপী নন, যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসক্তের পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।

মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে। সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহত্তর সাধনায় লিপ্ত থাকব।

পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ সিধু বাবু অনেক দিন প্রবাসে থাকার পর দেশে আসেন। তিনি দেশে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য ও কন্যাসন্তানদের শিক্ষা ও কর্মজীবনে উপযোগী করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা করেন। অন্যদিকে সুশীল বাবু সারাক্ষণ হরিনামে মেতে থাকেন। সকলকে হরিনামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন হরিনামে জগতে সকল সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ।

ক. পূর্ণাবতার কাকে বলে? ১

খ. 'যত মত তত পথ' কথাটিতে কী বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সিধু বাবুর মধ্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহাপুরুষের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সুশীল বাবু যেন তোমার পাঠ্যপুস্তকের 'কৃষ্ণ প্রেমের এক মহাপ্রচারক'— বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় পূর্ণাবতার।

খ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতের সাধনপথ রয়েছে। যেমন— শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি। এসব সাধনপথের প্রত্যেকটির মাধ্যমেই সিদ্ধি বা ঈশ্বর লাভ করা যায়। অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বর লাভ করা যায়। তাই বলা হয়েছে, যত মত তত পথ।

গ উদ্দীপকে সিধু বাবুর সাথে স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের মিল রয়েছে।

পৃথিবীতে যে সকল মনীষী তাদের অমিয় বাণী ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছেন তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় এবং ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা তার মনকে আন্দোলিত করে। এরই মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা পান এবং তার মাধ্যমে বিবেকানন্দ নিজের সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান। এরপর বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন। এরপর তিনি দেশ বিদেশের বহু স্থানে গমন করে তার ধর্মজ্ঞান প্রচার করেন এবং তার অসাধারণ বাগ্মীতার জন্য সবাই তাকে সাদরে গ্রহণ করে। বিবেকানন্দ মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সবসময়। বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতার বিশ্বাসী ছিলেন। নারীশিক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন— সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষা লাভ করতে পারে তাহলে এ যুগের নারীরা পারবে না কেন? তার মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। 'নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোনো পাখি একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না।' এমনকি অধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তার জন্য তিনি সারদাদেবীর পরিচালনায় নারীদের একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন।

উদ্দীপকের সিধু বাবু অনেক দিন প্রবাসে থাকার পর দেশে আসেন। তিনি দেশে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য ও কন্যাসন্তানদের শিক্ষা ও কর্মজীবনে উপযোগী করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা করেন। যা স্বামী বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে সুশীল বাবুর জীবনের ঘটনাগুলো আমার পাঠ্যবইয়ের প্রভু নিত্যানন্দের জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ প্রভু নিত্যানন্দের কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম বিনয়ের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম ছিল কুবের। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনায় তাঁর একদম মন ছিল না। ধর্মকথা শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। খেলার পরিবর্তে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতেন। সর্বদা কৃষ্ণের কথা ভাবতেন। কীভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে সর্বক্ষণ এটাই ছিল তার ভাবনা। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পিতামাতার অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। অনেক অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থান ঘুড়ে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে একদিন উপস্থিত হলেন কাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনে। তিনি ব্যাকুল হয়ে পাগলের মতো শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন কৃষ্ণ তাকে স্বপ্নে সাক্ষাৎ দেন এবং তাকে নির্দেশ দেন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে প্রেমভক্তি প্রচারে যোগ দিতে। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনে নেচে গেয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে হরিনাম বিলাতে লাগলেন। ফলে ফলে দলে দলে লোক তাদের অনুসারী হলো। জগাই-মাধাইয়ের মতো অসংখ্য পাপীকে তিনি কৃষ্ণনামের দ্বারা উদ্ধার করেন। গৌরাঙ্গের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ গৌড়রাজ্যে, বিশেষ নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম ও প্রেমধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণনামের সাথে একীভূত করে দেন শ্রীগৌরাঙ্গের নাম। গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত প্রেমধর্মের এক মহাপ্রচারকরূপে গৌড়দেশে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। সকলে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়। সার্থক হয় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দও চির অমর হয়ে থাকেন গৌড়বাসীর অন্তরে।

আলোচ্য উদ্দীপকে প্রভু নিত্যানন্দের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলি সুশীল বাবুর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ সঞ্জয় বাবু মাতৃমূর্তির সাধনা করেন। তার কাছে জাতি বা বর্ণভেদের প্রাধান্য ছিল না। তিনি সবসময় মাতৃ আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। অন্যদিকে তুলি দেবীর ধনাঢ্য পরিবারে বিয়ে হয়েছে। স্বামীর প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ভগবানের গুণগান করে জীবন অতিবাহিত করেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার জনক বলা হয় কাকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সঞ্জয় বাবুর মধ্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কার মতাদর্শের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তুলি দেবীর জীবনের শিক্ষাটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান বিষ্ণু যখন বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় অবতার।

খ চরককে 'ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক' বলা হয়।

চরক ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন মহান চিকিৎসক। তাকে 'ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক' বলা হয়। মানুষের চিকিৎসা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যে চরক সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। চরকই প্রথম মানবদেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন– রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত সঞ্জয় বাবুর সাথে পাঠ্যবইয়ের কালীসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মিল রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের জাতি, কুল, মান, শিক্ষা প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেখতেন না। তিনি দেখতেন মানুষের অন্তর। তাই তার কাছে উঁচু-নীচু সব শ্রেণির মানুষ আসত। তাইতো দক্ষিণেশ্বর মন্দির সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তার বাণী শুধু মুখের কথা নয় সেগুলো তার জীবনচর্চায় রূপায়িত সত্য। তিনি অহংকারশূন্য হয়ে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করেছেন। দরিদ্রদের দেখলে তার মন কাঁদত। একবার তিনি তীর্থ দর্শনে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে রানি রাসমণির জামাতা মথুরবাবু। তারা তখন দেওঘরে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মনে খুব ব্যথা পেলেন। তিনি মথুরবাবুকে বললেন, দরিদ্র নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করতে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে উদার মনোভাব, এর দ্বারা ভারতের লোকজন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তার কাছে এসেছেন। তার অমৃত বাণী শ্রবণ করেছেন। অন্তরে পরম শান্তি পেয়েছেন।

উদ্দীপকে সঞ্জয় বাবু মাতৃমূর্তির সাধনা করেন। তার কাছে জাতি বা বর্ণভেদের প্রাধান্য ছিল না। তিনি সবসময় মাতৃ আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। এসব কর্মকাণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, সঞ্জয় বাবুর সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে তুলি দেবীর সাথে সাধিকা মীরাবাঈ এর মিল রয়েছে। মীরাবাঈয়ের জীবনের শিক্ষাটি পাঠ্যপুস্তকে আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

উদ্দীপকে তুলি দেবীর ধনাঢ্য পরিবারে বিয়ে হয়েছে। স্বামীর প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ভগবানের গুণগান করে জীবন অতিবাহিত করেন। যা মীরাবাঈ এর সাথে মিল রয়েছে। বালিকা বয়সের মীরা ভক্তিরসাত্মক ভজন রচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। একবার এক সাধু মীরাকে একটি গিরিধারী গোপালের বিগ্রহ দেন। তিনি প্রতিদিন বিগ্রহে পূজা দিতেন। তাই ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণের প্রতি মীরার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। মীরার শ্বশুর বাড়িতে কোনো কিছুর অভাব নেই। রাণা সংগ্রামসিংহের মতো শ্বশুর। ভোজরাজের মতো সুযোগ্য স্বামী। অতুল ঐশ্বর্য। অসংখ্য দাস-দাসী। কিন্তু এসবের প্রতি মীরার কোনো আসক্তি নেই। জীবনে তাঁর একমাত্র কাম্য বস্তু হলো কৃষ্ণপ্রেম আর গিরিধারীলালের সাক্ষাৎ লাভ। তিনি শুধু সাধন-ভজন নিয়েই থাকেন। ক্রমশ মীরার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। মীরাবাঈয়ের স্বামী ভোজরাজ মারা যাওয়ার পর তিনি বৃন্দাবনে চলে আসেন। বৃন্দাবনে এসে মীরা তীব্রভাবে প্রেমভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন। দিকে দিকে তাঁর নাম প্রচারিত হয়।

মীরাবাঈয়ের জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যাঁরা প্রকৃত সাধক তাঁরা জাগতিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যান। দৈহিক রূপ-লাবণ্য, পার্থিব বিষয়-আশয়, সুখ-সাচ্ছন্দ্য তাঁদের চিত্তকে আকর্ষণ করে না। সবকিছু ছেড়ে তাঁরা কাম্য বস্তুকে লাভ করার জন্য একাগ্রচিত্তে সাধনা করেন। সে সাধনায় তাঁরা সফলও হন।

উপরে বর্ণীত তুলি দেবীর জীবনের শিক্ষা ও মীরাবাঈ-এর জীবনী পড়লে আমরা ভক্তিবাদের যে শিক্ষা পাই তা মূলত একই সূত্রে গাঁথা।

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 1 | 2 |

সময় : ৩০ মিনিট — [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] — পূর্ণমান : ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. দিশান্ত বাবুর স্ত্রীর কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। শাস্ত্রানুযায়ী কততম দিবসে নামকরণ করণীয়?
ⓚ দশম ⓚ ত্রয়োদশ
ⓖ চতুর্দশ ⓘ পঞ্চদশ

২. চিকিৎসা শাস্ত্রে সুশ্রুত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
ⓚ হাড়ের চিকিৎসার উদ্ভাবক বলে
ⓚ চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলে
ⓖ রোগ প্রতিকারে অস্ত্রোপচার করেন বলে
ⓘ শল্যবিদ্যার জনক বলে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বেদান্তিকার ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। তাঁর সময় কাটে কৃষ্ণভজনে। সংসারের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। অবশেষে তিনি নিজকুঠির ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যান।

৩. বেদান্তিকার চরিত্রে তোমার পঠিত বিষয়ের কোন মহীয়সীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
ⓚ ভগিনী নিবেদিতা ⓚ মীরাবাঈ
ⓖ শ্রীমা ⓘ মা আনন্দময়ী

৪. উক্ত মহীয়সীর মাধ্যমে সমাজে সৃষ্টি হতে পারে—
i. ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ ii. সকলের প্রতি সমদৃষ্টি
iii. অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ব্যায়াম করার সময় নিপু হাঁটু ভাঁজ করে মাথা নিচু করে হাত সামনে রাখে এবং দিপু পা পেছন থেকে উল্টিয়ে মাথার পেছনে মাটি স্পর্শ করে। ব্যায়াম করে উভয়ে সুস্থ থাকে।

৫. দিপুর আসনটি কোন ধরনের?
ⓚ বৃক্ষাসন ⓚ গরুড়াসন ⓖ হলাসন ⓘ অর্ধকূর্মাসন

৬. নিপু ও দিপুর উভয়ের আসন অনুশীলনের ফলে—
i. পেটের রোগ সেরে যায়
ii. মেরুদণ্ড কাজ করার উপযোগী হয়
iii. আবেগ দমন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭. ঈশ্বর কোন রূপে সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন?
ⓚ ব্রহ্মা ⓚ বিষ্ণু ⓖ শিব ⓘ ইন্দ্র

৮. বৈদিক সাহিত্য বলতে বোঝায়—
i. আরণ্যক ও উপনিষদ ii. মন্ত্র ও সংহিতা
iii. ব্রাহ্মণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯. মানুষের জীবিত থাকার সময় ধরা হয়—
ⓚ একশত বৎসর ⓚ একশত দুই বৎসর
ⓖ একশত তিন বৎসর ⓘ একশত চার বৎসর

১০. প্রীতিলতা সেন বন্যায় বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় ও গৃহহীনে গৃহ দিয়ে সাহায্য করেন। প্রীতিলতা সেনের মধ্যে ফুটে উঠেছে—
ⓚ সামাজিকতা ⓚ সাহসিকতা ⓖ মানবতা ⓘ মহানুভবতা

১১. মনুসংহিতায় কয় প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে?
ⓚ পাঁচ ⓚ ছয় ⓖ সাত ⓘ আট

১২. ব্যবসা বাণিজ্যে সিদ্ধি লাভের জন্যে কী পূজা করা হয়?
ⓚ গণেশ ⓚ কার্তিক ⓖ কালী ⓘ দুর্গা

১৩. বিনয় মাথা ঠেকিয়ে বাবাকে সম্মান জানায়। বিনয়ের আচরণ কীসের সাথে সম্পৃক্ত?
ⓚ অভিবাদন ⓚ নমস্কার ⓖ শিষ্টাচার ⓘ সততা

☐ **নিচের ছকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

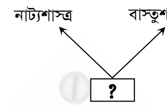

১৪. দৃশ্যমান ছকে '?' চিহ্নিত স্থানটি কাকে নির্দেশ করে?
ⓚ মহেশ্বর ⓚ বিষ্ণু ⓖ ব্রহ্মা ⓘ কার্তিক

১৫. উক্ত দেবতার কাজ হলো—
i. অর্থ-সম্পদ দান করা ii. কল্যাণমূলক কাজ করা
iii. বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৬. মানুষের জীবনে চারটি আশ্রমের প্রতিটির সময়কাল ধরা হয়—
ⓚ ২৫ বছর ⓚ ৩০ বছর ⓖ ৩৫ বছর ⓘ ৪০ বছর

১৭. কোন পূজায় অনুষ্ঠানের শেষে হাতেখড়ি দেয়া হয়?
ⓚ দুর্গাপূজা ⓚ কালী পূজা ⓖ সরস্বতী পূজা ⓘ লক্ষ্মী পূজা

১৮. কার্তিকের জন্ম হয়েছিল কেন?
ⓚ মহিষাসুরকে বধ করার জন্যে ⓚ শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার জন্যে
ⓖ উগ্রসেনকে বধ করার জন্যে ⓘ তারকাসুরকে বধ করার জন্যে

১৯. নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালবাসায় কী প্রকাশ পায়?
ⓚ যম ⓚ অহিংসা ⓖ অস্তেয় ⓘ সন্তোষ

২০. বিধান বাবুর স্ত্রীর শ্রাবণ মাসে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। শাস্ত্রানুযায়ী কোন মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন হবে?
ⓚ পৌষ ⓚ মাঘ ⓖ ফাল্গুন ⓘ চৈত্র

২১. 'পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে'—এটি কার বাণী?
ⓚ শঙ্করাচার্য ⓚ বিবেকানন্দ ⓖ রামকৃষ্ণ ⓘ বিজয়কৃষ্ণ

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সন্দীপ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্যে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন উপনিষদ বই সংগ্রহ করে। যা অধ্যয়নের মাধ্যমে সে ধর্ম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করে।

২২. উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে সন্দীপ কী জানতে পারে?
ⓚ মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ⓚ পরমব্রহ্ম প্রাপ্তি সাধন
ⓖ পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ⓘ সাংসারিক জীবন ত্যাগ

২৩. কর্ম, জ্ঞান, ত্যাগ ও ভক্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে অধ্যয়ন করতে হবে—
i. বেদ ii. উপনিষদ iii. শ্রীমদভগবদগীতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪. অর্গান বাজিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতেন—
ⓚ শ্রীমা ⓚ মীরাবাঈ ⓖ মা সারদা ⓘ মা আনন্দময়ী

২৫. দৈবযজ্ঞ বলতে কী বোঝায়?
ⓚ অতিথি সেবা ⓚ ভগবানের সেবা ⓖ প্রকৃতির সেবা ⓘ জীবজন্তুর সেবা

২৬. ধর্মপথে চলার ক্ষেত্রে অন্যতম পাথেয় কী?
ⓚ কর্তব্যবোধ ⓚ সততা ⓖ শিষ্টাচার ⓘ সহিষ্ণুতা

২৭. ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে কীসের পরিধি বৃদ্ধি পায়?
ⓚ মনের ⓚ বিবেকের ⓖ মানবতার ⓘ জ্ঞানের

২৮. স্মৃতিশাস্ত্র বলতে বোঝায়—
i. জাগতিক ও পারমার্থিক চিন্তার ক্রমবিকাশ
ii. কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন iii. জ্ঞান, ভক্তি ও রাজযোগের সমন্বয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৯. 'আনন্দলহরী' গ্রন্থ রচনা করেন—
ⓚ বিজয়কৃষ্ণ ⓚ শ্রীমা ⓖ শঙ্করাচার্য ⓘ মীরাবাঈ

৩০. যোগসাধনা বলতে বোঝায়—
ⓚ জীবাত্মার সঙ্গে পরামাত্মার মিলন ⓚ জীবাত্মার সঙ্গে ভূতাত্মার সংযোগ
ⓖ একের সাথে অপরের মিলন ⓘ ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগের প্রচেষ্টা

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল) **বিষয় কোড : 1 1 2**

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :**ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। সুশান্ত সেন ন্যাশনাল ব্যাংকের একজন অফিসার পদে কর্মরত। তার দুই ছেলে কলেজে পড়ে। তার স্ত্রী গৃহিনী। পরিবারে তিনি তার বৃদ্ধ বাবা-মায়েরও দেখাশোনা করেন। অন্যদিকে তার বড় ভাই অনিমেশ মোক্ষলাভের আশায় প্রচুর ধর্মীয় বই অধ্যয়ন করেন। ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রশ্ন করেন। তিনি প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে নিজের অর্জিত জ্ঞানের সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করেন।

ক. ভক্তিযোগ কাকে বলে? ১
খ. শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনার স্বাভাবিক গতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে সুশান্ত সেন চতুরাশ্রমের যে আশ্রমে অবস্থান করেন তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অনিমেশ বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে কী ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১
খ. শরীরের কার্যকারিতার জন্য কয়টি দোষের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত সাধকের সাধনজীবন তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. হিন্দুধর্ম প্রচারে চিত্র-২ এ উল্লিখিত সাধকের অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। শিমুল তার বাবার মৃতদেহ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে সৎকার সম্পন্ন করল। অশৌচের যাবতীয় নিয়ম কানুন অনুসরণ করলেও অর্থাভাবে সাড়ম্বরে আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারেননি। তার পরেও সে সাধ্যমতো শ্রদ্ধার সাথে সবকিছু করেছে।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. শিশু জন্মের পর প্রথম অন্ন ভোজনের জন্য পালিত সংস্কারটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিমুল কীভাবে অশৌচ পালন করেছিল? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো, শিমুলের বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। অভয় বাবু মন্দিরে গ্রামবাসীকে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। এ গ্রন্থে বহু উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থের যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে, 'যথা ধর্ম, তথা জয়'। অপরদিকে, বিনয় বাবু গ্রামে একটি যাত্রা পালা দেখছিলেন। সেখানে পিতার সত্য রক্ষার জন্য পুত্র রাজ সুখ ত্যাগ করে বনে গমন করে এবং কষ্টে জীবনযাপন করে।

ক. ধর্ম কাকে বলে? ১
খ. কোন গ্রন্থের অপর নাম রহস্য? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে অভয় বাবুর পঠিত ধর্মগ্রন্থটির পাঠ্যবইয়ের যে ধর্মগ্রন্থের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিনয় বাবুর দেখা যাত্রা পালাটি কোন ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। কানাই বাবু একজন দরিদ্র কৃষক। তার দুই ছেলে মেয়ে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবার সাথে সংসার দেখাশুনা করে। হঠাৎ করে ছেলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তারের চিকিৎসা নেওয়ার পরও সুস্থ না হওয়ায় বাবা হতাশ হয়ে পড়েন। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। অপরদিকে, অনিল বাবু নিঃসন্তান। তাই তিনি সন্তান লাভের আশায় এক দেবতার পূজা করেন।

ক. পুরোহিত কাকে বলে? ১
খ. মেয়েকে মাতৃজ্ঞানের ভাবনার মধ্য দিয়ে পূজা করা হয় তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কানাই বাবুর পূজিত দেবীর পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অনিল বাবু যে দেবতার পূজা করেন উক্ত পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১
খ. শিশুর শিক্ষা জীবনের শুরুতে কোন ধর্মাচারটি পালন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত ধর্মাচারটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চিত্র-২ এ বর্ণিত ধর্মানুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭।

চিত্র-১

দৃশ্যকল্প-২ : শরৎ বাবু তার চাকরিজীবী ছেলের বিয়ের জন্য মেয়ের বাবার কাছ থেকে নগদ অর্থসহ অনেক অলংকার আশা করেন। মেয়ের বাবা তা পছন্দ করেন না। ফলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১
খ. শিশুর জন্মের পর পিতা শিশুর জিহ্বা ছুঁয়ে কোন সংস্কারটি পালন করেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত সংস্কারটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সংস্কারটির কুফল বিশ্লেষণ করো। ৪

৮।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. যোগাসন কাকে বলে? ১
খ. প্রতিটি আসনের পর শবাসন করতে হয় কেন? ২
গ. ১নং চিত্রের আসনটি তুমি কীভাবে অনুশীলন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ২নং চিত্রের আসনটি অনুশীলনের ফলে শরীর ও মনে যে প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করো। ৪

৯। দৃশ্যকল্প-১ : পরিতোষ বাবু একজন ভালো মানুষ। তিনি গ্রামের অসহায় মানুষদের সাধ্যমতো সাহায্য করেন। যত বাধা বিপত্তি আসুক তিনি সত্য থেকে দূরে যান না। তিনি সুখে দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলকে সমান চোখে দেখেন।

দৃশ্যকল্প-২ : রাতুল ধর্মীয় আচরণ মেনে চলে। কিন্তু তার বন্ধু বিমল বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি রাতুলের খুব কষ্টদায়ক। সে বিমলকে বিভিন্নভাবে এর ক্ষতির দিকগুলো বোঝায়। তাকে সঙ্গ দেয় মন্দিরে নিয়ে যায়। এখন বিমল আর কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে না।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১
খ. আটটি অঙ্গাযোগে প্রণাম করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ পরিতোষ বাবুর আচরণে যে নৈতিক গুণ ফুটে উঠেছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত গুণটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বর্তমান সমাজে রাতুলের মতো বন্ধুর খুবই প্রয়োজন।— পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। পপি দেবী একজন দরিদ্র ও ধার্মিক রমণী। তিনি একদিন একাদশী ব্রত শেষে পরের দিন পালন করবেন এমন সময় দুইজন ভিক্ষুক এসে খেতে চাইল। তখন পপি দেবী নিজের ক্ষুধার কথা চিন্তা না করে নিজের খাবার ভিক্ষুকদের দিলেন। পলক বাবু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে দেশ শত্রুমুক্ত করেন। যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হলেও শত্রুর গোলার আঘাতে একটি পা হারান।

ক. অযাচক বৃত্তি কাকে বলে? ১
খ. সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পপি দেবীর মধ্যে কোন নৈতিক গুণটির প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পলক বাবু তোমার পাঠ্যবইয়ের একটি চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। মূল্যায়ন করো। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** সীমা দেবী ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মা-বাবার খুব আদরের। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। তার সুমধুর কণ্ঠের ভজন গান সকলকে মুগ্ধ করে।

দৃশ্যকল্প-২ : দুর্গাপুর গ্রামে শান্ত নামে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। ছাত্র হিসেবে তার ছিল অসাধারণ মেধা। ধর্মের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। মাত্র ১২ বছর বয়সে সে সংসার ত্যাগ করে এক সাধুর সাথে সন্ন্যাস যাত্রা করে।

ক. পূর্ণ অবতার কাকে বলে? ১
খ. ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক কে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সীমা দেবীর কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত মহাপুরুষের সাধনজীবন বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	ঘ	৩	খ	৪	ঘ	৫	গ	৬	ঘ	৭	খ	৮	ঘ	৯	ক	১০	গ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ সুশান্ত সেন ন্যাশনাল ব্যাংকের একজন অফিসার পদে কর্মরত। তার দুই ছেলে কলেজে পড়ে। তার স্ত্রী গৃহিনী। পরিবারে তিনি তার বৃদ্ধ বাবা-মায়েরও দেখাশোনা করেন। অন্যদিকে তার বড় ভাই অনিমেশ মোক্ষলাভের আশায় প্রচুর ধর্মীয় বই অধ্যয়ন করেন। ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রশ্ন করেন। তিনি প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে নিজের অর্জিত জ্ঞানের সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করেন।

ক. ভক্তিযোগ কাকে বলে? ১

খ. শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনার স্বাভাবিক গতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সুশান্ত সেন চতুরাশ্রমের যে আশ্রমে অবস্থান করেন তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অনিমেশ বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে কী ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. অংশাবতার কাকে বলে? ১

খ. শরীরের কার্যকারিতার জন্য কয়টি দোষের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত সাধকের সাধনজীবন তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হিন্দুধর্ম প্রচারে চিত্র-২ এ উল্লিখিত সাধকের অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবানের অপূর্ণাঙ্গের অবতারকে অংশাবতার বলে।

খ শরীরের কার্যকারিতার জন্য ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক 'চরক' তিনটি উপাদান বা দোষের কথা বলেছেন।

চরকই প্রথম মানব দেহের পরিপাক, বিপাক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি শরীরের কার্যকারিতার জন্য তিনটি 'দোষ' বা উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো– বাত, পিত্ত ও কফ। এই তিনটির সামঞ্জস্য নষ্ট হলে শরীর অসুস্থ হয়। আর সামঞ্জস্য ফিরে এলে শরীর সুস্থ হয়। চরক এ-ও বলেছেন – রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা বেশি জরুরি। তিনি রোগীর চিকিৎসার পূর্বে রোগের কারণসমূহ এবং পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থরূপে ভাবতে বলেছেন।

গ চিত্র-১ এ উল্লিখিত সাধকের নাম শ্রী শঙ্করাচার্য। শ্রী শঙ্করাচার্যের সাধনজীবন পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

যে সকল ক্ষণজন্মা মনীষী তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য অন্যতম। পণ্ডিতরা কোষ্ঠী দেখে তার স্বল্প আয়ুর কথা বললে তিনি ব্রহ্ম সাধনায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ধর্মগুরু হিসেবে তিনি নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি পুণ্যধাম বারাণসীতে আসেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তার ধর্মের মূলকথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই।'

শঙ্করাচার্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যেমন বিপর্যস্ত ছিল, ধর্মীয় জীবনও তেমনি বিপর্যস্ত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নানা কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। হিন্দুধর্মও ম্লান হয়ে পড়েছিল। সমাজে বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। শঙ্কারচার্য তার অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। 'জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই' এ কথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীবহিংসা কমে যায়। এটা শঙ্করাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহমুদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন।

ঘ চিত্র-২ এ উল্লিখিত সাধকের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। নিম্নে হিন্দুধর্ম প্রচারে সাধকের অবদান বিশ্লেষণ করা হলো–

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক-ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' তিনি আরো বলেন, 'খ্রিষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিষ্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের ভাগগুলো গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বিকাশলাভ করবে।' বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই মুগ্ধ হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা।

বিবেকানন্দের বিপুল অধ্যাত্মশক্তি ও কর্মব্রতের মধ্য দিয়ে ভারতের আত্মা সেদিন জেগে উঠেছিল। দেশের ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে জেগেছিল এক নতুন প্রাণস্পন্দন। আত্মবিস্মৃত জাতি সেদিন দেশের সনাতন ধর্মজীবন থেকে প্রাণরস আহরণে প্রবৃত্ত হয়ে উঠেছিল। ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরিশেষে বলা যায়, ভারতবাসীর জীবন ও হিন্দুধর্ম প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ০৩ শিমুল তার বাবার মৃতদেহ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে সৎকার সম্পন্ন করল। অশৌচের যাবতীয় নিয়ম কানুন অনুসরণ করলেও অর্থাভাবে সাড়ম্বরে আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারেননি। তার পরেও সে সাধ্যমতো শ্রদ্ধার সাথে সবকিছু করেছে।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. শিশু জন্মের পর প্রথম অন্ন ভোজনের জন্য পালিত সংস্কারটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শিমুল কীভাবে অশৌচ পালন করেছিল? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, শিমুলের বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে সমাবর্তন বলে।

খ শিশু জন্মের পর প্রথম অন্নভোজনের সংস্কারটির নাম অন্নপ্রাশন। অন্নপ্রাশন অতি পরিচিত একটি হিন্দুধর্মীয় সংস্কার। পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনের নাম অন্নপ্রাশন।

গ শিমুলের বাবার মৃত্যুর পর শিমুল অশৌচ পালন করেছিল। নিচে পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। আমাদের চিত্ত সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচ কালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এসময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়।

অশৌচকালে উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে সেখানে প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয়। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিন্ড দান করতে হয়। এই পিন্ডকে বলা হয় পূরকপিন্ড। পূরক পিন্ড দিতে হয় মোট দশটি। অশৌচান্তে মস্তক মুণ্ডন করে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিবসে হয় শ্রাদ্ধ। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিবস সংখ্যা বেশি। বৈশ্যের পনেরোদিন অশৌচ পালনের বিধান আছে। তবে বর্তমানে প্রায় সকল বর্ণের বা গোত্রের মানুষ দশ দিন অশৌচ পালন করে একাদশ কিংবা ত্রয়োদশ দিবসে, কেউ কেউ পনের দিন অশৌচ পালন করে ষোড়শ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকেন।

উদ্দীপকে শিমুল ও শাস্ত্রীয় সব নিয়ম-কানুন মেনে অশৌচের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করেছিল।

ঘ হ্যাঁ, শিমুলের বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হয়েছিল।

'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অণ্' প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তা-ই শ্রাদ্ধ। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল ইত্যাদি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

উদ্দীপকের শিমুল অশৌচের যাবতীয় নিয়ম-কানুন পালন করলেও অর্থের অভাবে সে শ্রাদ্ধে আড়ম্বর করতে পারেনি। তবে সবকিছু নিয়ম মতো পালন করেছে। শুধু আড়ম্বর করলেই শ্রাদ্ধ হয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে কোন কিছু না করলে সেখানে আড়ম্বরটাই প্রাধান্য পায়, শ্রাদ্ধটা না। তখন শ্রাদ্ধ তার মৌলিকতা হারায়। পরিশেষে বলা যায়, শিমুলের বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শাস্ত্রমতেই সম্পন্ন হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৪ অভয় বাবু মন্দিরে গ্রামবাসীকে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। এ গ্রন্থে বহু উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থের যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে, 'যথা ধর্ম, তথা জয়'। অপরদিকে, বিনয় বাবু গ্রামে একটি যাত্রা পালা দেখছিলেন। সেখানে পিতার সত্য রক্ষার জন্য পুত্র রাজ সুখ ত্যাগ করে বনে গমন করে এবং কষ্টে জীবনযাপন করে।

ক. ধর্ম কাকে বলে? ১

খ. কোন গ্রন্থের অপর নাম রহস্য? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে অভয় বাবুর পঠিত ধর্মগ্রন্থটির পাঠ্যবইয়ের যে ধর্মগ্রন্থের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিনয় বাবুর দেখা যাত্রা পালাটি কোন ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ কানাই বাবু একজন দরিদ্র কৃষক। তার দুই ছেলে মেয়ে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবার সাথে সংসার দেখাশুনা করে। হঠাৎ করে ছেলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তারের চিকিৎসা নেওয়ার পরও সুস্থ না হওয়ায় বাবা হতাশ হয়ে পড়েন। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। অপরদিকে, অনিল বাবু নিঃসন্তান। তাই তিনি সন্তান লাভের আশায় এক দেবতার পূজা করেন।

ক. পুরোহিত কাকে বলে? ১

খ. মেয়েকে মাতৃজ্ঞানের ভাবনার মধ্য দিয়ে পূজা করা হয় তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কানাই বাবুর পূজিত দেবীর পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অনিল বাবু যে দেবতার পূজা করেন উক্ত পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬

চিত্র-১

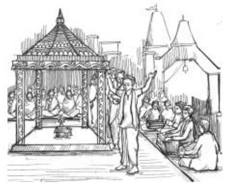

চিত্র-২

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. শিশুর শিক্ষা জীবনের শুরুতে কোন ধর্মাচারটি পালন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত ধর্মাচারটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চিত্র-২ এ বর্ণিত ধর্মানুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৭

চিত্র-১

দৃশ্যকল্প-২ : শরৎ বাবু তার চাকরিজীবী ছেলের বিয়ের জন্য মেয়ের বাবার কাছ থেকে নগদ অর্থসহ অনেক অলংকার আশা করেন। মেয়ের বাবা তা পছন্দ করেন না। ফলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১

খ. শিশুর জন্মের পর পিতা শিশুর জিহ্বা ছুঁয়ে কোন সংস্কারটি পালন করেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এ উল্লিখিত সংস্কারটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সংস্কারটির কুফল বিশ্লেষণ করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহ্য অণুসরণ করে সমগ্র জীবনে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার।

খ শিশুর জন্মের পর পিতা শিশুর জিহ্বা ছুঁয়ে যে সংস্কার পালন করেন তার নাম জাতকর্ম।

হিন্দুধর্মের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একটি হলো জাতকর্ম। জাতকর্ম হলো সন্তান জন্মের পরবর্তী কাজ। সাধারণত সন্তান জন্মের পর পিতা সন্তানের জিহ্বায় যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃত স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। শাস্ত্র অনুসারে এই কর্মকেই বলা হয় জাতকর্ম।

গ চিত্র-১ এ উল্লিখিত সংস্কারটি হলো বিবাহ। এই সংস্কারটির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার।

এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সংস্কারটি হলো পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা। কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

নারীরা আমাদেরই মা। আমাদেরই বোন। মা-বোনদের মর্যাদা দিতে না পারলে আমরা নিজেদেরই নিজেকে অমর্যাদা করার শামিল হবে। মানুষ হিসেবে নারীকে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমরা নিজেরাই কলঙ্কিত হব। তাই আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় এ প্রথার মূলোৎপাটন করতে হবে। তাহলেই আমরা মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

প্রশ্ন ▸ ০৮

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. যোগাসন কাকে বলে? ১

খ. প্রতিটি আসনের পর শবাসন করতে হয় কেন? ২

গ. ১নং চিত্রের আসনটির তুমি কীভাবে অনুশীলন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২নং চিত্রের আসনটি অনুশীলনের ফলে শরীর ও মনে যে প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না তাকে যোগাসন বলে।

খ প্রতিটি আসনের পরেই শবাসন করতে হয়। কারণ, প্রতিটি আসনেই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মৃদু চাপ পড়ে। ফলে সাময়িকভাবে রক্ত চলাচল কমে যায়, তাই আসন শেষে শবাসন বা বিশ্রাম করা হয়। যাতে করে ক্লান্তি দূর হয় ও রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে।

গ ১নং চিত্রের আসনটির নাম হলো অর্ধকূর্মাসন। নিচে আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো—

অর্ধকূর্মাসন আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। এরপর দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকবে, নিতম্ব থাকবে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকবে উপরের দিকে গোড়ানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে রাখতে হবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকতে হবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপরে তুলতে হবে।

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে।

হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

সুতরাং উপরে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী আমি আসনটি অনুশীলন করবো।

ঘ ২নং চিত্রের আসনটি হলো হলাসন। হলাসন অনুশীলন করলে শরীর ও মনে দারুণ প্রভাব পড়ে। নিচে এ আসন অনুশীলনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হলো—

হলাসন নিয়মিত অনুশীলনে শারীরিক সমস্যা দূরীভূত হয় এবং সুস্থ, সুন্দর, জীবনযাপন করা যায়।

নিয়মিত হলাসন অনুশীলনে মেরুদণ্ড নমনীয় ও সুস্থ থাকে, মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে, স্নায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দু'পাশে পেশি সতেজ ও সক্রিয় হয়। পিঠে ব্যথা থাকলে তা দূর হয়, কাঁধ শক্ত হয়ে গেলে হলাসন চর্চা করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ডায়াবেটিকস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বৃক্কের ও পেটের বিভিন্ন সমস্যার থেকে মুক্তি হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, হলাসন চর্চার মাধ্যমে দেহের সুস্থতা অর্জন করা যায় এবং এতে উপকারিতা পাওয়া রয়েছে। এর ফলে শরীর সুস্থ থাকবে পাশাপাশি মন সতেজ থাকবে এবং সকল কাজ কর্মে বাড়তি উৎসাহ পাওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, সঠিক নিয়মে হলাসন চর্চা করে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন ও আত্মিক প্রশান্তি অনুভব সম্ভব।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** পরিতোষ বাবু একজন ভালো মানুষ। তিনি গ্রামের অসহায় মানুষদের সাধ্যমতো সাহায্য করেন। যত বাধা বিপত্তি আসুক তিনি সত্য থেকে দূরে যান না। তিনি সুখে দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলকে সমান চোখে দেখেন।

দৃশ্যকল্প-২ : রাতুল ধর্মীয় আচরণ মেনে চলে। কিন্তু তার বন্ধু বিমল বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি রাতুলের খুব কষ্টদায়ক। সে বিমলকে বিভিন্নভাবে এর ক্ষতির দিকগুলো বোঝায়। তাকে সঙ্গ দেয়, মন্দিরে নিয়ে যায়। এখন বিমল আর কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে না।

ক. শিষ্টাচার কাকে বলে? ১

খ. আটটি অঙ্গযোগে প্রণাম করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ পরিতোষ বাবুর আচরণে যে নৈতিক গুণ ফুটে উঠেছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত গুণটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তমান সমাজে রাতুলের মতো বন্ধুর খুবই প্রয়োজন।— পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক নম্র, ভদ্র ও শিষ্ট আচরণই হলো শিষ্টাচার।

খ আটটি অঙ্গাযোগে প্রণাম করাকে বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম। জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য, দৃষ্টি-প্রণামের এ আটটি অঙ্গা। এ আটটি অঙ্গা ব্যবহার করে প্রণাম করলে তাকে অষ্টাঙ্গা বা সাষ্টাঙ্গা প্রণাম বলে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ পরিতোষ বাবুর আচরণে যে নৈতিক গুণ ফুটে উঠেছে তা একজন ধার্মিক ব্যক্তির স্বরূপের সাথে মিলে যায়। নিচে উক্ত গুণটির স্বরূপ পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ (ধৃতি, ক্ষমা, দম, ধী, বিদ্যা, অক্রোধ, প্রভৃতি) যার মধ্যে প্রকাশ পায় বা যিনি ধর্মের ঐ দশটি লক্ষণ নিজের জীবনে চলার পথে অনুসরণ করেন তিনিই ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করেন। ক্ষমতার দম্ভ দ্বারা তিনি পরিচালিত হন না। তিনি সর্বাবস্থায় নিজেকে সংযত করতে পারেন।

ধার্মিক ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন। তার প্রজ্ঞা তাকে মহান করে তোলে। সকল কিছু বিচার করার অনন্যশক্তি দান করে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। ধী ও বিদ্যা তাঁকে চরিত্রের উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়। তিনি কখনো সত্য থেকে দূরে সরে যান না। ধার্মিক ব্যক্তি সুখে-দুঃখে নিরুদ্বেগ থাকেন। আনন্দে অতি উদ্বেল হন না বা দুঃখে ভেঙে পড়েন না। দান ও দয়া ধার্মিকের দুটি প্রধান নৈতিক গুণ।

ঘ উপরের উদ্দীপকটি পড়লেই বোঝা যায় বর্তমান সমাজে রাতুলের মতো বন্ধুর খুবই প্রয়োজন। নিচে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপ সমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসক্তই পাপী নন, যাঁরা তাঁর সঙ্গা করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসক্তের পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।

মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে। সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহত্তর সাধনায় লিপ্ত থাকব। পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে রাতুল বিমলের বন্ধু হলেও সে বিমলের পরিবারের মতোই ভূমিকা পালন করেছে। রাতুল বিমলকে নেশার ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝিয়ে বলে এবং তাকে সঙ্গা দিয়ে মন্দিরে নিয়ে যায়। রাতুলের প্রচেষ্টার ফলে বিমল নেশার আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসে। তাই বলা যায়, আমাদের সমাজে রাতুলের মতো বন্ধুর বিশেষ প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১০ পপি দেবী একজন দরিদ্র ও ধার্মিক রমণী। তিনি একদিন একাদশী ব্রত শেষে পরের দিন পারণ করবেন এমন সময় দুইজন ভিক্ষুক এসে খেতে চাইল। তখন পপি দেবী নিজের ক্ষুধার কথা চিন্তা না করে নিজের খাবার ভিক্ষুকদের দিলেন।

পলক বাবু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে দেশ শত্রুমুক্ত করেন। যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হলেও শত্রুর গোলার আঘাতে একটি পা হারান।

ক. অযাচক বৃত্তি কাকে বলে? ১
খ. সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পপি দেবীর মধ্যে কোন নৈতিক গুণটির প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পলক বাবু তোমার পাঠ্যবইয়ের একটি চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। মূল্যায়ন করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অযাচক বৃত্তি হলো উপাসনার এমন একটি রীতি, যে রীতি পালনের সময় অন্যের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, অন্য কেউ ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দান করবে তা দিয়েই জীবনযাপন করতে হবে।

খ সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ।

মানুষের মধ্যে কিছু সহজাত প্রবৃত্তি আছে, সেগুলো পশুপাখির মধ্যেও বিদ্যমান। মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্য জীব থেকে আলাদা করা যাবে। এ গুণটি হলো মানবতা। এজন্যই মানুষকে অন্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এটি একটি নৈতিক গুণ যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গণ্য করে।

গ উদ্দীপকে পপি দেবীর মধ্যে মানবতা নামক নৈতিক গুণটির প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

মানবতা মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ এবং এটি ধর্মের অঙ্গা। মহত্ত্বের উৎসই হচ্ছে মানবতা। মানবতার কারণেই মানুষ অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা। অসহায়কে সাহায্য করা, নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। এসব কাজের মাধ্যমে মানবতা নামক গুণের প্রকাশ পায়। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যারা এ নৈতিক গুণের অধিকারী তারা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করেন। তারা জানেন জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, ধর্ম সাধন হয়।

উদ্দীপকের পপি দেবী একজন ধার্মিক রমনী। তিনি একাদশী ব্রত পালনের সময় একদিন উপবাস ছিলেন। ব্রত শেষে পরের দিন মানে পারণের দিন দুইজন ভিক্ষুক এসে খাবার চাইলে তিনি তার ভাগের খাবার দিয়ে দেন। তাই বলা যায়, পপি দেবী মানবতার সেবায় নিয়োজিত।

ঘ উদ্দীপকের পলক বাবু পাঠ্যবইয়ের তরণীসেনের প্রতিচ্ছবি। নিম্নে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করা হলো—

তরণীসেন এক সৎসাহসী বারো বছরের বালক। সে ছিল রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। রাক্ষস বাহিনীর সাথে রাম-লক্ষ্মণের

ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে এবং এ যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনী পরাজিত হচ্ছে– এ খবর পেয়ে বালক তরণীসেন সাহস করে রথ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে। রণক্ষেত্রে তার বাণের আঘাতে রামের পক্ষের অনেক বানর সৈন্য আহত হয়। তরণীসেনের এ সৎসাহস দেখে রামচন্দ্র বিস্মিত হন। এ কারণে রণক্ষেত্রে তরণীসেনের মৃত্যুর পর তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন। রামচন্দ্রের আশীর্বাদে তরণীসেন রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে যায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, তরণীসেন বালক হওয়া সত্ত্বেও যে সৎসাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ইতিহাসে তা অম্লান। সে দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সৎসাহস নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় চিত্তে যুদ্ধ করে। বীরের মতো লড়ে তরণীসেন প্রাণ বিসর্জন দেয়।

উদ্দীপকের পলক বাবু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস যুদ্ধ করে দেশ শত্রুমুক্ত করেন। কিন্তু শত্রুর গোলার আঘাতে একটি পা হারিয়ে ফেলেন। পাঠ্যবইয়ের তরণীসেন মাত্র বারো বছরের বালক হয়েও সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাই বলা যায়, পলক বাবু যেন তরুণীসেনেরই প্রতিচ্ছবি। কারণ পলক বাবুও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▸ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** সীমা দেবী ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মা-বাবার খুব আদরের। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। তার সুমধুর কণ্ঠের ভজন গান সকলকে মুগ্ধ করে।
দৃশ্যকল্প-২ : দুর্গাপুর গ্রামে শান্ত নামে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। ছাত্র হিসেবে তার ছিল অসাধারণ মেধা। ধর্মের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। মাত্র ১২ বছর বয়সে সে সংসার ত্যাগ করে এক সাধুর সাথে সন্ন্যাস যাত্রা করে।

ক. পূর্ণ অবতার কাকে বলে? ১
খ. ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক কে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সীমা দেবীর কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত মহাপুরুষের সাধনজীবন বিশ্লেষণ করো। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন, তখন তাকে বলা হয় পূর্ণাবতার।

খ আধুনিক গবেষকদের মতে, সুশ্রুত খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি বর্তমান বারাণসী নগরে গঙ্গার তীরে বাস করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করতেন। তিনি প্রধানত শল্যবিদ্যার চর্চা করতেন। এজন্য তাকে বলা হয় 'ভারতীয় শল্যবিদ্যার জনক'।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সীমা দেবীর কর্মকাণ্ড পাঠ্যবইয়ের মীরাবাঈ চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

মীরা ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাই খুব আদর-যত্নে তিনি লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু মাত্র আট বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারান। ফলে তাঁর জীবনে একটা ছন্দপতন ঘটে। পিতা রত্নসিংহ মেয়েকে নিয়ে অনেকটা বিপদে পড়েন। তখন পিতামহ রাও দুধাজী মীরাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। পরম যত্নে তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। ছোটবেলা থেকেই ধর্মজীবনের একটা আদর্শ মীরার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। বালিকা বয়সেই মীরা ভক্তিরসাত্মক ভজন রচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। চতুর্ভুজজীর মন্দিরের দেয়ালে মীরার কয়েকটি উৎকৃষ্ট ভজন উৎকীর্ণ আছে। মীরার শ্বশুরবাড়িতে কোনো কিছুর অভাব নেই। রাণা সংগ্রামসিংহের মতো শ্বশুর। ভোজরাজের মতো সুযোগ্য স্বামী। অতুল ঐশ্বর্য। অসংখ্য দাস-দাসী। কিন্তু এ-সবের প্রতি মীরার কোনো আসক্তি নেই। জীবনে তাঁর একমাত্র কাম্য বস্তু হলে কৃষ্ণপ্রেম আর গিরিধারীলালের সাক্ষাৎ লাভ। তিনি শুধু সাধন-ভজন নিয়েই থাকেন। প্রসাদে কোনো সাধু-সন্ত এলে ছুটে যেতেন তাঁর কাছে। একমনে হরিকথা শুনতেন। কখনো কখনো ভাবাবিষ্ট হয়ে নিজের কণ্ঠেই শুরু করতেন ভজন গান। শেষ পর্যন্ত মীরা বৃন্দাবনে চলে যান। বৃন্দাবনে এসে মীরা তীব্রভাবে প্রেমভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়েন। দিকে দিকে তাঁর নাম প্রচারিত হয়। রাজস্থানও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মীরার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কৃষ্ণ ভক্তিপরায়ণা মীরাবাঈ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভগবান প্রাপ্তির পথপ্রদর্শন করেন।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সীমা দেবীর সাথে পাঠ্যবইয়ের মীরাবাঈ এর চরিত্র একেবারে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত মহাপুরুষ হলে প্রভু নিত্যানন্দ। নিম্নে মহাপুরুষের সাধন জীবন বিশ্লেষন করা হলো–

নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম ছিল কুবের। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনায় তাঁর একদম মন ছিল না। ধর্মকথা শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। খেলার পরিবর্তে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতেন। সর্বদা কৃষ্ণের কথা ভাবতেন। কীভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে সর্বক্ষণ এটাই ছিল তার ভাবনা। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি পিতামাতার অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। অনেক অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, তীর্থস্থান ঘুড়ে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে একদিন উপস্থিত হলেন কাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনে। তিনি ব্যাকুল হয়ে পাগলের মতো শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন কৃষ্ণ তাকে স্বপ্নে সাক্ষাৎ দেন এবং তাকে নির্দেশ দেন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে প্রেমভক্তি প্রচারে যোগ দিতে। নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনে নেচে গেয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে হরিনাম বিলাতে লাগলেন। ফলে দলে দলে লোক তাদের অনুসারী হলো। জগাই-মাধাইয়ের মতো অসংখ্য পাপীকে তিনি কৃষ্ণনামের দ্বারা উদ্ধার করেন। গৌরাঙ্গের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে নিত্যানন্দ গৌড়রাজ্যে, বিশেষ নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম ও প্রেমধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। তিনি কৃষ্ণনামের সাথে একীভূত করে দেন শ্রীগৌরাঙ্গের নাম। গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত প্রেমধর্মের এক মহাপ্রচারকরূপে গৌড়দেশে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। সকলে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়। সার্থক হয় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনামের আন্দোলন। নিত্যানন্দও চির অমর হয়ে থাকেন গৌড়বাসীর অন্তরে।

পরিশেষে বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ এর শান্ত প্রভু নিত্যানন্দের জীবনকেই ইঙ্গিত করছে। পাঠ্যবইয়ের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে আমরা প্রভু নিত্যানন্দের সাথেই মিল খুঁজে পাই।